উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

গম্ভীরকে খুনের হুমকি দিয়ে ধৃত পড়ুয়া » ১২

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ
পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনায় তদন্ত শুরু করল এনআইএ। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অনুসন্ধান চালাবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩২°	২১°
জলপাইগুড়ি	৩১°	২১°
কোচবিহার	৩০°	২১°
আলিপুরদুয়ার	৩২°	২১°

পিওকে পুনরুদ্ধার করার দাবি অভিষেকের » ৫

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 338

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে খণ্ডিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গাও সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও তার মধ্য দিয়ে ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সৃষ্টি বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এক সকরুণ স্থায়ী ছাপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রেখে গিয়েছে। দাঙ্গার রক্তক্ষরণ থেকে এই উপমহাদেশের যেন রেহাই নেই! লাখো-লাখো সাধারণ মানুষের মৃত্যু, হাজার-হাজার অসহায় নারীর ইজ্জত লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বল্গাহীন সন্ত্রাস ভারতের আর্থসামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই!

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা ঠিক কত সালে সর্বপ্রথম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯১৭ সালে বিহারের শাহাবাদে এবং ১৯২১ সালে কেরলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা, বিহার শরিফের দাঙ্গা, জব্বলপুরের দাঙ্গা-একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আর্ত মানুষের কান্না, হাহাকার দেখেও সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে বারবার রক্তের হোলিতে স্নাত হয়েছে। সেই ১৯৮৩-র অসমের নেলি'র গণহত্যার ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। তাও বারবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি দাঙ্গার রক্তে সিক্ত হয়েছে।

দেশের সংবিধান, তাতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা, উপধারা, অধিকার, আইনসভা, কত আইন,

এরপর দশের পাতায়

বাঁধ মানে না চোখের জল...

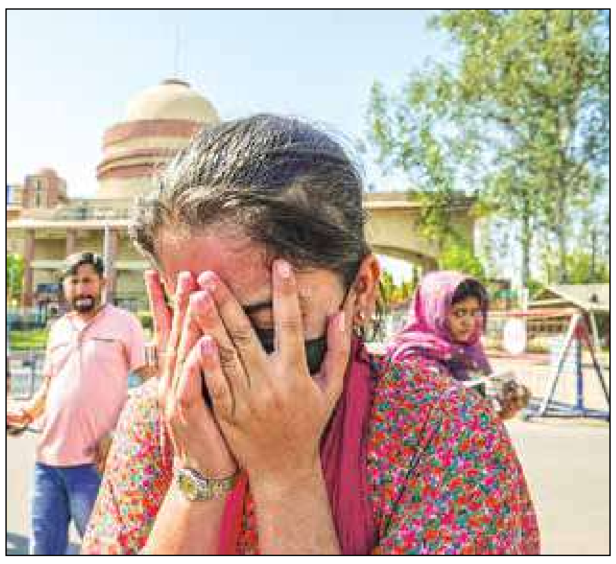

মন খারাপের সময়।। *পাকিস্তানে ফেরার সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারায় কান্না হিন্দু তরুণীর (বাঁয়ে)। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে যেতে না পারায় ভেঙে পড়েছেন ভারতীয় প্রৌঢ়া। রবিবার আটারি-ওয়াঘা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে। -পিটিআই*

যুদ্ধং দেহি

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে, পদক্ষেপের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : যুদ্ধ নয়, তবে রণহুংকার। দু'দেশেরই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবিবারের তাঁর 'মন কি বাতে।' নরেন্দ্র মোদি বুঝিয়েছেন, তাঁর সরকার তো বটেই, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপের মনোভাবের সঙ্গে তিনি সহমত।

কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে পর্যটকদের ওপর পহলগামে হামলা চালানো হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, 'দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।' পাকিস্তানের নাম না করে চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও প্রতিবেশী দেশকে অপমান করিনি বা তাদের ক্ষতি করিনি। কিন্তু কোনও দেশ শয়তানে পরিণত হলে আর কি রাস্তা খোলা থাকতে পারে!'

হুংকার দিচ্ছে পাকিস্তানও। সেদেশের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি আরও সুর চড়িয়ে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে ঘোরি, শাহিন এবং গজনাভি ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।' আস্ফালন করে তিনি বলেন, 'ভারত পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করলে, তাদের পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকা উচিত।'

আব্বাসির ভাষায়, 'আমাদের হাতে অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য রাখা নেই। আমরা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি কোথায় কোথায় রেখেছি, সেটা কিন্তু কেউ জানেন না। আমি আবার বলছি, এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতের দিকেই তাক করে রাখা আছে।' তাঁর এই হুমকির পর রবিবার নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা।

এই পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান যেন প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভাগবতের কথায়, 'রাজার কর্তব্য মানুষকে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত রাজার। গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' এই মন্তব্যের আগেই রবিবার আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদি বলেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গি হামলার ছবি দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ত ফুটছে। পহলগামের হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।'

এরপর দশের পাতায়

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : সিন্ধু জল চুক্তি রদ হতেই তার প্রভাব পড়ল পাকিস্তান অধিকৃত ভূখণ্ডে। চুক্তি স্থগিত থাকায় কোনও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির খবর পাকিস্তানকে আগাম জানানো বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। তারই ফল ভোগ করল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ঝিলম নদীর জলে ভেসে গেল ওই এলাকা। হতাহতের খবর না থাকলেও কয়েকশো বাড়ি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে ওষুধ সংকট

কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। তাতে সমস্যায় পড়ে ঘটনাটিকে ভারতের 'জল সন্ত্রাস' বলে হইচই শুরু করেছে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু সহ ৬ নদীর জলপ্রবাহের তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করার দায় ছিল ভারতের। চুক্তি স্থগিত হওয়ায় সেই তথ্য আর না দেওয়ায় সমস্যা শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগের জবাব দেয়নি।

অন্যদিকে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় ভারতকে পালটা চাপ দিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে সংকট ডেকে এনেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। ওষুধের জন্য ভারতের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা ছিল পাকিস্তানের। ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছাড়াও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে পাকিস্তান।

এরপর দশের পাতায়

বকুনি বনাম 'ধর্ষণ' ঘিরে তোলপাড়

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শনিবার রাতে সটান ধূপগুড়ি থানায় হাজির বছর ষোলোর এক কিশোরী। পুলিশের কাছে তার অভিযোগ, দুই কাকা মিলে তাকে ধর্ষণ করে। নাবালিকার মুখে এমন গুরুতর অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত দুই কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে, সেই কিশোরীর অভিযোগ নিয়েও দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। তার মা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও দাবি, এসব মিথ্যা অভিযোগ। বাড়ির লোকজনের ওপর রাগ করে নাকি বানিয়ে বানিয়ে এমন অভিযোগ দায়ের করেছে সে। ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার।

ধৃত দুই কাকা

- এক নাবালিকা গত দু'দিন ধরে বাড়িতে ছিল না
- শনিবার বাড়িতে ফেরার পর ঠাকুরদার বকুনি
- এরপর ওই নাবালিকা কাকাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করে, ধৃত দুই
- নাবালিকার মা ও পরিবারের সদস্যরা অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন

এব্যাপারে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

এবার প্রশ্ন উঠছে, অভিযোগ যদি মিথ্যাই হয়, তবে সেই কিশোরী এমন কাণ্ড ঘটাল কেন? পরিবারের সদস্যদের দাবি, ঠাকুরদার কাছে বকুনি খেয়ে অভিমানে দুই কাকার নামে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে সে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা গত দুইদিন ধরে বাড়িতে ছিল না। বাড়ির কাউকে না জানিয়েই ময়নাগুড়িতে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে শনিবার বিকেলে বাড়িতে ফিরেছে। তখনই ঠাকুরদা নাতনিকে বকুনি দিয়েছেন। এভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ির বাইরে থাকা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাতেই নাকি অভিমানে ফুঁসছিল নাবালিকা। রাতেই দুই বান্ধবী ও এক বন্ধুকে নিয়ে থানায় হাজির হয়। নাবালিকা একাই থানার ভেতরে ঢুকে পুলিশকে প্রথমে মৌখিকভাবে জানায় যে, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পরে নাবালিকাকে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ঘটনা জানতে চাওয়া হয়। কিশোরী জানায়, দুই বছর আগে কাকারা তাকে ধর্ষণ করেছে। বর্তমানে নানাভাবে তার শ্লীলতাহানি করছে। এরপর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

এদিকে সেই নাবালিকার জেঠু বলেন, 'মাঝেমধ্যেই ও কাউকে না জানিয়ে ময়নাগুড়িতে চলে যায়। রাতের পর রাত বাড়ি ফেরে না। তাই আমার বাবা নাতনিকে বকুনি দিয়েছিল। এরপরই ও কারও সঙ্গে শলাপরামর্শ করে থানায় গিয়ে ওই মিথ্যে অভিযোগ করেছে।'

খালি জেঠু নয়, নাবালিকার মা-ও বলছেন যে, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। বলেন, 'আমার মেয়ে অভিমানে এমন কাজ করেছে।' এদিকে নাবালিকার বাবা ভিনদেশে কাজ করেন। তাঁকে এব্যাপারে জানানো হয়েছে। তিনি সেখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দিয়েছেন। পরিবারের লোকেরা নাবালিকার এহেন আচরণে বেজায় চটেছেন। কিন্তু নাবালিকার জেদের কাছে সকলেই নত হয়েছেন। তাকে আর কেউ ঘাঁটাতে চাইছেন না। ঘটনার পর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের সকলেই থানায় গিয়েছেন। সকলের মুখেই একটিই কথা, নাবালিকা অত্যন্ত জেদি। কারও প্ররোচনায় মিথ্যা অভিযোগ করেছে। বর্তমানে নাবালিকার সঙ্গী তিনজনের খোঁজ করছে বাড়ির লোকজন।

পুলিশ তদন্তে নেমে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমস্তটাই জানতে পেরেছে। তবে নাবালিকা যেখানে নিজেই অভিযোগ দায়ের করেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবার সকালে নাবালিকাকে মেডিকেল টেস্টের জন্যে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সেই নাবালিকা চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী আইনানুগ পথে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।

বাগজান নদীতে স্নানে নেমে মৃত্যু ছাত্রের

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জ্যাঠতুতো দাদার সঙ্গে বাগজান নদীতে স্নানে নেমে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। আগামী বছর ঋত্বিক রায় নামে বছর আঠারোর ওই পড়ুয়ার উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ময়নাগুড়ির আনন্দনগরপাড়ায়। বাগজান নদীতে তলিয়ে মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। বছর দুয়েক আগে বাগজান নদীতে শুভাশিস দে নামে আনন্দনগরপাড়ারই নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। একের পর এক দুর্ঘটনার জেরে বিপজ্জনক নদীঘাট চিহ্নিত করে স্নান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ময়নাগুড়ি পুরসভার তরফে বোর্ড লাগানো হয়। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই এদিন স্নানে নেমেছিল দুই ভাই। বিপজ্জনক নদীঘাটে নজরদারির

দুর্ঘটনার পর ময়নাগুড়ি হাসপাতালে স্থানীয়দের ভিড়।

অভাবে বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুরসভার ভূমিকা। শুধু নিষেধাজ্ঞার বোর্ড লাগিয়েই পুরসভা দায় এড়াচ্ছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত দশ বছরে বাগজান ও জরদা নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। পুরসভার তরফে বাগজানের ঘাটটিকে বিপজ্জনক নদীঘাট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি কলোখাওয়া নদীর সঙ্গে বাগজান নদীর মিলিত প্রবাহ জরদা নদীর ঘাটেও বিপজ্জনক বোর্ড বসানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'যে স্থানটিতে দুর্ঘটনা ঘটছে, তার পাশে রেলের জমি রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে কথা বলে ওই স্থানটিতে বোল্ডার দিয়ে ফিলিং করলে সমস্যা অনেকটাই মিটবে।' এই পরিস্থিতিতে সোমবার প্রশাসনের কর্তারা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার দুপুরে জ্যাঠতুতো দাদা জিনিত রায়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বাগজান নদীতে স্নান করতে যায় ঋত্বিক। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে চোখ ছলছল করছিল জিনিতের। তাঁর কথায়, 'এক দফায় স্নান সেরে দুজনে পাড়ে উঠে আসার পর ঋত্বিক আবার স্নানের জন্য নদীতে নামে। ভাই সাঁতার জানত না। সেসময় ওর পা নদীর একটি গর্তের মধ্যে আটকে যায়।'

এরপর দশের পাতায়

নারী নিগ্রহ, খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক বছরে খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। সেইসঙ্গে পকসো মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩-এ খুন-ধর্ষণের ৩৮০০ ঘটনার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যাটা ৬০০০ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে নারী নিগ্রহ এবং খুনের মতো অপরাধের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহল। কী জন্য 'শান্ত' উত্তরবঙ্গ এমন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার হদিস করতে চাইছে প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের অধীনে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত আটটি জেলা রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাব সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানে বায়োলজি, টক্সিকোলজি এবং সেরোলজিক্যাল নমুনা পরীক্ষা চালু হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে আসা খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলার নমুনা ছাড়াও অন্যান্য নমুনার পরীক্ষা করা হয়। রক্তের গ্রুপ ও অন্য নমুনা, খুন করা অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, মানুষের শরীরের চামড়া, চোখের জল, সিমেন, বিষক্রিয়ার নমুনা, অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখানকার ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়োলজি, সেরোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগ মিলিয়ে ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো। ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০। আর ২০২৪-এ সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০। চলতি বছরের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ নমুনাই খুন ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে পকসো মামলার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দুই-তিন বছর আগে পকসো মামলার নমুনা মাসে একটি, বড়জোর দুটি করে আসত। গত এক বছরে প্রতি মাসেই পকসো মামলার নমুনা আসছে মাসে ৫ থেকে ৬টি করে।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ও ইনচার্জ ডাঃ মৌসুমি রক্ষিত জানান, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়ায় কাজের চাপও মারাত্মক বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাবরেটরিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কম। তার উপর ভারতীয় ন্যায়সংহিতার নতুন আইনে কোনও মামলায় সাত বছরের ওপর সাজা হওয়ার ধারা থাকলে সেই মামলার ক্রাইম সিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

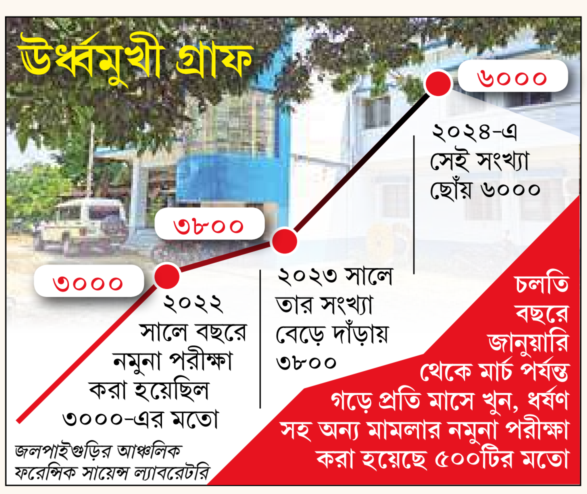

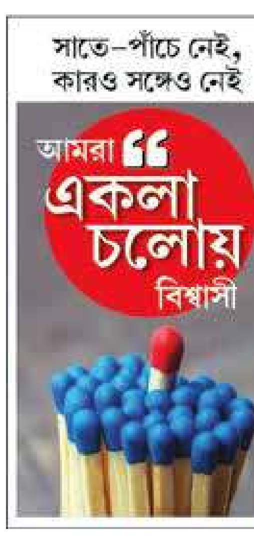

ওয়াকফের জমিতে অবাধে দখলদারি

দখলকারীদের সহজ টার্গেট যেন জলপাইগুড়ি জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের জমি। কোথাও বাড়িঘর গড়ে উঠেছে, কোথাও চাষাবাদ চলছে। কোথাও আবার বিঘার পর বিঘা জমিতে গড়ে উঠেছে চা বাগান। এছাড়া খেলার মাঠ, শপিং মলও বেমালুম গড়ে উঠেছে ওয়াকফ এস্টেটের জমিতে। দখলমুক্তির উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না, তা নয়। তবে সেই উদ্যোগ কি যথেষ্ট? খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : ওয়াকফ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ঠিকই। কিন্তু জেলায় জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের নামে থাকা জমি বছরের পর বছর ধরে বেদখল হয়ে রয়েছে। খোদ জলপাইগুড়ি জেলাতেই সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোট ৮৩৩ একর জমি থাকার কথা। তার মধ্যে এখনও প্রায় ৪০০ একর জমি দখলমুক্ত করা যায়নি।

প্রশাসন যে সমস্যার কথা জানে না, তা নয়। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের উত্তরাধিকারী সূত্রে যাঁদের অধীনে জমিগুলি রয়েছে, তাঁদের মোতোয়ালি বলা হয়। এই জমি

মিলন সংঘ ময়দান। জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি।

দখল নিয়ে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের কাছে মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লার পরিবারের তরফে এবং সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালিদের পক্ষ থেকেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের করা এক সমীক্ষা থেকেই শহর এলাকায় ১৫ একর ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখলের তথ্য উঠে এসেছে। তাসত্ত্বেও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের দাবি, জেলায় কোথাও কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে কী কী হয়েছে? কোথাও শপিং মল বা মার্কেট কমপ্লেক্স হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমিতে বড় ও ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে উঠেছে। পড়ে থাকা ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট সহ অন্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। জমি দখল করে কোথাও খেলার মাঠ গড়ে উঠেছে। বহু মানুষ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অনাবাদি জমিতে দীর্ঘবছর ধরে চাষাবাদ করে নিজেরাই ভোগদখল করছেন।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, এমজি রোড, পুরোনো পুলিশলাইন, শিল্পসমিতিপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কদমতলা বাস টার্মিনাস এলাকায় প্রচুর জমি দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন নির্মাণকাজ করা হয়েছে। শহরতলির পাহাড়পুরের চৌরঙ্গি এলাকা,

এরপর দশের পাতায়

তরমুজ উৎসবের আয়োজন মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

তিস্তার ধারে তরমুজ উৎসব। রবিবার।

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মে আম উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব থেকে শুরু করে শীতকালে খাদ্য উৎসবের কথা অহরহ শোনা যায়। কিন্তু এবারে মেখলিগঞ্জ এক অভিনব তরমুজ উৎসবের সাক্ষী থাকল। রবিবার রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতুর পাশের ছটপুজোর ঘাটে এই তরমুজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রথম এমন উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে ওই উৎসব পরিচালনা করেছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে প্রতি বছর উৎপাদিত তরমুজ স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। মেখলিগঞ্জের তরমুজ চাষকে জনপ্রিয় করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু এদিন বললেন, 'তরমুজের প্রচার, চাষিদের ভালো দাম পাওয়ার বিষয়, সেইসঙ্গে তরমুজের বিভিন্নরকম উপকারিতা নিয়ে যাতে মানুষ জানতে পারেন সেজন্যই তরমুজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবারই প্রথম। সকলের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরও বড় করে উৎসবের আয়োজন হবে।'

এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তরমুজের টুকরো সহ তরমুজের রস বিনামূল্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। জয়ী সেতুতে বেড়াতে আসা মানুষও উৎসবে যোগ দেন। এমনকি ময়নাগুড়ির শিল্পী এসে সুন্দর সংগীত অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রশাসনের তরফে তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা, কৃষকরা কীভাবে আরও উন্নত উপায়ে তরমুজ উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি ফ্লেক্স-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক এলাকাবাসী মৈনাক সরকার বলেন, 'এলাকার তরমুজকে রাজ্যের দরবারে তুলে ধরার জন্য এতদিন তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তরমুজ উৎসব এক অভিনব চিন্তা। তিস্তা নদী ও জয়ী সেতুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া ও গান শোনার আনন্দ নিলাম।'

আরেক বাসিন্দা তমা ভট্টাচার্যের কথায়, 'তরমুজ উৎসবে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই উৎসবের প্রচার আরও বেশি হলে মেখলিগঞ্জের পাশাপাশি হলদিবাড়ির মানুষও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।' তাঁর কথায় প্রায় একমত এলাকার তরমুজ বিক্রেতারাও। এক বিক্রেতা জাবেদ আলির বক্তব্য, 'তরমুজ উৎসবের আরও প্রচার হলে প্রচুর মানুষ আসতে পারতেন।' এদিনের তরমুজ উৎসবে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ, এসডিআইসিও প্রজ্ঞা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত বন্ধে পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে বাইক-টোটো চলাচল

তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে চরম বিশৃঙ্খলা

অনুপ সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতেই বন্ধ যানবাহন চলাচল।

ওদলাবাড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : প্রশাসনিক ঘোষণা মতোই সংস্কারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল রবিবার। এদিন দুপুরে সেতুর সংস্কারের সূচনার পর সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, হঠাৎ রাস্তা বন্ধে যাতায়াতকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বচসা বেধে যায় তাঁদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষে পুলিশ বাইক এবং টোটো যেতে দিতে বাধ্য হয়।

রাজগঞ্জের দিক থেকে ক্রান্তির দিকে যাওয়ার এই রাস্তা বন্ধে প্রচুর মানুষ এদিন সমস্যায় পড়েন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, সকালে তাঁরা যখন যান তখন পুলিশ আটকায়নি। ফেরার পথে দেখেন পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। কুরান চাঁদমারির গুল মহম্মদ বলেন, 'আমার আত্মীয় শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম সকালে। ফেরার পথে দেখি এই অবস্থা।' চালতলার সুবর্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'যাওয়ার বেলা পুলিশ আমাদের আটকায়নি। ফেরার পথে এখন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, প্রচুর মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছেন, যেতে না দিলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে তাই কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মাল ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দুই সভাপতি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক প্রমুখের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতু সংস্কার শুরু হয়। সেতুর মাঝে মঞ্চ বেঁধে কাজ শুরুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সেতুর দু'ধারে ব্যারিকেড করে যানবাহন চলাচল আটকে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে না দিয়ে একদিক খোলা রেখে সংস্কারের কাজ করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছে অনেককে। তপন বাইন নামে গজলডোবার এক দুধ বিক্রেতা বলেন, 'প্রতিদিন সকালে সেতু পেরিয়ে টোটোয় চেপে দুধ নিয়ে শিলিগুড়ি যাই। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলে দুধ বিক্রি করব কোথায়?' একই অবস্থা অনিল রায়, সুনীল সরকারের মতো কৃষকদেরও।

> ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।
>
> **-মহুয়া গোপ**
> জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

গজলডোবার বাসিন্দা চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'টাকিমারি, মিলনপল্লির বহু ছেলেমেয়ে গজলডোবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের বেশিরভাগই বাস, টোটো, সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। সেতুর একপাশে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে এক কিমি সেতু পেরিয়ে আবার গাড়িতে চেপে স্কুলে পৌঁছাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে।' তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগী, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যে সমস্যায় পড়বেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এদিকে সাধারণ মানুষ যে সত্যিই সমস্যায় পড়েছেন তা স্বীকার করেছেন মহুয়া গোপ। এদিন অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেন, 'ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আজ থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।'

যদিও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনা এড়াতেই সেতুর সংস্কার জরুরি। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা হবে।'

বিড়ি বাঁধতে না জানলে পাত্র জুটবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : 'ও মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' আগেকার দিনে পাত্রী দেখতে গিয়ে কমবেশি সব মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে পরেছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের চুল, চালচলন। এছাড়া রান্না জানে কি না, চাকরি করে কি না, ইত্যাদিও জিজ্ঞাস করা হয়।

তবে, কখনও শুনেছেন, হবু পাত্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি বিড়ি বাঁধতে জানো'?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর সহ একাধিক গ্রামের। যেখানে মেয়েদের বিড়ি বাঁধার কাজটাই স্থানীয় সমাজে মর্যাদাব্যঞ্জক। এমনকি এই কাজটা না জানলে জোটে না বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও!

এক বিড়ি শ্রমিক সাবানা খাতুনের কথায়, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, বাবা-মা গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। এখন তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কারণ, এখন আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। মা বলেছেন, করণদিঘি থানার আলতাপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে তোর নিকাহর পাকা কথা চলছে। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। বাধ্য হয়ে পেটের ভাত জোটাতে কাজ শিখতে হয়েছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের এইসব গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বিড়ি বাঁধার কাজকে। যে যত বেশি বিড়ি বাঁধবে, তার তত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

এর উলটো ছবিটাও আছে। স্নাতক হয়েও বিড়ি বাঁধার কাজ না শেখায় বিয়ে হচ্ছে না বছর তিরিশের শাকিলা পারভিনের। তিনি এখন বিহারের কিশনগঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি বলেন, 'আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গেই থাকতে চাই। তবে কিছুদিন বাধ্য হয়ে আমাকেও বিড়ি বাঁধতে হয়েছিল।'

> আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম।
>
> **সাবানা খাতুন** *বিড়ি শ্রমিক*

গ্রামের এক বয়স্ক বিড়ি শ্রমিক রাশেদা বেগম বলেন, 'এখানকার মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে ফেলবে তত মঙ্গল।'

তবে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষও। এক হাজার বিড়ি বেঁধে কারও রোজগার ১৭০ টাকা আবার কেউ ২০০ টাকা পান। যেখানে মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা হাজার বিড়ি বাঁধলে প্রায় ২৫০ টাকা পান। এই বৈষম্য দূর করার দাবি তাঁদের।

শনিবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সহ তিন-চারটি গ্রামের একই ছবি। সহজপাঠ বা অঙ্ক বই নয়, তামাক আর কেন্দুপাতার ডালা নিয়ে দক্ষ বিড়ি শ্রমিক হওয়ার অনুশীলনে মগ্ন গ্রামের খুদেরা।

কিন্তু এভাবে ছোট বয়স থেকে বিড়ির সংস্পর্শে আসলে ক্ষতিও তো হতে পারে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ফুসফুসের একাধিক সমস্যা হতে পারে, রক্তনালীর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন তামাকের ঘ্রাণ এর জন্য খাদ্যতন্ত্রের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও বিড়িতে আসক্তিও তৈরি হতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের বক্তব্য, 'করণদিঘি ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের কাজ করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বিড়ি বাঁধতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

তবে আপাতত উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এইসব অঞ্চলে তামাকের উগ্রতা আর কেন্দুপাতার যুগলবন্দিই ভবিতব্য। এর মাঝে নারীর পড়াশোনার অধিকার, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রতিদিন একটু একটু করে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

গবেষণার জন্য সুইডেনে সুযোগ তরুণের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : গুগল বলছে, কোচবিহার থেকে সুইডেনের দূরত্ব ৬৪৩৩ কিলোমিটার। কিন্তু কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের বাসিন্দা ডঃ দ্বীপ চন্দ সেই দূরত্ব পাড়ি দেবেন। তিনি সুইডেনের উমিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সম্পর্কিত গবেষণায় যোগ দেবেন। আগামী ৬

মে তিনি সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত দ্বীপ। ২০১০ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর এবিএন শীল কলেজ থেকে জুলজিতে অনার্স এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর সর্বভারতীয় সিএসআইআরের (নেট) পরীক্ষায় ৬৪ র‍্যাংক করে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বায়োটেকনলজি বিভাগে মাইক্রোবায়োম ও ওবেসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। ২০২৪ সালে তাঁর গবেষণাপত্র গাট-মাইক্রোপস জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর এবার একেবারে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ তাঁর মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

তাঁর বাবা দুলাল চন্দ পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দাদা অঙ্কুশ চন্দ ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যের খুশিতে বাবা-মায়ের চোখে জল। এদিন বাড়িতে বসেই দুলাল বলেন, 'বড় ছেলে বাইরে থাকে। এবার ছোট ছেলেও বিদেশে যাচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেলেও ওদের জন্য চিন্তা হয়।'

২০২০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগ থেকে ডঃ ইমানুয়েল শার্পেনন্টেয়ার 'ক্রিসপার- ক্যাস ৯' সম্পর্কিত আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার উচ্চতর গবেষণায় যাচ্ছেন কোচবিহারের এই তরুণ।

বিক্রয়

কোচবিহার R. R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 94346-13312. (C/115903)

●

বিক্রয় 1000 Sq.Ft. ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন (M) : 96099-70044. (C/116083)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপশিখা দাশগুপ্ত চক্রবর্তী 24-04-25 তারিখে APO E.M. কোর্টে দীপশিখা দাশগুপ্ত হইলাম। (U/D)

●

আমার আধার কার্ড নং. 589183272461, পাসপোর্ট নং. B7637293 এবং প্যান কার্ড নং. AXRPA176-7A DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA), DALIA CHAKRABORTY ACHARYA আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। গত 24.4.25, সদর কোচবিহার, J.M. 2nd Court (ফর্ম নং. 94AB 161860) অ্যাফিডেভিট বলে DALIA CHAKRABORTY, DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA) এবং DALIA CHAKRABORTY ACHARYA এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে সর্বত্র এবং তথ্যাদিতে আমি DALIA CHAKRABORTY হিসেবে পরিচিত হব। 194 চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং. 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115904)

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। (M) : 80161-40555. (C/116233)

কর্মখালি

সোনার দোকানের জন্য Sales Girls এবং Sales Boy প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ- 9832046176

●

জলপাইগুড়িতে ঔষধের দোকানে কাজ জানা স্থানীয় কর্মচারী চাই। যোগাযোগ (M) 90022-48132. (C/115830)

●

শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে স্কুল দেখাশোনা করার জন্য লোক চাই এবং প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 70016-48258. (C/116085)

●

সিকিমের গ্যাংটকে হোটেল ও FMCG ডিস্ট্রিবিউশন কোং-এর জন্য ফ্রেশারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করছি। কোম্পানির সুবিধা এবং বাসস্থান প্রদান। (M) :- 94341-17292. (C/116083)

●

শপিং মল-এর জন্য গার্ড লাগবে, ডাইরেক্ট জয়েন। শিলিগুড়ি সেভক রোড, 8th পাশ, বয়স 20-45। বেতন - হাতে 10,800/-. 99331-19446. (C/116228)

●

PGTs required for SCG English Academy, Mathabhanga. Sub-Hindi, Chemistry, Biology, Math. Date of interview-30/04/25 at 11 AM. (M) 9474380440, 7027420995(116086)

আজ টিভিতে

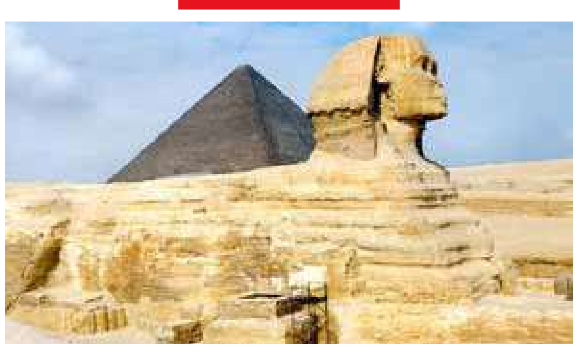

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড
রাত ৮.০৮ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ রূপবান কন্যা, ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ যুদ্ধ, ১.০০ গেট টুগেদার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৪০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.০০ শতরূপা, ১২.৩০ প্রেম আমার-টু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৪ সিধু দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৬.০৩ সর্দার গব্বর সিং, রাত ৮.৩০ মার্কেট রাজ এমবিবিএস, ১১.৩০ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৮ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ পুলিশ পাওয়ার, রাত ৮.০০ বিজয়-দ্য মাস্টার, ১১.২০ কমান্ডো-টু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২২ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৩.২১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ৫.০৪ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ তামাশা, ১১.২৩ দোনো
রমেডি নাউ : সকাল ১০.৫১ ফার্স্ট ডটার, দুপুর ২.২০ বুকস্মার্ট, বিকেল ৫.৩৫ ম্যাক্স, রাত ১০.৩৪ ডেট মুভি, ১১.৪৯ মিউন

শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৪.৪৫ **জলসা মুভিজ**

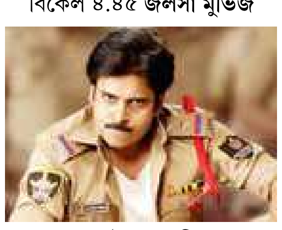

সর্দার গব্বর সিং
সন্ধে ৬.০৩ **জি সিনেমা এইচডি**

আই, রোবট
বিকেল ৪.৫০ **মুভিজ নাউ**

তমাশা রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

৩০ বছরে একগুচ্ছ উদ্যোগ রুবির

নিউজ ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : গত ২৫ এপ্রিল রুবি জেনারেল হসপিটাল তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারমধ্যে রয়েছে- মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনামূল্যে মানসিক সুস্থতা ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে, যেখানে রুবি ২৪X৭ অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যাবে। এছাড়া ৩০ বছরকে স্মরণীয় রাখতে আদ্যাপীঠ আশ্রমের ৮৫০ জন অনাথ এবং অসহায় শিশুর সমস্তরকম চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে রুবির তত্ত্বাবধানে। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে মিলে ক্যানসার শনাক্তকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিরোধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এছাড়াও রুবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়াবিটিস শনাক্তকরণে ৩০০০০ প্রতিরোধমূলক পরীক্ষা চালানোর। ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফে সিস্টার মিচেল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বিবেক মহারাজ এবং মিসেস রুবি দত্ত। তাঁরা ভারিয়ান ট্রুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিনেন ৩.০ সংস্করণ উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠান থেকেই জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রুবি কলকাতায় প্রথম ডিজিটাল পেট স্ক্যান চালু করবে, যেখানে ৩০ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটে পেট স্ক্যান হবে।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। **কর্কট :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **কন্যা :** সৎ কোনও বন্ধুর পরামর্শে লাভবান হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** পরিবারের দিক থেকে সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্য। **বৃশ্চিক :** সৎ কাজে ব্যয় করে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **ধনু :** অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক শান্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **মকর :** হিসেবের বাইরে খরচ করে সমস্যায়। ছেলের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা পাকা হবে। **কুম্ভ :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদের অবসান। কোমরের ব্যথা ভোগাবে। **মীন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ১৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।৪৬। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১১।১৮ আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪৩। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খাদ্যসংকটে গন্ডার-হাতি-বাইসন

সবুজায়ন বন দপ্তরের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গরুমারার জঙ্গল থেকে প্রায়ই গন্ডার, হাতি, বাইসন বেরিয়ে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের জঙ্গলে চলে আসে। তবে ওই এলাকায় এসে সাম্প্রতিককালে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীরা খাদ্যসংকটে পড়ছে। তাই জলপাইগুড়ি বন বিভাগের জঙ্গল এলাকায় চলে আসা বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের ভাণ্ডার তৈরির উদ্যোগ নিল বন বিভাগ। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বেশ কয়েকটি রেঞ্জ ও বিটের অধীনে এলাকায় নতুন করে সবুজায়ন বাড়ানোর জন্যেও পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে শাল, সেগুনের মতো বাণিজ্যিক গাছের পাশাপাশি সবুজ ঘাস চাষেরও পরিকল্পনা নিল জলপাইগুড়ি বন বিভাগ। জাপানের বেসরকারি সংস্থার আর্থিক সাহায্যে ও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের সহযোগিতায় এই কাজ করা হবে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'চলতি বছরে আমরা চালসা রেঞ্জের ২০ হেক্টর ও মোরাঘাট রেঞ্জের ১০ হেক্টর জমিতে শাল, সেগুন গাছের চারা রোপণ করেছি। এছাড়া গ্রিন ফডার অর্থাৎ সবুজ ঘাসের চাষও শুরু করতে চলেছি।'

এছাড়া আগামী বছর ডায়নার সুলকাপাড়া, নাথুয়া, মোরাঘাট, লাটাগুড়ির জঙ্গলে আরও ৫৫ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিক গাছ সহ প্রচুর সবুজ ঘাস চাষ করা হবে বলেও তিনি জানান। তাঁর মতে, 'বিভিন্ন কারণে জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে বন্যপ্রাণীর খাদ্য ভাণ্ডার সবুজ ঘাসও কমে গিয়েছে। সেই খাবারের অভাব পূরণ করার জন্যই আমাদের তরফে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ভৌগোলিক এলাকার পরিমাণ ৩১০ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ৭৯ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে গরুমারা থেকে ডায়না রেঞ্জের সুলকাপাড়া, মোরাঘাট, নাথুয়ার জঙ্গলে গন্ডার, বাইসন চলে আসছে। হাতির পাল হামেশাই ঢুকে পড়ে। তবে ওই সব এলাকায় বন দপ্তরের সমীক্ষাতে বনাঞ্চল ধ্বংসের তথ্যও ক্রমাগত উঠে আসে। তাই এবার জঙ্গল বাঁচাতে একদিকে বাণিজ্যিকভাবে শাল, সেগুন গাছ রোপণ করা হবে। অন্যদিকে, সবুজ ঘাস চাষ করে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর খাদ্য ভাণ্ডারও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশপাশি জঙ্গলের সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব দিয়ে বন দপ্তর আগামী দুই বছরে ১০০ হেক্টর জমিতে গ্রিন ফডার চাষ করবে। এছাড়া জঙ্গল লাগোয়া এলাকার আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয়েছে। কিছু স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন সময়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গাছ কেটে নিয়ে যায়। প্রচুর গবাদিপশু জঙ্গলে প্রবেশ করার ফলেও বন্যপ্রাণীর সবুজ ঘাসের ভাণ্ডারে টান পড়ছে।

ডুয়ার্সের সুলকাপাড়ায় মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে আসে গরুমারা থেকে গন্ডার। (নীচে) ডুয়ার্সের লাটাগুড়ির জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

নতুন উদ্যোগ

- জলপাইগুড়ি বন বিভাগে সবুজায়ন ধ্বংসের পথে
- তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের খাবারের অভাব ঘটে
- সেই অভাব মেটাতে গ্রিন ফডার বা সবুজ ঘাসের চাষও করবে বন বিভাগ
- এছাড়া শাল, সেগুনের চারাও রোপণ করা হবে

> চলতি বছরে আমরা চালসা রেঞ্জের ২০ হেক্টর ও মোরাঘাট রেঞ্জের ১০ হেক্টর জমিতে শাল, সেগুন গাছের চারা রোপণ করেছি। এছাড়া গ্রিন ফডার অর্থাৎ সবুজ ঘাসের চাষও শুরু করতে চলেছি।
>
> **- বিকাশ ভি** *ডিএফও, জলপাইগুড়ি বন বিভাগ*

মাকড়সার কামড়ে অসুস্থ তরুণ

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল : মাকড়সার কামড়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন কুড়ি বছরের এক তরুণ। তরুণের নাম প্রেমকুমার তামাং। তাঁর বাড়ি কালিম্পং জেলার জলঢাকা থানা এলাকার গোদক গ্রামে। শনিবার রাতে তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শনিবার সকালে মাকড়সাটি তরুণের হাতের আঙুলে কামড় দেয়। মাকড়সাটি তাঁর প্যান্টের ভেতরে ছিল বলে ধারণা তরুণের পরিবারের। এরপর প্রেমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। জ্বর ও অ্যালার্জির সমস্যা শুরু হয়।

তরুণের বাবা নরবাহাদুর তামাং জানান, এই ধরনের মাকড়সা তিনি আগে কখনও দেখেননি। প্রেমের তোলা ছবি দেখে হাসপাতাল থেকে জানিয়েছে, মাকড়সাটি হান্টসম্যান স্পাইডার প্রজাতির। এই প্রজাতির মাকড়সা কামড়ালে নানারকম শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

চা শ্রমিকদের পাশে চায় এনইউপিডব্লিউ

ওদলাবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। আর এই নির্বাচনে চা শ্রমিকদের সমর্থন ছাড়া যে ভোট বৈতরণি পেরোবে না, তা ভালো করেই জানে কংগ্রেস। সেকথা মাথাই রেখেই চা শ্রমিকদের সংগঠিত করতে দলের শ্রমিক সংগঠনকে ময়দানে নামাচ্ছে তারা। তাই চা শ্রমিকদের দুর্দশায় তাদের পাশে থেকে দাবি আদায়ে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে চলেছে ইনটাক অনুমোদিত চা শ্রমিক সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ)।

ওদলাবাড়ির টিম্বার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের হলঘরে রবিবার এবিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, পেনশন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাধন বসু, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, আইএনটিইউসি জেলা সভাপতি দেবব্রত নাগ, জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি রাজীব দে সরকার প্রমুখ। আলোচনায় চা শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের সভা থেকে ১১ জনের নতুন মাল ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কাজের ফাঁকে খুনশুটি।। গোপালধারা চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

শোভাবাড়িতে উপপ্রধানের সঙ্গে বচসা

জলাভূমি ভরাট নিয়ে হইচই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিদের আস্তানায় পরিণত হয় এই জলাভূমি। ভোর থেকে শুরু হয়ে যায় পাখিদের কলরব। সেই জলাভূমি ভরাট হচ্ছে দেখে প্রতিবাদে সরব হলেন জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ির বাসিন্দারা। জলাভূমি ভরাটের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ। জমির মালিক বলাই দাসের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে পৌঁছায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সদর বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'আমার কাছে খবর এসেছে, কোনও জমি ভরাটকে কেন্দ্র করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমি নিজে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। তদন্তের স্বার্থে জমির নথি খতিয়ে দেখা হবে।' বেআইনি কোনও কাজ হয়ে থাকলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ি এলাকাটি 'ইটভাটা' নামে বেশি পরিচিত। বহুবছর আগে দারিকা প্রসাদ নামে একজনের ইটভাটা ছিল সেখানে। ইট তৈরির জন্য কাটা মাটিতে বড় বড় জলাশয় তৈরি হয়। প্রায় ২০ বছর আগে ইটভাটাটি বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, কয়েকবছর আগে শিলিগুড়ির বাসিন্দা পবন আগরওয়াল ইটভাটার প্রায় ১০০ বিঘা জমি কিনে কয়েকটি জলাশয়কে পুকুরের রূপ দেন। বর্তমানে সেখানে ছোট-বড় মিলিয়ে ছয়টি পুকুর রয়েছে। পবনের সঙ্গে জমির মালিকানার অংশীদার হিসেবে রয়েছেন জলপাইগুড়ির দুই বাসিন্দা, বলাই দাস এবং সঞ্জীব দাস। পুকুরগুলিতে মাছ চাষের জন্য তাঁরা মালদার পিন্টু চৌধুরীকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে একবছরের লিজে দিয়েছেন।

জমির মালিক ও উপপ্রধানের বচসা।

এছাড়া একশো বিঘা জমির মধ্যে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়কের পাশে কয়েকটি জলাভূমি এখনও রয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। সেখানে শীতকালে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। অভিযোগ, পুকুরগুলো থেকে মাটি কেটে রাস্তার পাশের জলাশয়টিকে ভরাট করা হচ্ছে। এতেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে জনপ্রতিনিধিরা। এলাকার বাসিন্দা বিনয় বর্মন বলেন, 'আমরা বছরের পর বছর ধরে এটিকে জলাশয় হিসেবে দেখে এসেছি। শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। এভাবে জলাভূমি ভরাট করায় পাখিদের বাসস্থানের ওপর আঘাত করা হচ্ছে।' একই কথা বললেন স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধানও। পঞ্চায়েতের তরফে বিষয়টি সোমবার জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে বলাইয়ের দাবি, 'জায়গাটি কোনও অবস্থাতেই জলাভূমি নয়। আমার কাছে জমির যাবতীয় নথি রয়েছে।' যদিও সেই যুক্তি মানতে চাননি মনোজ। বলাইয়ের কথায়, 'আমি পুকুর সংস্কারের কাজ করছি। সেখানকার মাটিগুলো এই জমিতে এনে রাখছি। কোনও জলাশয় ভরাট করছি না। যেখানে মাটি রাখা হচ্ছে সেটি জলাশয় নয়।'

মাকে পিটিয়ে খুন ছেলের

গাজোল, ২৭ এপ্রিল : নৃশংস হত্যা, তাও আবার নিজের মাকে। গোটা এলাকা, আত্মীয়পরিজনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে মাকে পিটিয়ে মেরে হত্যার ওই ঘটনা। যে কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ছেলে। আর ঘটনাটি এমন একটি পরিবারে যারা জমিদার হয়েও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন। সেজন্য ইংরেজ শাসকের রোষানলেও পড়েন দাস সরকার পরিবারের তিন ভাই। মহেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন সময় তাঁরা বন্দি ছিলেন জেলে। বংশের সকলেই ছিলেন প্রজাবৎসল। আর সেই পরিবারের এক সন্তান মাকে পিটিয়ে মেরে পুলিশের হাজতে।

গাজোলের আলালে ওই হত্যাকাণ্ডে পড়শিরা হতবাক। মা সংগীতা দাস সরকারকে নৃশংস হত্যায় জড়িত ছেলে অভিষেক। অভিযোগ পাওয়ার পর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। আপাতত আদালতের নির্দেশে সে পুলিশি হেপাজতে। আগামীকাল তাকে আবার আদালতে তোলা হবে। পরিবারের সকলেই চাইছেন ওই জঘন্য ঘটনার জন্যে কঠিনতম সাজা হোক অভিষেকের।

অভিষেকের কাকা পীযূষ দাস সরকারের বক্তব্য, 'দাদা অমরজ্যোতির একমাত্র ছেলে অভিষেক। প্রায় বছর ১৪ আগে তিনি মারা যান। তারপর থেকে বৌদি ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। দিনের পর দিন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল অভিষেক। দাদা বেঁচে থাকতে তাঁর উপরেও অত্যাচার করত। দাদা মারা যাওয়ার পর মায়ের উপর চলতে থাকে অত্যাচার। গত বছর প্রায় ২৮ লাখ টাকা দিয়ে একটি জমি বিক্রি করেছিল বৌদি। তা থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিজে নিয়েছিল অভিষেক। কিন্তু সেই টাকাও নানাভাবে উড়িয়ে দেয়। এরপর টাকার জন্যে মাঝেমধ্যে মাকে মারধর করত।'

ভাতা বৃদ্ধির দাবি

ময়নাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির নবম জেলা সম্মেলন থেকে ভাতা বৃদ্ধির দাবি তোলা হল। রবিবার ময়নাগুড়ির দেবীনগর বেসিক স্কুলে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় দেড়শো জন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ভাতা বৃদ্ধির জোরালো দাবি তোলা হয়। এছাড়া আবাস যোজনার ঘর প্রদানের দাবিও তোলা হয়েছে। কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও দিল্লিতে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি মাসে যথাক্রমে ৬ হাজার, ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যে সেটা মাত্র ১ হাজার টাকা। এই ভাতা বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করতে হবে।' এদিনের সম্মেলন শেষে ২১ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

ও মাঝি রে... উত্তর দরিবস ফুলবাড়ির ডুড়ুয়া নদীতে রবিবার। - শ্রীবাস মণ্ডল

মেটেলি হাটের পরিকাঠামোয় ক্ষোভ

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২৭ এপ্রিল : পশ্চিম ডুয়ার্সের রানি মেটেলি। চা বাগানবেষ্টিত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মেটেলি বাজার। মেটেলি বাজারের মেটেলি হাট ডুয়ার্সের একটি অন্যতম প্রাচীন হাট। প্রতি রবিবার এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। যেখানে ডুয়ার্স সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা নিয়ে আসে।

অথচ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অন্তর্গত এই হাটের দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা। হাটের পরিকাঠামোগত কোনও উন্নয়ন সেভাবে এখনও হয়নি। বছরখানেক আগে জেলা পরিষদের তরফে হাটের পুরোনো শেডগুলি ভেঙে আটটি নতুন শেড তৈরি করা হয়। কিন্তু তারপরেও বর্তমানে হাটের বেশিরভাগ শেড বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে সেগুলো ভেঙে পড়তে পারে। সেইসঙ্গে বেহাল দশায় হাটের নিকাশি ব্যবস্থা, বেশিরভাগ ড্রেন আবর্জনায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে হাটে নেই পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও। এদিকে প্রতি রবিবার এখানকার সাপ্তাহিক হাটে সংলগ্ন চা বাগান সহ বাজার এলাকার কয়েক হাজার জনগণ বাজার করতে আসেন। এছাড়াও প্রতি বুধবার ছোট হাট বসে। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য প্রতি বর্ষায় ঘোর সমস্যায় পড়তে হয় হাটে আসা ক্রেতা সহ ব্যবসায়ীদের। বর্ষায় হাটের দোকানের ওপর দিয়েও জল বয়ে যায়। এই অবস্থায় বর্ষার আগেই হাটের ড্রেনগুলি সংস্কার সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। হাটের ব্যবসায়ী উৎপল মজুমদারের ক্ষোভ, 'হাটের ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। বহু হাট শেড বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। যে কোনও সময় সেগুলো ভেঙে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথচ আমরা নিয়মিত খাজনা দিই, কিন্তু নিয়মিত হাট পরিষ্কার করা হয় না।' আরেক ব্যবসায়ী রাজু পাল জানান, 'কিছু পুরোনো শেড ভেঙে নতুন শেড তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বাকি শেডগুলোরও সংস্কার প্রয়োজন। ড্রেনগুলোরও সংস্কার দরকার।'

এই বিষয়ে এলাকার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূলের মেটেলি ব্লকের সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি বলেন, 'বছরখানেক আগে জেলা পরিষদের তরফে হাটের পুরোনো আটটি শেড ভেঙে নতুন হাটশেড তৈরি করা হয়েছে। বাকি শেডগুলি মেরামত সহ হাটের ড্রেন সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদে প্রস্তাব দেওয়া আছে। যাবতীয় বিষয় নিয়ে, হাটের ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। আশা করছি ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান হবে।'

টোটোচালক নিগৃহীত

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল : রুট নিয়ে বিরোধে ডামডিমের এক টোটোচালক নিগৃহীত হলেন। সাইলিরহাটের চার টোটোচালকের বিরুদ্ধে তাঁকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। নিগৃহীত চালক সরতাজ আনসারি সাইলিরহাট এলাকায় চলে এসে টোটোয় যাত্রী তুলছিলেন। সেই সময়ই স্থানীয় চার টোটোচালক তাঁর ওপর চড়াও হন। সরতাজ মাল থানায় মদন বসাক, পবন গুপ্ত, সঞ্জয় শাহ এবং শংকর বড়াইকের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই চারজন সাইলিরহাট রুটে টোটো চালান। সরতাজ বলেন, 'আমি ডামডিম রুটে চলি। মাঝেমধ্যে সাইলিরহাটে গেলে যাত্রী তুলি। আজও তাই করছিলাম। ওই চারজন আমাকে যাত্রী তুলতে বাধা দিচ্ছিলেন। প্রতিবাদ করাতে ওঁরা আমায় মারধর করেন।'

ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয়রা সরতাজকে উদ্ধার করেন। আহত অবস্থায় প্রথমে বাড়ি চলে গেলেও পরিবারের লোকেরা পরে তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

হাতে হাতে শংসাপত্র

গয়েরকাটা, ২৭ এপ্রিল : বানারহাট ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েরকাটায় অনুষ্ঠিত হল জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার বিশেষ শিবির। সেখানে শংসাপত্র তুলে দিলেন ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী ও বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন। ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা জানান, প্রচুর আবেদন জমা পড়েছে। ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই ধরনের শিবির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে করা হবে।

সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে গয়েরকাটা ল্যাম্পস-এর অফিসে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে আসা নন্দগোপাল রায় বলেন, 'দুয়ারে সরকার চলাকালীন নথিপত্র জমা দিলেও শংসাপত্র পাইনি। এই শিবিরে এসে একদিনে ছেলের জাতিগত শংসাপত্র হাতে পেলাম।' হাতে হাতে শংসাপত্র পেয়ে খুশি এলাকাবাসী।

পোকা পেতেই আইসক্রিম নষ্ট করছেন গ্রামবাসীরা।

প্যাকেট খুলতেই আইসক্রিমে পোকা

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : আইসক্রিমের প্যাকেট খুলতেই তার মধ্যে দেখা মিলল পোকার। রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ি মোড় এলাকার ঘটনা।

গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে ছোট থেকে বড় সকলের পছন্দ বিভিন্ন স্বাদের আইসক্রিম। বিশেষত বাচ্চাদের মধ্যে এই ঝোঁক বেশি দেখা যায়। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন শোভাবাড়ি মোড় এলাকায় প্রতিদিন স্থানীয় কারখানায় তৈরি আইসক্রিম বিক্রি করতে আসেন বিক্রেতারা। দুই শিশু ওই বিক্রেতার থেকে আইসক্রিম কিনে খেয়েছিল। তবে তারা ছোট বলে কিছু বুঝতে পারেনি বলে জানান স্থানীয়রা।

এরপর ৬ বছরের এক শিশু আইসক্রিমের প্যাকেট খুলে পোকা দেখতে পেয়ে তার মা-কে জানায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন জড়ো হয়ে যায়। ওই আইসক্রিম বিক্রেতার সমস্ত আইসক্রিম নষ্ট করে দেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন স্থানীয় আইসক্রিম কারখানার ম্যানেজার। যদিও তিনি সংবাদমাধ্যমে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কারখানার ম্যানেজারকে হাতের কাছে পেয়ে কেন আইসক্রিমের প্যাকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ নেই, কেন পোকা বের হল ইত্যাদি প্রশ্ন করেন স্থানীয়রা। যদিও তিনি কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দেননি বলে অভিযোগ।

> খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরকে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হবে, যাতে এই ধরনের স্থানীয় আইসক্রিম বানানোর কারখানাগুলিতে আরও বেশি করে নজরদারি চালানো হয়।
>
> **তমোজিৎ চক্রবর্তী** *সদর মহকুমা শাসক*

স্থানীয় বাসিন্দা নিত্যানন্দ বর্মন বলেন, 'আইসক্রিমে পোকা না দেখে যদি শিশুটি তা খেয়ে ফেলত তাহলে যে কী হত, ভাবতে পারছি না আমরা। আগে যারা খেয়েছে তাদের আইসক্রিমের অবস্থা কী ছিল তা জানা নেই।' তিনি আরও জানান, সোমবার খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের শরণাপন্ন হবেন তাঁরা। স্থানীয় আইসক্রিম কারখানার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেকটিং অফিসার রাজেন রাইকে ফোন ও মেসেজে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি উত্তর দেননি। তবে সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরকে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হবে, যাতে এই ধরনের স্থানীয় আইসক্রিম বানানোর কারখানাগুলিতে আরও বেশি করে নজরদারি চালানো হয়।'

বহুমুখী হিমঘর চাইছে ক্রান্তি

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষিপ্রধান ব্লক হিসেবে পরিচিত ক্রান্তি। আলু, পাট, ধান সহ অর্থকরী ফসল যেমন হয়, তেমনি প্রচুর সবজিও উৎপাদন করেন কৃষকরা। জলপাইগুড়ি জেলা তো বটেই ভিনরাজ্যেও আনাজপাতি রপ্তানি হয় এখান থেকে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই দাম সেরকম মেলে না। হয় কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়, নাহলে সবজি, ফসল মাঠেই পড়ে থাকে। ক্রান্তিতে একটি বহুমুখী হিমঘর থাকলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন কৃষকরা।

চৌরঙ্গির বাসিন্দা তথা কৃষকরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত রাতুল রায় বললেন, 'বহুমুখী হিমঘরের দাবি আমাদের অনেকদিনের। এতে ক্রান্তির পাশাপাশি মাল ব্লকেরও অনেক কৃষক উপকৃত হবেন। শীতকালীন বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে কৃষকরা বহু সময়ই সেভাবে দাম পায় না। শারীরিক পরিশ্রম বাদ দিলেও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।' জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন প্রস্তাব এলে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

ক্রান্তি ব্লকে প্রায় ১২ হাজার ১৮২ হেক্টর চাষের জমি রয়েছে। অন্যদিকে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ৯ হাজার ৫১০ জন সরকারি অনুদান পান। ব্লকের ক্রান্তি, চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গার একটা বড় অংশের মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময়ই দেখা যায়, মরশুমি সবজির দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন কৃষকরা।

ক্রান্তির ভাণ্ডারী মন্দিরের ঠিক পাশে একটি হিমঘর রয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট বন্ডের বিনিময়ে কেবলমাত্র আলু রাখতে পারেন কৃষকরা। রাজাডাঙ্গার সুবোধ মজুমদার সারাবছর বিভিন্ন চাষবাস করেন। তাঁর কথায়, 'ফসলের প্রাপ্য দাম সবসময় তো সেভাবে পাওয়া যায় না। বহুমুখী হিমঘর না থাকায় উৎপন্ন ফসল সেদিনই বিক্রি করতে হবে। নাহলে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে পরিশ্রমের মূল্য পাওয়া যেত।' একই বক্তব্য খাদিমুল হক, রবিন ওরাওঁ, অমিত ওরাওঁদের।

ক্রান্তির বাসিন্দা গৌরাঙ্গ শর্মা জানান, বর্ষায় সবজির সংকট দেখা যায়। অনেক সময় বাইরের জেলা কিংবা ভিনরাজ্য থেকে অনেক বেশি টাকায় সবজি আমদানি করতে হয় বিক্রেতাদের। বহুমুখী হিমঘর থাকলে সংরক্ষণযোগ্য আনাজ সেইসময় অনেক কম টাকায় মিলত। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের গলায় অবশ্য আশ্বাসের সুর শোনা গেল। তিনি বললেন, 'বহুমুখী হিমঘরের জন্য ধনতলার বিশ্বনাথ মোড়ের কাছে জায়গা চিহ্নিত করা আছে। বিষয়টি এগ্রি মার্কেটিং দপ্তরে পাঠানো আছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা ফের তদ্বির করব।'

ক্রান্তির একমাত্র হিমঘর।

কেন দাবি

- ক্রান্তির ভাণ্ডারী মন্দিরের পাশের হিমঘরটিতে শুধু আলু রাখা যায়
- অন্যান্য ফসল কিংবা সবজি উদ্বৃত্ত হলে বা দাম না পেলে ফেলে দিতে হয়
- নাহলে লোকসান করেই বেচতে হয় কৃষকদের

লোকালয়ে হাতির যাতায়াত বাড়ায় ব্যস্ত বন দপ্তর

দুই 'বখাটে'-র ওপর নজরদারি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : কখনও তেড়ে আসছে পর্যটকদের দিকে। আবার কখনও চুপিসারে রাতের অন্ধকারে গ্রামে বেরিয়ে পড়ছে। চলতি মাসে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গলে হাতির হামলায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। ফের এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন বনকর্তা থেকে বনকর্মীরা।

কখনও গরুমারার জঙ্গলে, কখনও লাটাগুড়ির জঙ্গলে দেখা মিলছে দুই 'বখাটে' হাতির। তাদের ওপরই নজরদারি শুরু করল বন দপ্তর। হাতি দুটোর পায়ের ছাপ থেকে তাদের শারীরিক গঠন, সমস্ত তথ্যই নথিভুক্ত করে রাখছেন বনকর্মীরা। এই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে এই দুটো হাতির কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করে একটি ডেটা ব্যাংক তৈরি করা হবে। তারপর সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তারপরেই ওই দুই হাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

চলতি মাসে লাটাগুড়ি, চাপড়ামারি এবং কাঠামবাড়ির জঙ্গলে হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আহতও হয়েছেন অনেকে। লাটাগুড়ির জঙ্গলে সাফারির সময় কয়েকজন পর্যটকের দিকে তেড়েও গিয়েছিল হাতির দল। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে সেই হাতিগুলোকে চিহ্নিতকরণ করা শুরু করেছে বন দপ্তর। আর এতেই দুই 'বখাটে' হাতি নজরে এসেছে বন দপ্তরের। তার মধ্যে একটি ডায়া গণেশ এবং অন্যটি মাকনা হাতি।

এবার নজরদারিতে বখাটে হাতি। -সংবাদচিত্র

কেন নজরে

- চলতি মাসে লাটাগুড়ি, চাপড়ামারি এবং কাঠামবাড়ির জঙ্গলে হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের
- লাটাগুড়ির জঙ্গলে সাফারির সময় কয়েকজন পর্যটকের দিকে তেড়ে গিয়েছিল হাতির দল
- ডায়া গণেশ এবং মাকনা হাতির খিটখিটে মেজাজ থাকার কারণ খোঁজা হচ্ছে

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, হাতি দুটির গতিবিধির ওপর নজরদারি চলছে। সেইসঙ্গে সেগুলোর ডেটা ব্যাংকও তৈরি করা হচ্ছে। কী কী থাকছে সেই ডেটা ব্যাংকে? ডিএফও জানালেন, হাতিগুলোর চলাচলের পথে মাটিতে তাদের পায়ের ছাপের মাপ, দাঁত, কানের ধরন ইত্যাদি।

বন দপ্তর জানিয়েছে, হাতি দুটোর মেজাজ এখন একটু খিটখিটে হয়ে রয়েছে। সেকারণে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ছে। আবার কখনও জঙ্গলে প্রবেশ করা পর্যটকদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে হাতি দুটো গরুমারা এবং লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝের ৭১৭ জাতীয় সড়কেও উঠে পড়ছে।

কেন এই ঘটনা ঘটছে, তা বুঝতে সমীক্ষা চালাচ্ছে বন দপ্তর। সেইসঙ্গে দুই বুনোর খিটখিটে মেজাজের কারণও খোঁজা হচ্ছে। হাতি দুটোকে কখনও লাটাগুড়ি, কখনও আবার গরুমারার জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে। ফলে তাদের সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। আগামীতে ওপরমহলের নির্দেশে হাতি দুটোর বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেটা ঠিক হবে।

হানাদারি ঠেকাতে কুইক রেসপন্স টিম

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : লোকালয়ে হাতির হানা লেগেই রয়েছে। কখনও এলাকায় ঢুকে সাবাড় করছে জমির ফসল। আবার কখনও হাতি-মানুষ সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে হাতির হামলা রুখতে লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বড়দিঘি চা বাগানে নতুন চারটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করল বন দপ্তর। রবিবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এলাকার ৩০ জন বাসিন্দাকে নিয়ে ওই দল গঠন করা হয়েছে। এদিন তাঁদের হাতে হাতি তাড়ানোর বিভিন্ন সরঞ্জামও তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বড়দিঘি বিট অফিস চত্বরে সচেতনতা শিবিরও করা হয়।

গত সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে বড়দিঘি বনবস্তি এলাকার বাসিন্দা নান্দু খড়িয়াকে (৩৬) পিষে মারে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় আরও বেশ কয়েকটি হাতি গ্রামে ঢুকেছে। এবার সেই হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। এদিন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, চা বাগানের প্রতিনিধি ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি-এর উপস্থিতিতে ওই দল গঠন করা হয়। বিকাশ ভি বলেন, 'লোকালয়ে কোনও হাতি চলে এলে এই কুইক রেসপন্স টিমই সেই খবর বন দপ্তরকে দেবে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও জানাবে। হাতি তাড়ানোর জন্য সহায়তা করবেন এই কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা।'

গোটা বিষয়টি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন বন দপ্তরে লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার। এদিন কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যদের সার্চলাইট দেওয়া হয়। আগামীতে তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য পটকা, ওয়াকি-টকি ও আরও একাধিক সরঞ্জাম দেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

> লোকালয়ে কোনও হাতি চলে এলে এই কুইক রেসপন্স টিমই সেই খবর বন দপ্তরকে দেবে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও জানাবে। হাতি তাড়ানোর জন্য সহায়তা করবেন এই কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা।
>
> -**বিকাশ ভি** *ডিএফও, জলপাইগুড়ি বন বিভাগ*

বনবস্তিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সার্চলাইট।

দুরন্ত শৈশব।। মাল নদীতে অ্যানি মিত্রের ক্যামেরায় তোলা। রবিবার।

বন্দির মৃত্যুতে তদন্ত দাবি পরিবারের

না জানিয়ে কলকাতায় স্থানান্তরের অভিযোগ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : বন্দি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। এদিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার খবরটি জানাই ছিল না বন্দির পরিবারের। তবে পুলিশ ফোনে পরিবারকে মৃত্যুসংবাদ জানায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতকে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নালিশ জানায়।

যদিও কলকাতা থেকে দেহ আনার ব্যাপারে এখনও কোনও আশ্বাস জোটেনি। মৃত ওই বিচারাধীন বন্দির নাম মতিলাল নায়েক (৬৭)। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার রায়পুর চা বাগানের গুদাম লাইনের এই বাসিন্দার বিরুদ্ধে খুনের মামলা ছিল। অভিযোগ, পরিবারকে না জানিয়ে ওই বন্দিকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা থেকে দেহ ফিরিয়ে আনার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় এখন সমস্যায় পড়েছে তার পরিবার।

রবিবার পরিবারটি বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও দেহ আনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। অসহযোগিতার অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপার বিশ্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'কোনও বন্দি অসুস্থ হলে তাকে প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। এরপরেও অবস্থার অবনতি হলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সবসময় পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়।'

তাহলে মতিলালের পরিবার জানল না কেন? সুপারের সাফাই, 'অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের ফোন বন্ধ। বাড়িতে গিয়েও কারও দেখা পাওয়া যায় না। পরে জানতে পারলেও কেউ আসেন না। এটাই বড় সমস্যা।' যদিও মৃতের আত্মীয় অজিত নায়েক বলেন, 'কবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আমাদের জানানো হয়নি। এমনকি সঠিক কবে মৃত্যু হয়েছে, তা-ও আমরা জানি না। ২৪ তারিখ পাতকাটা গ্রামীণ পুলিশ আমাদের ফোন করে মৃত্যুর খবর দেয় এবং কলকাতায় গিয়ে দেহ আনতে বলে।'

আদিবাসী বন্দির মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়ায় রায়পুরের চা শ্রমিক মহল্লায়। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি করছে পরিবার ও স্থানীয়রা।

> কবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আমাদের জানানো হয়নি। এমনকি সঠিক কবে মৃত্যু হয়েছে, তা-ও আমরা জানি না। ২৪ তারিখ পাতকাটা গ্রামীণ পুলিশ আমাদের ফোন করে মৃত্যুর খবর দেয় এবং কলকাতায় গিয়ে দেহ আনতে বলে।
>
> -**অজিত নায়েক** *মৃতের আত্মীয়*

ছোট তারা

বছর আটের অর্কজিৎ সরকার বেলাকোবা কলেজপাড়ার বাসিন্দা। রাজগঞ্জের প্রণবানন্দ সেন্টেনারি শিক্ষায়তনের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে অর্কজিৎ। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকাতেও পারদর্শী এই খুদে।

ব্লক সভাপতিকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

মালে তৃণমূলকে কটাক্ষ বিরোধীদের

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল : তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা কমিটি ও জেলা সভাপতি পদে পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিতর্ক দানা বাঁধল মাল গ্রামীণ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদকে নিয়ে। সুশীলের একটি অডিও ক্লিপ (যদিও অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হতেই তাঁর পদত্যাগের জল্পনা শুরু হয়ে যায়। সেই ভয়েস মেসেজে নিজের পদত্যাগের ঘোষণা দলের কর্মী-নেতাদের জানিয়েছেন সুশীল। সুশীল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পদে থেকেই মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের হয়ে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'আমি বেশ কিছু কাজ করতে পারিনি। তাই পদত্যাগের চিন্তাভাবনা করছি। দলকে বিষয়টি জানিয়েছি। সম্পূর্ণটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'

কিছুদিন ধরেই গাজোলডোবা তিস্তা ব্যারেজে ট্রাকচালকদের অনশন নিয়ে সুশীলকুমার প্রসাদ ও প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তমাল ঘোষের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছে। সুশীল বরাবরই মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের ঘনিষ্ঠ। মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় বরাবরই দলের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতে চেষ্টা করেছেন সুশীল। তবে বিনা যুদ্ধে এক চিলতে জমি ছাড়তে চাইছেন না তমাল ঘোষ। সুশীলের সঙ্গে তমাল ঘোষের লড়াইটা দীর্ঘদিনের। গত ১১ মার্চ সেই লড়াই আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ, সেদিন তৃণমূলের ওদলাবাড়ির অঞ্চল কমিটিকে না জানিয়ে দলের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নতুন কনভেনার পদ তৈরি করেন সুশীল। সেই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আনন্দ মুন্ডাকে। যদিও এই সিদ্ধান্ত আবার মেনে নিতে পারেননি অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী। তারপর থেকেই আদাজল খেয়ে পায়ের তলার জমি শক্ত করতে দলীয় কাজকর্মে নজর দিচ্ছেন তমাল। সূত্রের খবর, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নিজের দখলে রাখতে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেন তমাল। এই পরিস্থিতিতে যদি সুশীলকুমার পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্লক সভাপতির দায়িত্বে কি তমাল ঘোষ ফিরে আসবেন, নাকি নতুন মুখ দেখা যাবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে।

যদিও তৃণমূলের একাংশের দাবি, দলে নিজের গুরুত্ব বোঝাতে পদত্যাগের বিষয়টি ইচ্ছাকৃত তুলেছেন গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুশীল। সুশীলের বক্তব্য, 'কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনার পরেই পদত্যাগের বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারব।'

সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'জাহাজে জল ঢুকলে প্রথমে ইঁদুর টের পায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির কথা ভেবেই আগেভাগে পদ ছাড়তে চাইছেন সুশীলবাবু।' বিজেপি টাউন মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'দলের ভালো সময়ে দুধের মালাই খেয়ে এখন দলের শেষ সময়ে লাথি মেরে যেতে চাইছেন। এটাই ওঁদের চরিত্র। যদিও সেটা ওঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।' তবে এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি উত্তর দেননি।

দুই নেতার তর্জা

- সুশীলকুমার প্রসাদ ও তমাল ঘোষের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছে
- গ্রামীণ ব্লক সভাপতির দায়িত্বে কে থাকবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু
- দুই নেতার বিরোধ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা

চা শ্রমিকদের পাশে সিপিআই

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : টি ট্যুরিজমের জন্য চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিভিন্ন বাগানের চা শ্রমিকরা। এই প্রতিবাদে চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াল সিপিআই। রবিবার এই দলের শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে ৫ মে ধর্মতলা সমাবেশের প্রচার করে। ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগান, শচীন্দ্র চা বাগান, থানঝোরা চা বাগান ও ফুলবাড়ি চা বাগানে প্রচার চলে। এআইটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পার্থ মৈত্র বলেন, 'টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মতলায় সমাবেশ হবে।' ২০ মে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের জন্যও এদিন বাগানগুলিতে প্রচার করা হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

বানারহাট, ২৭ এপ্রিল : বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রবিবার একাধিক সংগঠন পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করে। ভারত-ভুটান সীমান্তে চামুর্চি এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলে এলাকার তরুণ-তরুণীরা প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন। অন্যদিকে বিন্নাগুড়িতে ডুয়ার্স মুসলিম আঞ্জুমান জেনারেল কমিটি ও ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে মোমবাতি মিছিল করা হয়।

মান-অভিমান।। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উন্নয়নের বর্ষপূর্তি

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মান উন্নয়নের বর্ষপূর্তি পালিত হল। বেনিয়া লাইন ও আপার লাইনের সেই কেন্দ্র দুটি এক বছর আগে মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দুটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান রবিবার একসঙ্গে বেনিয়া লাইনে হয়। দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ও একটি বিস্কুট তৈরি সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দুটি এখন ঝাঁ চকচকে ও শিশুবান্ধব। কেন্দ্রগুলির কর্মী ও সহায়িকাদের প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা, বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন, ব্লকের ভারপ্রাপ্ত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক নীলাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় সহ অভিভাবকরা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে ভিক্টর বসু বলেন, 'চা বাগানের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতায় আমরা কাজ করছি। শিশুদের ভালো পরিকাঠামো ও পরিবেশ উপহার দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

ওয়াটার এটিএমের সূচনা

মেটেলি, ২৭ এপ্রিল : মেটেলির ইনগু চা বাগানে মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ওয়াটার এটিএমের উদ্বোধন হল রবিবার। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিদ্যা বারলা সেটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের আগে বাগানের হনুমান মন্দিরে এলাকাবাসীকে নিয়ে পুজো দেন বিদ্যা। তারপর বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এলাকার জনগণের সুবিধার্থেই এই ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে বলে বিদ্যা জানান।

কমিটি গঠন

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জেলা ডেফ অ্যাসোসিয়েশনের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা ও গভর্নিং বডি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। বিপিএসসি সভাঘরে আয়োজিত এই সভায় ৩০ জন ডেফ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আগামী দু'বছরের জন্য নতুন বোর্ড কমিটি গঠন করা হয়। সংস্থার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন শুভ চক্রবর্তী। সভাপতি হন অভিষেক বসু, সহ সভাপতি হন শ্বাশ্বতী গুহ রায়। সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শা এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন নির্মল ছেত্রী।

টোটো উলটে আহত ৩

গয়েরকাটা, ২৭ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে টোটো আটক করে টাকা আদায়ের চেষ্টার সময় টোটো উলটে আহত হলেন তিন যাত্রী। ঘটনায় অভিযুক্ত এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া বাঘমারা কালীস্থান এলাকায়।

এদিন বাংকুবাজার এলাকার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে টোটো চালিয়ে ফিরছিলেন প্রধানপাড়া বিমলহাট এলাকার তরুণ লামিন রাব্বানি। টোটোয় ছিলেন তিন মহিলা যাত্রী। আচমকা বাঘমারা কালীস্থান এলাকায় এক তরুণ চাকু দেখিয়ে টোটোটি থামিয়ে চালকের গলায় ঠেকিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। টোটোচালক গতি বাড়িয়ে পালাতে গেলে ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে যায় টোটো। আহত হন তিন মহিলা যাত্রী। ঘটনায় মজিনা খাতুন (৩০) নামে এক মহিলার চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলের ২০০ মিটার দূরেই ওই অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেই বাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভে শামিল হন আহতদের বাড়ির লোকজন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। বিক্ষোভ এড়াতে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই তরুণ মদ্যপ অবস্থায় এর আগেও এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ির পুষ্টি বাগানে তাজা সবজি, ফল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে মা ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে এবার পুষ্টি বাগান তৈরি করার উদ্যোগ নিল হর্টিকালচার দপ্তর। গত সপ্তাহে জেলার বানারহাট ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সহায়িকাদের পুষ্টি বাগান তৈরি করা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল। সোমবার জেলার অন্যান্য ব্লকেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে। মূলত জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ফাঁকা জমিতে এই পুষ্টি বাগান তৈরি করা হবে। পুষ্টি বাগানের শাক-সবজি ফল খেয়েই এলাকার শিশু ও মহিলাদের অপুষ্টি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এবিষয়ে জেলা হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলের চারা ও বীজ আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ করব। যেসমস্ত কেন্দ্রের কাছে ফাঁকা জমি রয়েছে সেখানেই পুষ্টি বাগান করা হবে। কেন্দ্রগুলির সহায়িকাদের পুষ্টি বাগান কীভাবে করতে হবে, কীভাবে গাছের পরিচর্যা করা যায় সেইসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।'

জেলা শাসক শামা পারভীনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির ফাঁকা জায়গায় পুষ্টি বাগান করার উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জেলাজুড়েই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' বর্তমানে জেলায় প্রায় তিন হাজারের মতো আইসিডিএস কেন্দ্র রয়েছে। এখানে মায়েরা শিশুদের খেলাধুলো করাতে বা প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়ে আসেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে তাঁদের জন্য পুষ্টিকর খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। পুষ্টি বাগান তৈরি হলে খোদ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চত্বরেই ফল, শাকসবজি পাওয়া যাবে। কেন্দ্রের সহায়িকারাই বাগান দেখাশোনা করতে পারবে। তাই সহায়িকাদের পুষ্টি বাগান তৈরি করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষত জেলার চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসা মা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পুষ্টিকর খাবারের অভাবে রক্তাল্পতা হচ্ছে। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গিয়েছে।

এছাড়া শিশুদের ওজন কমে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। মাত্রাতিরিক্ত অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের 'লাল বাচ্চা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়িতে স্বাস্থ্য দপ্তর পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করতেও বাধ্য হয়েছে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতেই বেশি লক্ষ করা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও সুসংহত শিশু বিকাশ বিভাগ বিভিন্ন জায়গায় মেডিকেল ক্যাম্প করে এই চিত্র পেয়েছে।

বানারহাটে সহায়িকাদের পুষ্টি বাগান করা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

> বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলের চারা ও বীজ আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ করব। যেসমস্ত কেন্দ্রের কাছে ফাঁকা জমি রয়েছে সেখানেই পুষ্টি বাগান করা হবে। কেন্দ্রগুলির সহায়িকাদের পুষ্টি বাগান কীভাবে করতে হবে, কীভাবে গাছের পরিচর্যা করা যায় সেইসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।
>
> -**খুরশিদ আলম** *সহকারী অধিকর্তা, জেলা হর্টিকালচার দপ্তর*

আজ দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। সেজন্য সোমবারই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ওই এলাকা।

অভিযুক্ত সৎবাবা

মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

স্বামীকে কোপ

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে ডাকা সালিশি সভায় স্বামীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালেন স্ত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন চলবে ঝড়বৃষ্টি। ৬টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভিন্নমত

শুভেন্দুর দাবি, নিশ্চিহ্ন করা হোক পাকিস্তানকে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু নিধন করা হয়েছে, এর বদলা নিতেই হবে সরকারকে। সমস্ত ভারতবাসী চায় জঙ্গি এবং পাকিস্তান দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করে দিক সরকার। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।'

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে জেহাদি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করল বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারী, বহরমপুর শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কাঁথিতে পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত দুই হিন্দু সহ নাগরিকের জন্য মোট ২৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিল হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে শুরু করে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষ

> পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

সহ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা শিবমন্দির থেকে নেতাজিনগর মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে। সোনারপুরে মিছিল করেন লকেট।

পাক কাশ্মীর দখল চান অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকি নয়। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার সময় এটা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার এটাই প্রকৃত সময় বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত পহলগাম হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার দাবি কেউ তোলেননি। রবিবার অভিষেক এই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অভিষেকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ঘটনার

> এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার।
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পর প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানকে যা জবাব দেওয়ার তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় দাবি তুলে সস্তায় প্রচার চাইছেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে কংগ্রেস যে সমর্থন করবে তা তাঁরা জানিয়েছেন। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

পহলগামে নিহত ২৮ জনের মধ্যে এরাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। ওই পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার আছে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়ে দিলেও কী পদক্ষেপ করতে হবে তা নিয়ে মমতা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এদিন অভিষেক কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গত কয়েকদিনে আমি সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা দেখছি। পহলগামে ওই নজিরবিহীন জঙ্গি হামলার পিছনে যা যা ত্রুটি আছে, তা খতিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে উপযোগী একটা প্রচার চালাতে বেশি ব্যস্ত। আমাদের এখন এই ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার। ব্যাস এটাই।'

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে-বাইরে অস্থিরতা চলছেই। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। স্বভাবতই আবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সোমবার এই মামলার শুনানি শুরু হলেও রায় জানা যাবে না। তবুও রবিবার সরকারি মহলের খবর, এ ব্যাপারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহল।

৭ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে সরে যান। ফলে শুনানি পিছিয়ে যায়। মামলা চলে যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। প্রধান বিচারপতি নতুন করে শুনানির তারিখ সোমবার ঘোষণা করেছেন। এইজন্য নতুন বেঞ্চও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।

গত ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ সালের রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগও হয়। আর সেই নিয়োগ নিয়েই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শুরু হয় মামলা। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে বিজেপি সাংসদ) ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আর সেই রায়ের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য। তারই শুনানি এদিন হওয়ার কথা। আর তাই নিয়েই রাজ্যের শিক্ষামহলে নতুন করে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির পর মামলার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সরকারি মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আপিলের পর স্থগিতাদেশ পেয়েছে। এই একই মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ কোন পথে যায় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামহলে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের আশঙ্কা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও যদি প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে মান্যতা দেয়, তাহলে সরকারকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যদিও তা হলে সরকার নিঃসন্দেহে আবার এই বাতিল মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

বাবা বেবি ও... এসপ্ল্যানেডে রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বহিষ্কৃত হয়েই বিস্ফোরক বংশগোপাল

বিজেপির সঙ্গে হাত দলের একাংশের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ তুললেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলের মহিলা নেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কৃত করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তারপরেই রবিবার তিনি দাবি করেন, 'দলেরই একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল আমাকে হয়তো গালিগালাজ করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেনি। যতটা চক্রান্ত আমার দল আমার বিরুদ্ধে করেছে।'

এদিন দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ নেতার কার্যকলাপ দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি দল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বংশগোপাল। তার সংযোজন, 'পার্টির তদন্তে আস্থা রেখেছিলাম। আর আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর আমি জানতে পারলাম না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে হল। তাহলে দলীয় শৃঙ্খলা কোথায়? কলকাতা থেকে এই জেলায় যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপির তলে তলে আঁতাত রয়েছে।' তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,'তৃণমূল, সিপিআই, নকশাল সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। আপাতত সমাজের কাজ করে যাব।'

এদিকে, অভিযোগকারিণী ওই মহিলা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'উনি যা মন্তব্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে আমাদের দলে সকলে খারাপ নন। বংশগোপালের মতো কয়েকজন রয়েছেন।'

নির্বিঘ্নে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এদিন ওএমআর শিট মারফত পরীক্ষায় বসলেন। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ও দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হয়। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সারাদিনের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পরীক্ষায় ই-চিটিং রুখতে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টের' ব্যবহার করার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের পেনও দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা ডিভিশন এবং হাওড়া বিভাগের সকল ইএমইউ ট্রেন রবিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত চালানো হয়েছে। পথে বাড়তি সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সরকারি বাসের সংখ্যাও এদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরমে যাতে পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের একাধিক রাস্তায় ঠান্ডা জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বীরভূমে দলীয় বৈঠকে সাংসদ শতাব্দী রায় ও অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার। -সংবাদচিত্র

বিতানের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। রবিবার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে যায় এনআইএ-র তিন সদস্যের দল। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে আইজি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করেছে এনআইএ। তাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিহতদের সঙ্গে ঘটনার সময় যে পরিজনেরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিতানের স্ত্রীর থেকে জঙ্গিহানার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল তার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়।

শনিবারই এনআইএ-র টিম বাংলায় নিহত পর্যটকদের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। বেহালার বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। লালবাজারেও খানিকক্ষণের জন্য যায় এনআইএ-র টিম। এদিন বিতানের বাড়িতে পৌঁছেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ায় ঝালদায় নিহত মণীশ রঞ্জনের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা।

কসবায় সিপিএমের বৈঠকে কামড়াকামড়ি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় শৃঙ্খলাই যেখানে বামপন্থী দলের মূল আদর্শ, সেখানে নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্রমাগত বিড়ম্বনা বাড়ছে সিপিএমে। রক্তারক্তিতে শেষ হয়েছে কসবায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দলীয় বৈঠক। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে সেলাই পড়েছে, আবার কারও কপালে ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অশালীন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। এভাবেই কসবায় ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক মাঝপথে ভঙ্গ হয়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে লাল রক্ত ও ভাঙা জিনিসপত্র। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও নেতাদের আকচাআকচিতে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতারা। ইতিমধ্যেই কসবার ঘটনায় অবগত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটির কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে।

শনিবার রাতে ওই এলাকায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক চলছিল। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা গড়ায় কামড়াকামড়ি পর্যন্ত। আহত হন একাধিক নেতা-কর্মী। এর আগেও কসবায় এরিয়া কমিটির বৈঠকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সিপিএম নেতা। সেবার ২০ দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে কামড়ানো হয়েছে। বিষয়টি অবশ্য সিপিএমে নতুন নয়। মাস কয়েক আগেই টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে তরুণ সদস্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পর মতপার্থক্যে একদল নেতা-কর্মীদের কমিটি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এর আগে হুগলি জেলার সম্মেলনে বিবাদের সময় সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ফলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, দল ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা যেত। কিন্তু এখন তুচ্ছ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দলীয় লাইনচ্যুত হচ্ছেন তাঁরা। যা রীতিমতো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। জানা গিয়েছে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা কমিটির কাছে জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।' এই বিষয়ে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সোমবার ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা

কালীঘাট অভিযানের ঘোষণা 'অযোগ্য'দের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবাসরীয় সকাল। ঘড়িতে তখন প্রায় ৮টা। আগেই ঘোষিত হওয়া রবিবারের কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি তখন স্থগিত করলেন 'অযোগ্য' চাকরিহারারা। তার পরিবর্তে সোমবার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম'-এর সদস্যরা বলেন, 'রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসবেন। অতি কম সময়ে কালীঘাট অভিযান আয়োজন করা মুশকিল বলেই আমরা সোমবার এই অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই কর্মসূচির জন্যই রবিবার রাত থেকে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছে এসএসসি ভবনের সামনে। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন। সেই সংক্রান্ত চিঠি তাঁরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁদের সোমবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে রবিবার। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশন এবং ওকালতনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে

গিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীদের পরামর্শও তারা নিয়েছে। মঞ্চ জানায়, 'স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ রিভিউ পিটিশন করতে চান তাতে মঞ্চ বাধা দেবে না। তবে পিটিশনারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে আমাদের একতা না ভাঙার অনুরোধ করছি।' মঞ্চের মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদল এদিন নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করে। জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে ও কলকাতায় শীঘ্রই ওকালতনামা স্বাক্ষর করা শুরু হবে মঞ্চের তরফে । প্রতিটি জেলায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষকই সোমবার থেকে স্কুলে ফিরছেন।

অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা প্রদানের ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ৩০-৩৫ বছর বয়সে বেশিরভাগ জনই চাকরি পেয়েছেন। অবসরের বয়স পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা দেওয়া হবে?' শিক্ষকদের ভাতা কেন দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়নি সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন দিলীপ।

দিঘার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথধামের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথধাম তথা মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণপত্রটি বিরোধী দলনেতাকে পাঠিয়েছেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (হিডকো) ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমেও সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে দ্বিবেদীর কাছে শুভেন্দুর প্রশ্ন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন, নাকি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে? হিডকোকে দিঘায় যে নির্মাণের বরাত দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সরকারি নথিতে এই নির্মাণকে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অথচ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে আমন্ত্রণপত্র সরকারিভাবে পাঠানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র 'জগন্নাথধাম' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে এদিন শুভেন্দু রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এই সরকার মিথ্যাবাদীর সরকার। সরকারি নথিতে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও আমন্ত্রণপত্রে কৌশলে সংস্কৃতি কেন্দ্র কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।'

পরিবারের পাশে বিএসএফ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার পর ৪ দিন কেটে গিয়েছে। তিনবার পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। কিন্তু বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকুমার সাউ এখনও ছাড়া পাননি। পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাত থেকে তিনি কবে ছাড়া পাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রবিবারই বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তারা রিষড়ায় পূর্ণমকুমার সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ এই পরিবারের পাশে রয়েছে বলে তাঁদের জানায় তারা।

আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে আমাদের বিশেষ অতিথি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে

ডাঃ নীতেশ আনন্দ
এমবিবিএস, আইপিজিএমইআর কলকাতা, ডিএনবি, সিএনসিআই কলকাতা, ডিএম মেডিকেল অঙ্কোলজি, আরজিইউএইচএস, বেঙ্গালুরু, এসএইচটিসি সার্টিফিকেট ইন ক্যানসার ইমিউনোথেরাপি, হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

সংকট ও কর্তব্য

জঙ্গি হামলায় পহলগামে ২৬ পর্যটক এবং এক টাট্টুওয়ালার মৃত্যু কাশ্মীর তথা ভারতের ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পহলগামকে ভারতের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিহতদের মধ্যে সদ্যবিবাহিত এক তরুণ ছিলেন, যিনি ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপে না গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে পহলগামে গিয়েছিলেন। সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁর।

নিহতের তালিকায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের তিনজন। কলমা পড়তে পারছে কি না, সেই পরীক্ষা নিয়ে বেছে বেছে পুরুষদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতে থাকাকালীন ঘটল এই হামলা। দিনদুপুরে সেনা পোশাকে পাঁচ-ছ'টা লোক হত্যালীলা চালিয়ে বৈসরণের সবুজ গালিচাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল। তারা পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এল, আবার অপারেশন সেরে নির্বিকার ফিরে গেল।

এখন নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি বলে বিবৃতি দিলেও সন্দেহের তির কিন্তু পাকিস্তানের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষা খাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এত জওয়ান-কমান্ডো নিয়োগ হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে কেন তার ফল মেলে না? কেনই বা ঘটনার মুহূর্তে একজন জওয়ানকেও সেখানে দেখা যায়নি? দু-এক মিনিটে পুরো গণহত্যাপর্ব সাঙ্গ হয়েছে- এমন তো নয়।

অথচ এখন কড়াকড়ির দরুন পহলগাম সহ গোটা কাশ্মীরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে মাছি গলার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পহলগাম ঘুরে এসেছেন। বিহারের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগাম কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। দেশজুড়ে নজরদারি।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে কাশ্মীরি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, সীমান্তে তৎপরতা বাড়ছে সেনার। ভারত-পাকিস্তানের প্রায় সবরকম সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন। এমাসেই ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তান সিমলা সহ সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার হুমকি দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে সর্বত্র আলোচনা এখন একটিই- যুদ্ধ কী লাগছে! যেন যুদ্ধ লাগাতে পারলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। এর আগেও যতবার জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড়ো জঙ্গিহানা হয়েছে, ততবার যুদ্ধের জিগির তোলা হয়েছে। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফরের প্রাক্কালে অনন্তনাগে জঙ্গিহানায় ৩৬ শিখের মৃত্যু, ২০১৬-য় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গিহানা ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে ভয়াবহ হামলার সময়েও পালটা আক্রমণের দাবি উঠেছিল।

পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে হামলা চালালেই বদলার প্রসঙ্গ ওঠে। এটাও ঘটনা যে, একবার প্রত্যাঘাত করতে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। এবার হামলায় জড়িত ৯ জঙ্গির বাড়ি ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছেন জওয়ানরা। আসলে কার্গিল যুদ্ধ হোক বা ২৬/১১-র মুম্বই হানা, পাকিস্তান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বারবার। সুতরাং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া অবশ্যই জরুরি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশও তীব্র ভারতবিরোধী। একদিকে ঢাকার বিরোধিতা, অন্যদিকে ইসলামাবাদের উপদ্রব। সারাক্ষণ যদি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সামলাতে হয়, তাহলে ভারতের নিজস্ব উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযান কখন হবে? এই উপমহাদেশে বড় দেশ হিসেবে ভারতের দায়দায়িত্ব বেশি।

পহলগামের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ দুই দেশকেই সংযম দেখাতে বলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে ইরান। তাই পাকিস্তানকে চাপে রাখার পাশাপাশি ভারতকে কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। দেশের সংকটের মুহূর্তে এটা মাথায় রাখতে হবে মোদি-শা'দের।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

বনের বাইরে, মানুষের মাঝে কেন বন্যপ্রাণী

ইদানীং গ্রাম-শহরে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড ও ভালুক। হাতি ঢুকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন এমন হচ্ছে?

বিমল দেবনাথ

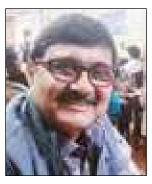

একদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে পাকা নালার পাশে। একটা দাঁড়াশ সাপ বেরিয়ে মানুষের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণে চলে গেল। কেউ দেখল না।

হল্লা করলে হুড়োহুড়িতে জখম হত মানুষ। মারা যেতে পারত সাপটা। অধৈর্য ও অজ্ঞ মানুষের জন্য বন্যপ্রাণ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু সাপটা কেন এল জনবহুল এলাকায়? ইকোলজির ভাষায় কারণ হতে পারে 'নিস'। 'নিস'-এর যথার্থ বাংলা তর্জমা করা কঠিন। বন্যপ্রাণীদের বন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আছে হ্যাবিট্যাট, নিস, হোমরেঞ্জ ও ইকোলজির গূঢ় তত্ত্ব। ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এখন আর অবোধ্য নয়। হ্যাবিট্যাট হল কোনও প্রাণীর আবাসস্থল বা ঠিকানা। হোমরেঞ্জ বলতে বোঝায় আবাসস্থলের চৌহদ্দি। জিনগত বৈশিষ্ট্য ও যাপনের প্রয়োজনে প্রাণীদের আবাসস্থলের চৌহদ্দি ছোট-বড় হয়। বাস্তুতন্ত্রে 'নিস' অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।

ধরা যাক শিলিগুড়ির মতো একটা বন লাগোয়া শহরে হঠাৎ শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেল। পিছনে থাকতে পারে শঙ্খচূড় সাপের 'নিস'-এর হেরফের। শঙ্খচূড় শুধু সাপ খায়। বনে সাপের সংখ্যা কমে গেলে শঙ্খচূড়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বিজিতরা বাঁচার জন্য ছোটে এদিক-ওদিক। কে মরতে চায় সুন্দর ভুবনে? ঢুকছে শহর, গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আর একটা হতে পারে শহরে বাড়বাড়ন্ত জঞ্জাল, আবর্জনার জন্য বেড়ে গিয়েছে ইঁদুরের সংখ্যা। গন্ধ পেয়ে বনের সর্পকুল আস্তানা গেড়েছে শহরে। সাপের খোঁজে শঙ্খচূড় ঢুকছে শহরে। এভাবেই গ্রাম বা শহরের খুব কাছাকাছি চলে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড বা ভালুক। ক'দিন আগে কী হইচই হয়ে গেল একটি হাতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়া নিয়ে।

একটা বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। বাসস্থান এক হলেও প্রত্যেক প্রজাতির 'নিস' আলাদা। তৃণভোজী, মাংসাশীদের খাদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাখিরা পোকা ও গাছের ফল খায়। কেউ বাচ্চা প্রসব করে, কেউ ডিম পাড়ে। কেউ ডিম পাড়ে গাছের কোটরে, কেউ মাটিতে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতির সম্পর্ক ভিন্ন, পেশা আলাদা। বাসস্থান একটা প্রজাতির ঠিকানা হলে, নিস হল তার পেশা। একটা আবাসস্থলে একই নিস প্রজাতির প্রাণী বেশি সংখ্যায় থাকলে প্রতিযোগিতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি হয়। বন্যপ্রাণীরা সন্ধান করতে থাকে নতুন বাসযোগ্য বনভূমির। আবাসস্থল সুঠাম থাকলে প্রাণী হোমরেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মানুষের মতো প্রতিটা প্রাণী নিজের হোমরেঞ্জকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করে। যার যত বড় হোমরেঞ্জ তার তত বেশি সমস্যা। সব থেকে বেশি সমস্যা পাখিদের। পাখিদের বলা হয় বনের স্বাস্থ্য-সূচক। যত ভালো বন তত বেশি পাখি।

বর্তমানে স্থলজ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ইউরেশিয়ান লিংক্স-এর হোমরেঞ্জ সর্ববৃহৎ। এটা একটা মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল। মর্দা বিড়ালের হোমরেঞ্জ প্রায় ২৬০০ বর্গ কিলোমিটার, মহিলার ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান স্থাপনের আগে এই এলাকা ছিল অখণ্ড বনভূমি। চা বাগান স্থাপনের পরে গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি। পতিত জমি যা ছিল হাতিদের উঠোন সেগুলো হয়ে গিয়েছে আবাদি জমি। উন্নয়ন হাতিদের পথ টুকরো টুকরো করে দিলেও সেসব থেকে যায় তাদের স্মৃতিতে। বংশের পর বংশ সেই স্মৃতি ধরে হাতিরা হোমরেঞ্জের মধ্যে হাঁটে। এই পথকে বলা হয় 'করিডর'। উত্তরবঙ্গে হাতিদের মোট করিডর ছিল ৫৯টা। ৪৭টা করিডরের মালিক চা বাগান ও রায়ত। ২৬টা করিডরে বসবাস করে মানুষ। করিডরের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। মানুষ বসবাস করে প্রায় ৫৮ কিলোমিটারের ওপর এবং প্রায় ৭ কিলোমিটারের ওপরে আছে মিলিটারি ক্যাম্প।

করিডরগুলো বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত হলেও, নেই কোনও আইনি বৈধতা। হাতির রাস্তার মালিক হাতি নয়। স্বাভাবিকভাবে করিডর ব্যবস্থাপনার ওপরে বন দপ্তরের কোনও আইনি অধিকার নেই। জমির মালিকের ইচ্ছায় করিডরে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি, ঘরবাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি। মানুষের জন্য ফোর লেন, সিক্স লেন সড়ক হচ্ছে, ব্রডগেজ রেললাইন বসছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিমাল'- হাতির করিডরের আইনি বৈধতার দাবি শোনা যায় না।

আইনি বৈধতা না থাকলে, শুধু মাত্র বাস্তুতান্ত্রিকভাবে করিডর চিহ্নিত করে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো যাবে না। হাঁটতে গিয়ে হাতি মরছে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও বিষ খেয়ে। হাতির মুখোমুখি হয়ে মানুষ মরছে নিজের ঘরে, রাস্তায়। মৃত্যুর কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়নকামীদের সদিচ্ছার অভাব। মানুষ এখনও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহাবস্থানে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা দাঁড়াশ সাপ শত শত মানুষের পায়ের চাপ থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের ভুলে। বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতির সুশৃঙ্খল সন্তান। হোমরেঞ্জ ছেড়ে বাইরে যায় না। মানুষই তাদের বাসভূমি দখল করে বসে আছে।

এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হতে হয় না। নিজের এলাকার অতীত খুঁজলেই বোঝা যায়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর...' আমরা পারিনি। বরং গুরুত্ব কমানো হয়েছে বনের। বন্ধ হয়েছে বনে ঢোকার প্রবেশমূল্য। উঠে গিয়েছে স্থানীয় মানুষের হস্তশিল্প গ্রহণ ও লোকসংস্কৃতি উপভোগের বাধ্যতা। কাজ হারিয়ে দরিদ্র মানুষ আবার সরাসরি নির্ভর হচ্ছে বনজের ওপর। নষ্ট হচ্ছে বনের বাস্তুতন্ত্র। উত্যক্ত বন্যপ্রাণী চলে আসছে লোকালয়ে।

সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নও সীমিত করছে বন্যপ্রাণীদের হোমরেঞ্জ, হ্যাবিট্যাট। নষ্ট হচ্ছে নিস, বাস্তুতন্ত্র। উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি হয় সেটার কিছুটা পূরণ করার কথা বলা থাকে প্রকল্পে। ক্ষতিপূরণের কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কথা ভেবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটা কতটা খুঁটিয়ে দেখা হয় জানে না আমজনতা। নিকোবরে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে তার জন্য গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যানের একটা অংশের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাছ লাগানো হবে হরিয়ানাতে! রামের ক্ষতিপূরণ পাবে শ্যাম। কী করা যাবে! 'জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল', 'নিকোবর মেগাপড'-এর মতো অনেক বন্যপ্রাণী তো মানুষের ভাষায় দাবি জানাতে পারে না। শুধু নিকোবর সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রকল্পের পেছনে একই ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান নিয়েও চলছে আজব প্রকল্প। ইকোট্যুরিজমের নামে ভেসে আসছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার কথা। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি হস্তান্তর করার আগে ভাবা হচ্ছে কি হাতির করিডরের বিষয়? করিডর নষ্ট হলে হাতিরা নতুন নতুন করিডর বের করে নেবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণকে সঠিক সুরক্ষা দিতে পারছে না বন দপ্তর। এই সবকিছুর মধ্যে আছে ছোট-বড় সব বন্যপ্রাণীর নিজ ভূমিতে পরবাসের যন্ত্রণার কারণ। বন্যপ্রাণীরা আছে নিজের জায়গায়, আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। কথাটা উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণীদের প্রতি সহিষ্ণু হলে মঙ্গল সবার।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৮২

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের জন্ম আজকের দিনে।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অনীশ দেব।

আলোচিত

এবার শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়। যে ভাষা ওরা জানে, সেই ভাষাতেই পাকিস্তানিদের জবাব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করার। গত ক'দিন ধরে মূলধারার গণমাধ্যম ও কেন্দ্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, পহলগামে হামলার গভীর তদন্তের পরিবর্তে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে প্রচারে বেশি মনোযোগী।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পহলগাম নিয়ে যখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি, তখনও রিলের ভূত পিছু ছাড়ছে না কিছু মানুষের। এক কাশ্মীরি মহিলা গাছের মগডালে উঠেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বলিউডের বিখ্যাত 'ঝাল্লা ওয়াল্লা' গানে কোমর দুলিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

বিয়েতে কনের সাজে নববধূর দেখা মেলাই স্বাভাবিক। অথচ অনুষ্ঠানে ডাইনোসরের বেশে ঢুকলেন বধূ। বর হাসতে হাসতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন বধূ। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

অব্যবস্থা কলকাতা স্টেশনে

আমি প্রায় নিয়মিত জলপাইগুড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে থাকি। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকালেটার ৯০ শতাংশ সময় বিকল থাকে। লিফট নেই। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও লিফট বা চলমান সিঁড়ি নেই। বয়স্ক মানুষের পক্ষে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি ও লিফটের ব্যবস্থা করা জরুরি।

আরজি করের দিক থেকে স্টেশনে আসার জন্য অটো বা টোটো সার্ভিস নেই। ফলে প্রায় এক কিমি পথ হেঁটে এসে ট্রেন ধরতে হয়। শিয়ালদা বা হাওড়ায় সে অসুবিধে নেই। কলকাতা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা নেই, যা খুবই জরুরি।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।

বিদ্যুৎ রায়, নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ফেরত চাই ভারতীয় কৃষককে

১৬ এপ্রিল সীমান্ত সংলগ্ন নাগর সিংমারি গ্রামে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশি পাচারকারীর। এই ঘটনার জেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে তাঁকে বিজিবি উদ্ধার করে হাতিবান্ধা থানায় তুলে দেয়। পুলিশ ফেরত না পাঠিয়ে অনুপ্রবেশকারী আরোপ লাগিয়ে লালমণিরহাট আদালতে পাঠায় অপহৃত কৃষককে।

অপহৃত কৃষকের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও নির্দোষ অপহৃত কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ভারতীয় নাগরিক তথা ওই কৃষককে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, বামনপাড়া, শীতলকুচি।

জার্মানিতে শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী

জার্মানিতে কার্যত সবার অজান্তেই প্রয়াত হলেন নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার। যিনি ৫১ বছর ফিরতে পারেননি বাংলাদেশে।

আলপনা ঘোষ

নির্বাসিত বাংলাদেশি কবি, বন্ধু দাউদ হায়দারের বার্লিনে প্রয়াণের খবর শুনে মনে পড়ে গেল তাঁর 'তোমার কথা' কবিতার সেই স্মরণীয় লাইনগুলো।

'মাঝে মাঝে মনে হয়/ অসীম শূন্যের ভেতর উড়ে যাই।/ মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি/ মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার ক'রে বলি;/ আকাশ ফাটিয়ে বলি-/ দ্যাখো সীমান্তে ওই পাশে আমার ঘর/এইখানে আমি একা, ভিনদেশি'।

১৯৮৩ সালে রচিত 'তোমার কথা' কবিতায় মাতৃভূমির জন্য নির্বাসিত কবি দাউদের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, সেই বেদনার অন্ত ঘটল অবশেষে স্বজনহীন ভিনদেশের মাটিতে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে দাউদ সেই যে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কোনও দিন ফিরে যাননি ভূমি মায়ের কোলে। শুধু মাত্র একটি কবিতা লেখার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি স্বভূমি থেকে। সেটা ১৯৭৪ সাল। আমৃত্যু নির্বাসনে কাটিয়েছেন। যতদিন কিংবদন্তি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত ছিলেন, কলকাতায় এলে তাঁর জন্য অবারিতদ্বার ছিল কবির আলয়ে। পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করতেন তিনি এই নির্বাসিত তরুণ কবিকে।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দাউদকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কলকাতাগামী উড়োজাহাজে। কবির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল মুজিব সরকার। ১৯৭৬ সালে দাউদ পাসপোর্ট নবীকরণের জন্য কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে এরশাদ সরকার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাসপোর্ট ছাড়া কোনও দেশই দাউদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

কবির এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবির রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাষ্ট্রসংঘের অনুমতিপত্রই হল তখন কবির দেশান্তরে ঢোকার ছাড়পত্র। জার্মানি যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন তিনি রেডিও চ্যানেল 'ডয়েচে ভেলে'র একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

দাউদের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের সুবাদে। শংকর তখন যে কাগজের সম্পাদক, সেখানে দাউদ বার্লিন থেকে প্রায়শই লিখতেন। কলকাতায় এলে বাঁধাধরা ছিল আমাদের বাড়িতে আসা। ভারী স্নেহ করতেন শংকর অনুজ এই প্রবাসী কবিকে। কত গল্প, কত কবিতা পাঠ হত সে সব দিনে।

২০০৯ সালে যেদিন শংকর চলে গেলেন চিরতরে, তার পরদিন রাতে দাউদ এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। সেদিনই বার্লিন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দাউদ। খবরের কাগজেই পেয়েছিলেন দুঃসংবাদ। তাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শংকরের কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম, দাউদের চোখ ভর্তি জল।

দাউদ দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুতে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের একটি কবিতাকে 'বেস্ট পোয়েম অফ এশিয়া' স্বীকৃতি দিয়েছিল।

জার্মানিতে কী নেই? সব ছিল। শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী নদী। দেশে ফেরার জন্য শিশুর মতো চোখের জল ফেলেছেন তিনি সকলের অন্তরালে। আজ সে সবের অবসান ঘটল। যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন কবি দাউদ হায়দার।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্য প্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘরে ঢুকে সমাজকর্মীকে খুন করল জঙ্গিরা

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নামল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন এনআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। একজন আইজি, ডিআইজি ও এসপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তদন্ত চালাবেন এনআইএ আধিকারিকরা।

পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করার পর কাশ্মীরিদের বড় অংশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। উপত্যকার নানা জায়গায় জঙ্গিদের কঠিন শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন টিআরএফ মঙ্গলবারের হামলার জন্য উলটে ভারতকেই দায়ী করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে এনআইএকে দায়িত্ব দিয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, পাইনের জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা। দলে সম্ভবত ৫ জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক। ২ জন স্থানীয়। হামলা চালানোর সময় তারা ২টি মোবাইল ছিনতাই করে। তার মধ্যে একটি মোবাইল নিয়েছে এক পর্যটকের কাছ থেকে। অপর মোবাইলটি একজন স্থানীয় বাসিন্দার।

পহলগাম তদন্তে গতি আসার সঙ্গে উপত্যকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানও তীব্রতর হচ্ছে। চলছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি আইইডি বা বুলজোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল ঠোকার ও আসিফ নামে পহলগামে হামলাকারী দলের দুই জঙ্গির বাড়িও। মাথার ছাদ হারালেও ছেলের কাজকে সমর্থন করতে পারেননি আদিলের মা শাহজাদা। তিনি বলেন, '২০১৮'র ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগামে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি।' আদিলের কাছে তাঁর কাতর আর্জি, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের এবার অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।'

জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগে ১৫ জন কাশ্মীরি 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গি-খোচর সন্দেহে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেনা-পুলিশের সক্রিয়তার মধ্যেই উপত্যকায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরেছে তারা। নিহতের নাম রসুল মাগরে। কান্দিখাস এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী মাগরেকে কেন জঙ্গিরা খুন করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবারও নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। টানা গোলাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলওসি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

একনজরে

- ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণে পৌঁছেছিল জঙ্গিরা
- বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা
- রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি
- জঙ্গি আদিলকে আত্মসমর্পণের আবেদন মায়ের
- সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সমাজকর্মী

মোদি-শরিফের সঙ্গে কথা ইরানের প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা ক্রমশ পেকে উঠছে। সেই তালিকায় রাশিয়া, চিনের মতো বড় শক্তির পাশাপাশি ইরানের নামও উঠে আসছে। ইসলামাবাদ এই ব্যাপারে রাজি থাকলেও সেই মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লি কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পহলগামে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশও করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গি হামলায় দোষী এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা ইরানের প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দেন মোদি। বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই সাফ জানিয়ে দেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল পিছু হটা হবে না। মোদির সঙ্গে কথা বলার খানিকটা পরেই ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেই ফোনালাপে ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। শরিফ তাঁকে বলেন, জলকে অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। যা পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানও যে সন্ত্রাসবাদের শিকার সেই কথাও ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন শরিফ।

ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চিনকে পহলগামের ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীকে হিসেবে জড়াতে চায় ইসলামাবাদ। রুশ সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'আমি মনে করি, রাশিয়া বা চিন অথবা কোনও পশ্চিমী শক্তি এই সংকটকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত ও মোদি সত্যি বলছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে পারে তারা।' পহলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের আদৌ হাত রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

অমৃতসরের কাছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে পাকিস্তানিদের ভিড়। দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। রবিবার। -পিটিআই

আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড়, ভাঙছে পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি হিসাব বলছে গত ৪৮ ঘণ্টায় পঞ্জাব সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট দিয়ে ২৭২ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬২৯ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন কূটনীতিক।

পহলগাম হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই একে অন্যের নাগরিকদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তার জেরে ভিড় জমেছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে। আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। কোথাও স্বামী-স্ত্রী, আবার কোথাও মা-সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। একাধিক পাকিস্তানিকে কেঁদে ফেলেছেন।

আবার যে দম্পতিদের একজন অন্য দেশের নাগরিক তাঁরাও পড়েছেন সংকটে। যেসব পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বিয়ের সূত্রে এদেশে রয়েছেন তাঁদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। মাসখানেক আগে ভারতীয় মায়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে মামারবাড়ি এসেছিল ১১ বছরের জৈনব এবং বছর ৮-এর জানিশ। বাবা পাকিস্তানি হওয়ায় জৈনব ও জানিশ জন্মসূত্রে সেদেশের নাগরিক। ভারত পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করায় জৈনব ও জানিশ পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাওয়ার সময় ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে দুই শিশুকে। কাঁদতে কাঁদতে জানিশ বলেছে, 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' জৈনবের প্রশ্ন, 'মাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকব?' উত্তর মেলেনি।

৫৫ বছর বয়সি ওড়িশার সারদা কুকরেজার সমস্যা বোধহয় আরও জটিল। আদতে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বাসিন্দা সারদা ১৯৮৭-তে ভারতে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন ওড়িশার এক ব্যক্তিকে। ভারতে ৩৮ বছর কাটিয়ে দিলেও এখনও তাঁর পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়ে গিয়েছে। যদিও সারদার দাবি, এদেশের আধার কার্ড রয়েছে তাঁর। ভোটও নাকি দিয়েছেন। পহলগাম হামলার জেরে সেই সারদাকে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বোলাঙ্গির জেলাপ্রশাসন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করা সারদার আর্তি, 'অনেক বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছি। ওখানে আমার কেউ নেই। এত বছরে পাকিস্তানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন আমাকে সেদেশে ফেরত পাঠালে কোথায় যাব?' প্রশাসনের দরজায় দরজায় হত্যে দিচ্ছে তাঁর পরিবার।

ক্যামেরাবন্দি...

রবিবার মুম্বইয়ের বাইকুলা চিড়িয়াখানায় পর্যটকরা।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, নিহত ৯

ভ্যাঙ্কুভার, ২৭ এপ্রিল : ফিলিপিন্সের জাতীয় উৎসব চলার মাঝে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে একটি চারচাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পিষে দিল বহু মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেও পারে। শনিবার রাতে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে একটি কালো রঙের এসইউভি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এই ঘটনা জঙ্গিহানা নাকি দুর্ঘটনা তাও জানা যায়নি।

ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক মৃতদেহ। পুলিশকে উদ্ধৃত করে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র কেন সিম বলেছেন, 'অনেকে মারা গিয়েছেন। আহতও হয়েছেন অনেকে। আমরা মর্মাহত। ব্যথিত। ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ফিলিপিনোদের জাতীয় বীর দাতু লাপুর স্মরণে স্থানীয় ফিলিপিনো সম্প্রদায় প্রতি বছর এই সময় উৎসবের আয়োজন করে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল উৎসব।

ফেরত পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র

দিল্লি-মহারাষ্ট্রে হদিস ১০ হাজার পাকিস্তানির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হামলার জেরে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে দ্রুত ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর ওই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। প্রতিটি রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। দুই জায়গাতেই প্রায় ৫০০০ করে পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র নাগপুরেই রয়েছে ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) তালিকাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে, যা পরে বিভিন্ন জেলার পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাচাই ও শনাক্তকরণের জন্য। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাগুলিতে। ওই স্থানগুলিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও আইবি-র আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক ইতিমধ্যেই দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। একটি হিসেব বলছে, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকায় প্রায় ৯০০ এবং সিগনেচার ব্রিজের কাছে ৬০০-৭০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহ সূত্রে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য লং টার্ম ভিসা (এলটিভি) প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক বা দুই বছরের জন্য সেই ভিসার নবীকরণ করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভারতে স্থায়ী হওয়ার পর তারা তাদের পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পরিবর্তন না হওয়ায় খাতায়-কলমে তারা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতটা নিরাপদ? ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় কি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বিবাহ সূত্রে আসা এবং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের কারণে তাদের জন্য আলাদা কোনও নীতি গৃহীত হবে?

> কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারত-বিরোধী মন্তব্যে ধৃত ১৯ : পহলগামের বৈসরনে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন অসমের। চারজন ত্রিপুরার ও একজন মেঘালয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অসমের এআইইউডিএফ-র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এর পুলওয়ামার মতো পহলগামের ঘটনা সরকারি চক্রান্ত।' তাঁকে পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অসম থেকে ধৃতের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহম্মদ জাবির হুসেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষার্থী মহম্মদ বাহাউদ্দিন, আইনজীবী মহম্মদ জাভেদ মজুমদার প্রমুখ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ধৃতদের ওপর জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।'

ত্রিপুরা থেকে ধৃত চারজনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল চক্রবর্তী রয়েছেন। মেঘালয় থেকে ধৃত সাইমন শিল্লার ভারত বিরোধী মন্তব্য গুয়াহাটির একটি নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

দাবি সিবালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানালেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি ২৫ এপ্রিল বলেছিলাম এই শোকের পরিস্থিতিতে দেশ যে ঐক্যবদ্ধ আছে সেটা বোঝাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন সরকারকে মে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য আবেদন জানায়।' পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বিভিন্ন দেশে শাসক ও বিরোধী সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন সিবাল। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর নিশানা করেছেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে। সিন্ধু নিয়ে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তার জবাবে থারুর বলেন, 'পাকিস্তান যদি কিছু করে তাহলে জবাব পাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রক্ত বয় তাহলে আমাদের তুলনায় ওঁদের তরফেই বেশিরভাগ রক্ত বইবে।'

বন্দর-শহরে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ২৮

তেহরান, ২৭ এপ্রিল : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর শাহিদ রাজাইতে শনিবারের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮। আহত হয়েছেন ৭৫০ জন। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল বাতাসের কারণে কর্মীরা আগুন নেভাতে বেগ পেয়েছেন। বাতাসের দাপটে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অকুস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের সরকারি কার্যালয় ও স্কুল চত্বরে ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন একটি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিপজ্জনক ও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের ডিপো থেকে আগুনের সূত্রপাত। এক প্রথমসারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে সোডিয়াম পারক্লোরেট, যা ক্ষেপণাস্ত্রে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ জনের। রবিবার বিকেলে মন্দসৌর জেলার কাছারিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩ জন যাত্রী সমেত একটি গাড়ির উল্টোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৫১ বছর নির্বাসনে থেকে বার্লিনেই প্রয়াত কবি দাউদ

বার্লিন, ২৭ এপ্রিল : তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতা। ঝলসে উঠেছিল, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়, কালো বন্যায়', যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আটক হন। পরে মুক্তি পান। বাংলাদেশের সেই বর্ণময় কবি, লেখক ও সাংবাদিক দাউদ হায়দার আর নেই। চিরকুমার দাউদের মৃত্যু

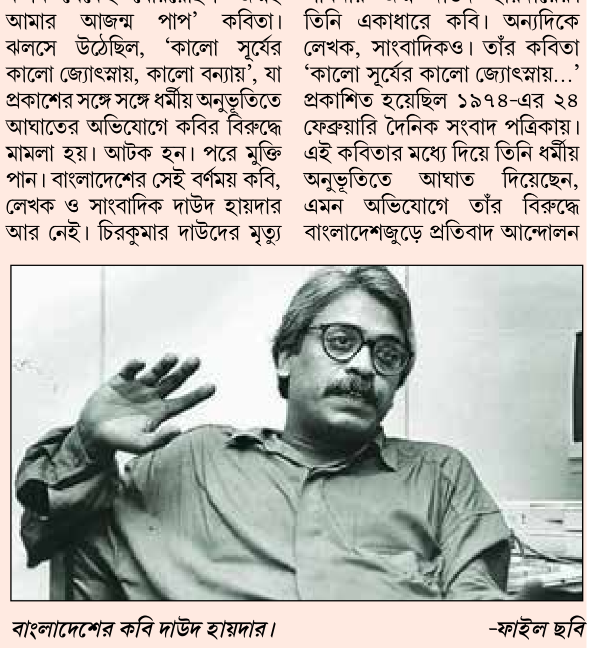

বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার। *-ফাইল ছবি*

হয়েছে জার্মানিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। শনিবার বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বার্লিনের এক বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

দাউদ হায়দারের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর ভাইঝি শাওন্তী হায়দার। বেশ কিছুদিন থেকে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন কবি। গত ডিসেম্বরে সিঁড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে ফিরলেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জন্ম দাউদ হায়দারের। তিনি একাধারে কবি। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিকও। তাঁর কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়...' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, এমন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ২০ মে মুক্তি পেলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার। পরের দিন একেবারে শূন্য হাতে বাংলাদেশে বিমানের একটি উড়ানে কলকাতায় চলে আসেন।

দাউদ এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ৬০ পয়সা নিয়ে। সঙ্গে ছিল দুটি কবিতার বই, একজোড়া শার্ট, প্যান্ট, চটি ও টুথ ব্রাশ। গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কল্লোলিনী চষেছিলেন দাউদ। তারপরেই চলে যান জার্মানি। সব এখন অতীত।

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামের ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোড্ডার সাংসদ বলেন, 'গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকারের ভুল ছিল ওই চুক্তি।' তাঁর বিষোদগার, 'আমরা আর কতদিন সাপদের জল দিয়ে যাব? এবার ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের আপত্তিতে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও আটকে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বারবার বলেছেন, বাংলাদেশকে আমরা যেন জল না দিই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জলচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা বন্ধ করছে, ততদিন ওদের জল দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত আমাদের।'

> বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই বিতর্কিত সাংসদ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।'

ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতবিদ্বেষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। ঢাকার তরফে পহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছে ঠিকই, তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় মাথাব্যথা। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে নিশিকান্ত দুবে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে তুললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বড়দেরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন

শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনও ততটা সচেতন নই। অথচ সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এরকমই কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শ্রেয়সী সেন**

তখন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেনে গুটিবসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইবার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ করেছিলেন, গোপালকরা যাঁরা একবার গোবসন্ত অর্থাৎ কাউপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু আর গুটিবসন্ত অর্থাৎ স্মলপক্স হচ্ছে না।

গোবসন্ত তুলনায় কম বিপজ্জনক রোগ। ডা জেনার পরিকল্পনা করে কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অল্প পরিমাণে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে গুটিবসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। এভাবেই তৈরি হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম সফল প্রতিরোধক ভ্যাকসিন।

তারপর কেটে গিয়েছে দুই শতাব্দীর বেশি সময়। ১৯৮০ সালে টিকাকরণের মাধ্যমে স্মলপক্স পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পোলিও ভাইরাসও দু'-একটি দেশ বাদে সারা পৃথিবী থেকেই অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মোট ১২টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে যক্ষা, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, হাম, রোটাভাইরাস, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, পোলিও এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। প্রতি বছর ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা ও ২.৬৭ কোটি নবজাতক এই টিকারকরণ কর্মসূচির আওতায় আসছে।

যাইহোক, প্রাপ্তবয়স্করা যেসব টিকা নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে -

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা

৬০ বছরের উর্ধ্বে সকলেরই বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতি বছরই কিছু না কিছু জিনগত চরিত্র পরিবর্তন করে, তাই প্রতি বছরই নতুন করে ভ্যাকসিন আসে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সাম্প্রতিকতম ভ্যাকসিনটিই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই ভ্যাকসিন পরোক্ষভাবে এইসব রোগের থেকেও সুরক্ষা দেয়।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি/পিপিএসভি)

এই ভ্যাকসিন শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন অন্তর্গত হলেও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই টিকা সরকারিভাবে উপলব্ধ নয়। ৬৫ বছরের উর্ধ্বে সবারই যদি সম্ভব হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ দেওয়া হয়। প্রথম বছর PCV13-এর একটি ডোজ এবং এক বছর পরে 23Valent ভ্যাকসিনের একটি ডোজ।

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

হেপাটাইটিস-বি'এর জীবাণু শুধু জন্ডিসের জন্য দায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করে, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। যাঁরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের ছাত্রছাত্রী, ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকে যাঁরা কর্মরত, সবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

এই ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ

প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে, আর ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ। যাঁরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে HbsAg পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই হেপাটাইটিস-বি'তে আক্রান্ত কি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সব মানুষের এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়।

চিকেনপক্স বা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন

যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও চিকেনপক্সে আক্রান্ত হননি বা ছোটবেলায় এর টিকা নেননি, তাঁরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এর দুটি ডোজ। এই দুই ডোজের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৮ দিনের ব্যবধান রাখতে হবে।

চিকেনপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, তাহলে তাঁর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এমএমআর (মাম্পস-মিজেলস-রুবেলা) টিকা

এই ভ্যাকসিন তিনটি রোগ থেকে রক্ষা করে - হাম, মাম্পস এবং জার্মান মিজলস (রুবেলা)। এই ভ্যাকসিন সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিতে পারেন, যদি শৈশবে এই টিকা না পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও দুটি ডোজ অন্তত ২৮ দিনের ব্যবধানে নিতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভস্থ শিশু রুবেলায় আক্রান্ত হলে শিশুটির চোখ, কান ও হার্টের বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থাকে।

সার্ভিকাল ক্যানসার ভ্যাকসিন

বর্তমানে অনেক কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রতি বছর ভারতে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা সার্ভিকাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

৯ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা নেওয়া যায়। ১৫ বছরের আগে নিলে দুটি ডোজ এবং তার বেশি বয়সে নিলে তিনটি ডোজ লাগে। আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিলেও এটি পুরুষদেরও কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে।

টাইফয়েড ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন প্রধানত বড়দের ক্ষেত্রে ট্রাভেলার্স ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরমেলা প্রভৃতি যেসব জায়গায় প্রচুর জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

এছাড়া আরও কিছু ভ্যাকসিন প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া যায়। যেমন, মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন, হারপিস-জস্টার ভ্যাকসিন, কলেরা, জলাতঙ্কের টিকা, টিডিএপি ভ্যাকসিন প্রভৃতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়।

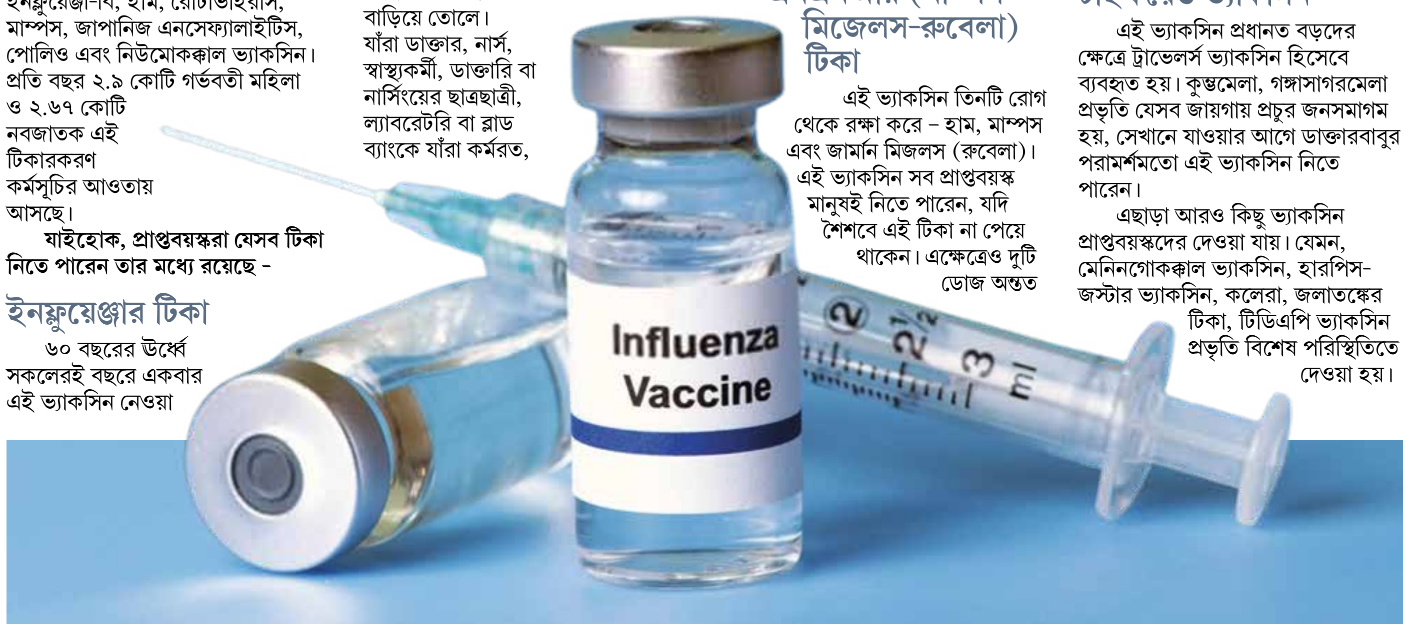

গরমে হাতের চামড়া ওঠার সমস্যা

আমাদের ত্বকের বাইরের দিককার সূক্ষ্ম স্তর প্রতি ২৮ দিন পরপরই বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের সবারই চামড়া ওঠে ২৮ দিন অন্তর। তবে তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে যে আমরা বুঝতে পারি না। তবে বিভিন্ন কারণে কখনও চামড়া ওঠার হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

গরমে রোদের তীব্রতা ও জলশূন্যতার প্রভাবে ত্বক শুষ্ক হতে পারে। চামড়া উঠতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত ঘামের কারণে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। এই কারণেও চামড়া ওঠার হার বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া জুতো-মোজার ভেতরে অনেকেরই পায়ের তালু ঘামে। কারও বাঁ হাতের তালু খুব ঘামে। গরমের সময় হাত-পায়ের তালুর চামড়াও উঠতে পারে অতিরিক্ত।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায়ও ত্বক শুষ্ক হয়ে বেশি বেশি চামড়া উঠতে পারে। তার ওপর শীতকাল চলে গেলে অনেকেই ময়েশ্চাইরাইজার ব্যবহার করেন না। তাই ত্বকের শুষ্কতা ও চামড়া ওঠার সমস্যা হতেই পারে।

অতিরিক্ত চামড়া ওঠার অন্য কারণ

বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হলে কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে চামড়া উঠতে পারে বেশি। পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাবেও এমনটা হতে পারে। স্নানের জলে জীবাণুরোধী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সোরিয়াসিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস ও এগজিমা আক্রান্তদেরও চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকারের উপায়

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন, যা মাখার পর চিটচিটে হবে না। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ভালো। ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল খাবেন। ত্বকের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। সবুজ শাকসবজি, তাজা ফলমূল, নানা ধরনের বাদাম, বীজ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার খাবেন। প্রতিবার হাত পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ঘাম হলে মুছে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

এসব বিষয় মেনে চলার পরেও সমস্যা না মিটলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গরমে বেল কেন খাবেন

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে বেলের শরবত বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাকা বেলে আছে মেথানল নামের একটি উপাদান, যা ব্লাড সুগার কমাতে দারুণ কাজ দেয়। এছাড়া অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, ভিটামিন-এ, সি সহ প্রচুর খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে ঠান্ডা ও মনকে চাঙ্গা করতে পারে।

খাওয়ার উপকারিতা

- বেল কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, নিয়মিত খেলে পেট পরিষ্কার থাকে
- আলসারের ওষুধ হিসেবে বেলের জুড়ি মেলা ভার
- বেলের শরবত শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়
- নিয়মিত বেল খেলে মুক্তি পাবেন আরথ্রাইটিসের সমস্যা থেকে
- এনার্জি বাড়াতে বেল কার্যকরী। ১০০ গ্রাম বেল ১৪০ ক্যালোরি এনার্জি দেয়
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বেল
- বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে
- ত্বকে কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে বেলের শরবত। ফলে ত্বক অকাল বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত থাকে

সিজার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী জিয়াস্মিতা পাল ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মালবাজারে জনপ্রিয় স্বর্ণ ব্র্যান্ড পরিচালিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মাল ব্লকে প্রথম হয়।

‘সাঁতার জানি’ বলেই ঝাঁপ করলায়

প্রশাসনের নজরদারি নেই

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : দুপুরের কাঠফাটা রোদ। ছুটির দিন তাই সেভাবে কেউ বাড়ি থেকে বেরও হচ্ছে না। স্কুল ছুটি ওদেরও। তাই পাড়ার কয়েকজন মিলে নেমে পড়েছে স্নান করতে। একটু স্বস্তির জন্য তখন চলছে শহরের নদী, দিঘিতে জলকেলি। শনিবার রাতের বৃষ্টিতে শহরের প্রতিটি নদী, শাখানদী এবং পুকুরে জল কিছুটা হলেও বেড়েছে। তাতে আরও খুশি ওরা। কয়েকজন কিশোরকে আবার রবিবার বাবুঘাট সংলগ্ন করলা নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতেও দেখা যায়। শুধু কি তাই! রাজবাড়ির দিঘিতে চলছিল প্রতিযোগিতা করে জলে কেরামতি দেখানো। দিঘিতে তখন বেশকিছু সিঁড়ি জলের তলে। তবে ওদের মধ্যে ভয়ের কোনও ছাপ নেই। এর আগে রাজদিঘি হোক কিংবা করলা নদীতে জলে নেমে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এই নিয়ে কেউ তাদের সাবধান করতে গেলে সামনে থেকে উত্তর আসে, ‘আমরা সাঁতার জানি।’

এদিকে, নদীতে স্নান করা নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও বিধিনিষেধ না থাকায় শিশু, কিশোরদের বাড়বাড়ন্ত যেন আরও বেড়েছে।

শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শোভন চক্রবর্তীর কথায়, ‘গতবছর তিন-চারজন শিশুর মৃত্যু করলার ভয়ানক রূপের সাক্ষ্য দিয়েছে। আজ জল একটু কম বলে যেভাবে আশপাশের কিশোররা জলে নেমে মাছ ধরছে কিংবা স্নান করছে সেটা দেখে ভয় লাগছে। কিছু বলতে গেলেই তারা বলছে যে সাঁতার জানে। কিন্তু করলা নদীর জলের চোরাস্রোত কতটা ভয়ানক হতে পারে আমরা জানি। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। বাবা-মায়েদের একটু নজর দেওয়া উচিত।’

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, ‘ছোটদের নদীতে স্নানের প্রবণতা ভয়ের কারণ। এই বিষয়টা সাধারণত পুরসভা দেখে। আমি কথা বলব।’

রাজবাড়ির দিঘি এবং করলা নদীর পাশের ১, ৫, ৮, ৯ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু কিশোর প্রায়দিনই নদীতে স্নান করতে নেমে পড়ছে। এদিন দুপুরেও একই দৃশ্য দেখা যায়। গরমের দিনে নদী-পুকুরে স্নানের দৃশ্য মজাদার হলেও যথেষ্ট উদ্বেগের। করলায় জল কমলেও স্রোত আছে। তাই যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। গতবছরই করলায় তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে চার শিশু-কিশোরের। সেই ঘটনার স্মৃতি আজও সকলের মনে তাজা।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্ষার সময় পুরসভার তরফে মাঝেমধ্যে সচেতনতা প্রচার করা হলেও, সারাবছর আর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। প্রশাসনের তরফে জলে নামার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা বোর্ডও নেই। এতে বিপদের শঙ্কা আরও বাড়ছে।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার ধারণা নদীতে যেসব শিশুরা নামে, তারা আশপাশের এলাকার। ওরা সাঁতার জানে। তবে এমন অনেকে আছে যারা সাঁতার জানে না। আমরা অবশ্যই প্রচার চালাব। সপ্তাহে অন্তত দু’বার আমরা নদী সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করার ব্যবস্থা করব। কিন্তু মানুষকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের নদী, জলাশয় থেকে দূরে রাখতে হবে। সচেতন হলেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।’

বরাবরই ভয়ংকর করলা এবং তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর মুখ কিছুটা ঘুরে যাওয়ায় শহরের শিশু-কিশোররা সেভাবে তিস্তার দিকে না গেলেও তাদের বর্তমান ঠিকানা করলা, ধরধরা এবং শহরের জলাশয়গুলো।

রাজবাড়িপাড়ার বাসিন্দা গণেশ সাহা বলেন, ‘রাজবাড়ির দিঘি যথেষ্ট গভীর। শিশুদের জলে নামতে দেওয়া উচিত না। দুর্ঘটনা ঘটার আগে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।’

শুধু কেরামতি। *করলায় স্নান কিশোরদের। রবিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

ভেতরে ঢুকলেই গা ছমছম

ডাকবাংলো অফিস ভূতুড়ে বাড়ি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : সংস্কারের অভাবে ময়নাগুড়ি শহরে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাকবাংলো অফিসটি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ রেলিং ভাঙা। গোটা চত্বরে জলের ব্যবস্থা নেই। ফলে শৌচাগার ব্যবহার করা যায় না। পানীয় জল নেই। টিনের ছাউনির ওপর বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। চারদিক আগাছায় ভর্তি। ভিতরে মশার আঁতুড়। ডাকবাংলোয় পা রাখলে গা ছমছম করে।

একজন চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মী রুনু মাহাতো শুধু রোজ কাজে আসেন। তিনি বলেন, ‘মূল অফিসঘরের তালা বিকল হয়ে গিয়েছে। খুলতে এবং বন্ধ করতে আমাকে হিমসিম খেতে হয়। দপ্তরকে জানিয়েও নতুন তালা মেলেনি। একজন সাফাইকর্মী থাকলেও তিনি নিজের মর্জিমতো আসেন। সামনের দিকটা একটুখানি ঝাড় দিয়ে চলে যান।’

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, ‘জেলা পরিষদের কাজকর্ম তদারকির জন্য এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার বসতেন। বহু বছর হয়ে গিয়েছে তিনি আর বসেন না। গোটা ময়নাগুড়ি ব্লকে ছোট-বড় মিলিয়ে তিন হাজার ব্যবসায়ী রয়েছেন। আগে হাটবাবু সপ্তাহে একদিন নিয়মিত বসতেন। ব্যবসায়ীরা এই অফিসে এসে কর জমা দিতে পারতেন। এখন তিনি গোটা জলপাইগুড়ি জেলার দায়িত্বে। এখানে আর আসেন না। কুড়ি কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ির অফিসে বসেন। ফলে ব্যবসায়ীদের সমস্যা হচ্ছে।’

ময়নাগুড়ি পুরসভার অফিস লাগোয়া এই ডাকবাংলো। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য দীপালি রায় জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, ‘ডাকবাংলোটি নিয়ে জেলা পরিষদের পরিকল্পনা রয়েছে শুনেছি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব।’

বেহাল দশা

- অধিকাংশ রেলিং ভাঙা, গোটা চত্বরে জলের ব্যবস্থা নেই
- টিনের ছাউনির ওপর বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে
- একজন সাফাইকর্মী থাকলেও তিনি নিজের মর্জিমতো আসেন
- চারদিক আগাছায় ভরে যাওয়ায় মশার উপদ্রব বেড়েছে

আগাছায় ভর্তি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাকবাংলো অফিস চত্বর।

বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা, জখম

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল : রবিবার সাতসকালে মালবাজার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে দমকলকেন্দ্র লাগোয়া এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এক দুর্ঘটনায় চালক সহ ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। মাল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

ওই রাস্তার পাশে প্রায়ই বাস দাঁড় করানো থাকে। বীরপাড়া থেকে একটি ছোট গাড়ি শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে প্রথমে একপাশে টায়ার দিয়ে তৈরি সেনাবাহিনীর ব্যারিকেডে ধাক্কা মারে। তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে ধাক্কা মেরে দুমড়ে-মুচড়ে বাসের তলায় ঢুকে যায়। ওই গাড়ির আরোহী ৫ জনই জখম হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কের ওপর টায়ার দিয়ে তৈরি সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী কুন্তল প্রসাদের কথায়, ‘চালক ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত ব্যারিকেডটি চালকের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। টায়ার দিয়ে তৈরি ব্যারিকেডের দরুন ছোটখাটো দুর্ঘটনা আগেও ঘটেছে।’

মাল থানার ওসি (ট্রাফিক) দেবজিৎ বসু অবশ্য সেই অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বেপরোয়া গতির ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সেনাবাহিনীর শিবিরে ভারী যানবাহন আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য ওই ব্যারিকেড থাকে।’

এদিন দুর্ঘটনার পরে ছুটে আসেন সংলগ্ন দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা। জখমদের উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। ঘটনাস্থলে আসে মাল থানার পুলিশও।

মেঝেতে স্কুলের নথি, চুরি যায়নি কিছু

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : প্রধান শিক্ষকের ঘরের ১০টি আলমারি ভাঙা। সেই আলমারির ভেতরে থাকা সমস্ত ফাইল তছনছ করা হয়েছে। ঘরের মেঝেজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্কুলের বিভিন্ন কাগজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্টভাবে কিছু খোঁজা হয়েছিল। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকা ল্যাপটপ, কম্পিউটার সহ স্কুলের কোনও কিছুই চুরি যায়নি। এমনই রহস্যজনক ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ি শহরের পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয়ে। মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। কে বা কারা কী নথি খুঁজতে স্কুল দুটির প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন খবর পেয়েই স্কুলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার সকালে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় দে সরকারের কাছে খবর যায় স্কুলের

শুধুই রহস্য

বারান্দার গ্রিল ভাঙা। ঘরের দরজা ভাঙা। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটেয়ে রয়েছে স্কুলের প্রয়োজনীয় নথি। একইভাবে খবর যায় পাশের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মনের কাছে। প্রথমে তাঁদের ধারণা হয়েছিল স্কুলে চুরি হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুজনই স্কুলে আসার পর ধারণাটা সম্পূর্ণ পালটে যায়। স্কুলের ল্যাপটপ, কম্পিউটার থেকে শুরু করে একটি বালবও জায়গা থেকে সরেনি। অর্থাৎ স্কুল থেকে কিছুই যে চুরি যায়নি সেটা স্পষ্ট। মৃত্যুঞ্জয়ের কথায়, ‘আপাতদৃষ্টিতে যা দেখেছি তাতে স্কুলের কোনও সামগ্রী চুরি যায়নি। কিন্তু আলমারিতে থাকা কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া গিয়েছে কি না তা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে যে বা যারাই এসেছিল তারা স্কুলের কোনও সামগ্রী চুরি করার জন্য আসেনি তা পরিষ্কার। আমি বিষয়টি পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।’ একই কথা বলেন প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি। তিনি বলেন, ‘কিছু চুরি গিয়েছে কি না এখনও বুঝতে পারছি না। কারণ স্কুলে চোখের সামনে যে জিনিসগুলো সবসময় থাকে সেগুলো যথাস্থানেই রয়েছে। তবে আলমারি যেভাবে তছনছ করা হয়েছে তাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া গিয়েছে কি না সেটা বুঝতে পারছি না।’

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১

নিরাপত্তায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রবিবার কড়া নিরাপত্তায় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হল পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। দুটি ধাপে মোট ৪২০ জন পরীক্ষার্থী এদিন পরীক্ষা দেয়। সকাল ১১টা থেকে ১টা, ও ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের ইনচার্জ আদিত্যকুমার সামন্ত্র বলেন, ‘সব ধরনের গাইডলাইন মেনেই পরীক্ষা হয়েছে।’

পোষ্য নিয়ে নদী পারাপার। রবিবার জলপাইগুড়িতে।

প্রতিবাদ মিছিল, নীরবতা পালন

মালবাজার ও জলপাইগুড়ি ২৭ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে এবং নিহতদের স্মরণে রবিবার রাতে মাল শহরে পৃথক দুটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রথম মিছিলটি ঘড়ি মোড়ে অভিভাবক মঞ্চের পক্ষ থেকে করা হয়। অপর মিছিলটি ‘মালবাজার হিন্দু সমাজের’ পক্ষ থেকে রথখোলা ময়দান থেকে সুভাষ মূর্তি পর্যন্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, পহলগাম ঘটনায় নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন জলপাইগুড়ি শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি জল শহরের ইতিকথা বাচিকশিল্পী সংস্থার পক্ষ থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আগে সুভাষ ভবনে এক মিনিট নীরবতা পালন ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া, জলপাইগুড়ি শিল্পী সমন্বয়ের তরফে কামারপাড়ায় ও মুনলাইট ক্লাবের তরফে ডিবিসি রোডে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পথচলতি মানুষও শামিল হয়েছিলেন। ক্লাবের সদস্য সৌজিৎ সিংহ রায় বলেন, ‘আমরা চাই শান্তি। এমন ঘটনা সত্যি দুঃখজনক।’

ফ্যান কিনতে দামের পরোয়া করছে না শহর

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : আশপাশে বৃষ্টি হলেও জেলা শহরে আকাশ মেঘলা। সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই। বরং দু’-এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় আরও বাড়ছে গুমোট ভাব। আর যেদিন রোদ উঠছে সেদিন তো কথাই নেই। পরিস্থিতি যে আরও কিছুদিন এরকমই থাকবে তা বলছে আবহাওয়া দপ্তরই। এতে দুঃসহ হয়ে উঠেছে জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দাদের জনজীবন। একটা ফ্যানে কোনওভাবেই পেরে ওঠা যাচ্ছে না। তাই এবার স্বস্তি পেতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ছুটছেন টেবিল-স্ট্যান্ড ফ্যান কিনতে। বুধবার স্ট্যান্ড ফ্যান কিনতে বয়েলখানা বাজারের একটি দোকানে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা শতরূপা দাস। তিনি বলেন, ‘এখনও সেভাবে গরম পড়েইনি। তাতেই এই পরিস্থিতি। দুপুরের দিকে ঘরের ছাদ গরম হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢোকাই যাচ্ছে না। তাই স্ট্যান্ড ফ্যান কিনতে আসা।’

শহরের বাসিন্দা অনুপ দাসও একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কিনেছেন। তিনি বলেন, ‘গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। সিলিং ফ্যান চালালে যেন আরও বেশি গরম লাগছে বলে মনে হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে স্ট্যান্ড ফ্যান কিনলাম।’

এক্ষেত্রে দামেরও পরোয়া করছেন না ক্রেতারা। ১২০০-৩৫০০ টাকার মধ্যে মিলছে নানা ধরনের টেবিল ও স্ট্যান্ড ফ্যান। অর্থাৎ অন্যান্য বারের থেকে ৫০-১০০ টাকা বেশি দিয়েই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ফ্যান।

শহরের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সিলিং ফ্যানের থেকে টেবিল কিংবা স্ট্যান্ড ফ্যানের চাহিদা অনেকটাই বেশি। বিক্রেতা রাহুল সেনের কথায়, ‘বেচাকেনা বেশ ভালোই হচ্ছে। ছাদ কিংবা টিনের চালের থেকে বিকেলের পর গরম হাওয়া নীচের দিকে নামে। ফলে সিলিং ফ্যানে গরম আরও বেশি লাগে। তাই অধিকাংশই স্ট্যান্ড ফ্যান কিনছেন। চলতি মাসে আমি ৫০-৬০টি স্ট্যান্ড ফ্যান বিক্রি করেছি।’ এতে স্বাভাবিকভাবেই চওড়া হাসি ব্যবসায়ীদের মুখে। তবে শুধু ফ্যান কেনাই নয়, যাঁদের বাড়িতে পুরোনো স্ট্যান্ড ফ্যান ছিল, কিন্তু সেভাবে ব্যবহার না করায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁরা ফ্যান সারাইয়ের জন্য যাচ্ছেন ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে।

> গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। সিলিং ফ্যান চালালে যেন আরও বেশি গরম লাগছে বলে মনে হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে স্ট্যান্ড ফ্যান কিনলাম।
>
> **অনুপ দাস,** *শহরবাসী*

ফ্যান সারাইয়ের কারিগর গোবিন্দ বোস বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত আমি একশোর বেশি ফ্যান সারাই করেছি। অধিকাংশ স্ট্যান্ড কিংবা টেবিল ফ্যান। এবার এপ্রিলেই খুব গরম পড়েছে। একের পর এক ফ্যান সারাইয়ের কাজ আসছে। সামাল দিতে না পেরে আরেকজন কারিগর রাখতে হয়েছে। যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁরা পুরোনো স্ট্যান্ড ফ্যানই সারাই করাচ্ছেন। আমাদের ব্যবসা আগের থেকে ভালো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জুন-জুলাই মাসে গরমে কী অবস্থা হবে ভেবেই চিন্তা হচ্ছে।’

পুরোনো ফ্যান সারাইয়ের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিনেশন

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : পথকুকুরদের জন্য শুরু হয়েছে অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ। রবিবার শহরের থানা মোড়, বাবুপাড়া মোড় সহ বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ ভেটেরিনারি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পথকুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এদিন প্রায় ১৫০টি পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। পশুপ্রেমী তিতলি কর্মকার বলেন, ‘এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সময়মতো যদি এই কোর্সটি সম্পূর্ণ হয় তবে প্রতিটি পথকুকুরের যেমন ভালো হবে, তেমনি সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কমবে।’

বসে আঁকো

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রবিবার কেরানিপাড়ায় উত্তরা ক্লাবের ৫৯তম জন্মদিন পালিত হয়। কচিকাঁচাদের আঁকার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ক্লাব চত্বরে ‘যেমন খুশি আঁকো’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাব সদস্যরা বলেন, ‘রক্তদান, বস্ত্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজ সারাবছর ধরে চলে। ক্লাবের জন্মদিনে কচিকাঁচাদের উদ্বুদ্ধ করতেই এই প্রয়াস।’

শিল্পের জমিতে এখন নেশাখোরদের আসর

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : শিল্পের জন্য অধিগৃহীত জমিতে এখন নেশাখোরদের আসর। ১৯৮৭ সালে জলপাইগুড়ি শহরের আসাম মোড় সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৯ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার। কিন্তু বাম জমানা পেরিয়ে রাজ্যে তৃণমূল সরকার এলেও সেই জমিতে আজ পর্যন্ত একটিও ইট গাঁথা হয়নি। এমনকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য বসানো সাইনবোর্ডও এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে শিল্পের সেই জমি অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া হয়ে গিয়েছে। তবে পরিস্থিতির কথা জানা নেই বলে দাবি জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মার। শুধু তাই নয়, শিল্পের জন্য নেওয়া জমিতে আদৌ উন্নয়নমূলক কাজের কোনও পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের হাতে আছে কি না, সে বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি বিধায়ক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জমির অভাবে জেলা শহরে নাকি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে না। অথচ জাতীয় সড়ক লাগোয়া এলাকায় এত জমি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এখানে শিল্প হলে যে কর্মসংস্থান হত, তা মানছেন সিআইটিইউ’র জেলা সম্পাদক শুভাশিস সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘জমিটি যেহেতু শিল্পের জন্য নেওয়া হয়েছিল, সেখানে শিল্প হোক আমরা সেটাই চাই। একটা শিল্প হলে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। ওখানে যে নেশা ও জুয়ার আসর বসছে, সেটা প্রশাসনের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।’ তবে বাম জমানায় অধিগৃহীত সেই জমিতে সেসময়ে কেন শিল্প স্থাপন হয়নি, তা নিয়ে মুখ খোলেননি সিটু নেতা।

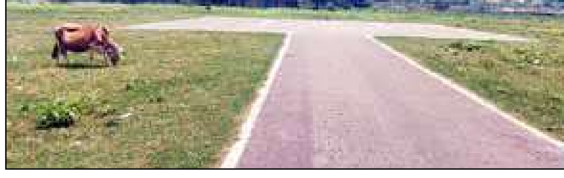

৯ একর জমিতে গবাদিপশুর বিচরণ।

এক সময়ে এই জমিতে বর্তমান সরকার একটা হেলিপ্যাড তৈরি করে। তবে সেই হেলিপ্যাড শেষ পাঁচ বছরে কতবার ব্যবহার হয়েছে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। আসাম মোড়ের বাসিন্দা সম্রাট বর্মনের বক্তব্য, ‘প্রায় তিরিশ বছর ধরে শুধু বড় বড় সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। আবার তা খুলেও ফেলা হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বড় শিল্প তো দূরের কথা, এতদিনে একটি কুটিরশিল্পও দেখলাম না। দিনেরবেলা গোরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। আর সন্ধ্যা হলেই বসে নেশার ঠেক।’

এলাকার বাসিন্দা বছর সত্তরের বিকাশ রায় বলেন, ‘বাম আমলেই বলা হয়েছিল, ওই জমিতে ট্রাক টার্মিনাস হবে। ওই প্রকল্পেরও কোনও কাজ হয়নি। পরবর্তীকালে ওখানে শুধু একটা হেলিপ্যাড তৈরি হয়।’ স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ‘ওই জমিতে এখন জুয়ার আড্ডা বসছে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। অবশ্য জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, ‘বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।’

এ বিষয়ে জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মার বক্তব্য, ‘জমিটিতে যে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে সেটা আমার জানা ছিল না। আমি বিষয়টি নিয়ে যথাযথ জায়গায় আলোচনা করব। আর সেখানে উন্নয়নমূলক কিছু করা যায় কি না, সেটাও দেখব।’

উত্তরের ৬ জেলায় ১৯২ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নানা বাড়তি সুযোগসুবিধার আওতায় আসছেন। এবার চলতি আর্থিক বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল। গোটা রাজ্যে ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪। এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ গোটা রাজ্যের সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে ২৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি, জিটিএ-তে ৩টি, জলপাইগুড়িতে ৭টি, মালদায় ৯২টি ও উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে কী কী কাজ করতে হবে সেটাও স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন শাখার তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেরামতি, ইউপিএস-রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) বসার কেবিন, টিউবওয়েল ও জলের পাম্প সহ নানা কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতিদের পরিচর্যা, শিশুদের টিকাকরণ, নানা রোগের প্রতিষেধক প্রদানের মতো নিয়মিত পরিষেবা তো রয়েইছে। বাড়তি হিসেবে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার রোগীরা তাঁদের বাড়ির আশপাশের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৮৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগ আগেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবার যে ৭টিকে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকের ৫টি ও রাজগঞ্জ ব্লকের ২টি। মালদার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকে ১৭টি, দুই নম্বর ব্লকে ১৩টি, তিন নম্বর ব্লকে ১৭টি, মালদা (পুরাতন) ব্লকে ৬টি, মানিকচক ব্লকে ১২টি, রতুয়া এক নম্বর ব্লকে ১৬টি, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের তালিকায় রয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৫টি, সিতাইয়ে ৫, শীতলকুচিতে ২, তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ১১টি ও দুই নম্বর ব্লকে ১টি রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকে ২টি, জিটিএ এলাকার সুকনায় ১টি, রংলি রংলিয়টে ২টি, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ৯টি, হেমতাবাদে ১টি, ইসলামপুরে ১৭টি, ইটাহারে ১২টি, কালিয়াগঞ্জে ১টি, করণদিঘি ব্লকের ২৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও সংস্কার করা হবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা। -ফাইল চিত্র

উন্নীতকরণের তালিকায়

- কোচবিহারে ২৪টি
- দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি
- জিটিএ-তে ৩টি
- জলপাইগুড়িতে ৭টি
- মালদায় ৯২টি
- উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি

দু'বছর ধরে বিচারের আশায় বর্মন পরিবার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যেন চোখের পলকে দুবছর অতিক্রান্ত। ২০২৩ সালের এই দিনের অভিশপ্ত রাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নিরাপরাধ মৃত্যুঞ্জয়। আজও সেই মৃত্যুর বিচার চেয়ে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী। স্বামীকে হারিয়ে দুই বছর পরেও গৌরীর কানে সেদিনের গুলির আওয়াজ বাজে। চকোলেটের বায়না আর করে না মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট ছেলে। রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারের চোখের জল আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কে এভাবে হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি তাঁর পরিজনদের কাছে।

রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। যন্ত্রণভরা গলায় বৃদ্ধের অভিযোগ, 'ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তের নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। কই অভিযুক্ত তো গ্রেপ্তার হল না। মামলার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে পারছি না। কবে কি ছেলেটো আমার বিচার পাবে না?'

এই মুহূর্তে বিধানসভার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কক্ষে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী গৌরী। তবে, ছেলের লেখাপড়ার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ক্লেশভরা কণ্ঠে জানালেন, 'সবই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচার উনি করবেন।' এদিন শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একটাই চেষ্টা থাকবে যাতে, মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার সঠিক বিচার পায়।' উল্লেখ্য, দুবছর আগে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। সেসময় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা কালিয়াগঞ্জ থানায় ভাঙচুর চালায়। অগ্নি সংযোগ করে। একাধিক পুলিশ জনতার মারের শিকার হন। তারপর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। সেসময় গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারের আশায় এখনও দিন গুনছে বর্মন পরিবার।

পর্যটক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের রবিবার উদ্ধার করা হল। এদিন গুরুদোংমার, ডোংখা পাস হয়ে পর্যটকদের পৌঁছে দেওয়া হয় চুংথাংয়ে। সেখান থেকে সাংকালান হয়ে মংগন পৌঁছায় পর্যটকদের ১২৮টি ছোট গাড়ি। মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে প্রায় ছ'শো পর্যটককে এদিন গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে চুংথাং-লাচুং এবং চুংথাং-লাচেন সড়কের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। লাচেন এবং লাচুং মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত উত্তর সিকিমে বেড়াতে যাওয়া সমস্ত পর্যটককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে সিকিম প্রশাসন। এদিকে, এখনও সড়কের পরিস্থিতি অনুকূল নয়। তাই পারমিট ইস্যু বন্ধ রাখা হয়েছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী টিটি ভুটিয়া জানান, 'রাস্তার মেরামত শেষ হলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। তার পর পারমিট ইস্যুর বিষয়টি নিয়ে ভাবা হবে।'

বিকল্প জীবিকার খোঁজ

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : দুয়ারে সরকার নয়, দুয়ারে র‍্যাশনও নয়। এ হল দুয়ারে কাজ। তবে তার সঙ্গে সরকারি উদ্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। আর ঘরের কাছে কাজ মেলায় বদলে যাচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাপনের ছবিটাই। কাজের খোঁজে আর বারমুখী হতে হচ্ছে না। সেইসঙ্গে কাজ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, আর সেই অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগও কমেছে।

কিন্তু হঠাৎ এই বদল এল কীভাবে? ইস্টার্ন বাইপাসের ব্যবসায়িক অগ্রগতিই বদলে দিয়েছে আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাজের মানচিত্র। মূলত শ্রমিক শ্রেণির বসবাস বাইপাস সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। একসময় এখানকার বাসিন্দাদের কাজের খোঁজে কখনও ভিনজেলায় আবার কখনও বাইরের রাজ্যে যেতে হত। তবে গত কয়েক বছরে ইস্টার্ন বাইপাসজুড়ে গড়ে ওঠা কাঠ ও স্টিলের ব্যবসা পালটে দিচ্ছে সেই ছবিটা। বাইপাস এবং তার আশপাশের এলাকায় এইসব সামগ্রীর কারখানা ও দোকানেই এখন এলাকার বাসিন্দাদের কাজের সুযোগ জুটে যাচ্ছে। আর বাইরে ছুটতে হচ্ছে না। বাড়ির কাছাকাছি থেকেই কাজ করে উপার্জন হচ্ছে ভালোই।

এলাকার ব্যবসায়ী বুবাই রায় বলছিলেন, 'ফাটাপুকুর, তালমা, হলদিবাড়ি সহ নানা জায়গা থেকে দোকানে কাঠ আসে। তারপর আমরা কাজের বরাত দিয়ে দিই। প্রায় ৮০ শতাংশ কাজই করেন স্থানীয়রা। এতে তাঁরাও লাভবান হন আর আমাদেরও বাইরে কাজের বরাত দিতে হয় না।'

বিশেষ করে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি এলাকার বাসিন্দারা খুব উপকৃত হয়েছেন। এখানকার কাঠ ও স্টিলের দোকানগুলির কাজের বরাত পাচ্ছেন ফকদইবাড়ি, মাঝাবাড়ি ও হাতিয়াডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা। এই তিন এলাকার কয়েকশো বাসিন্দার কর্মসংস্থান হয়েছে এলাকায়। আশপাশের লোকজনও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন।

কোভিডের সময় দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিলেন ফকদইবাড়ির যতীন রায়। বদলে যাওয়া বাইপাস তাঁর ভাগ্যটাও বদলে দিয়েছে। যতীনের কথায়, 'ফিরে এসে ভাবছিলাম সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ বছর চারেক আগে বাইপাসের একটি দোকান থেকে কাজের বরাত পাই। নির্দেশমতো স্টিলের নানা জিনিস তৈরি করে দিই। এখন তো প্রায় সারাবছরই কাজ থাকে। ধীরে ধীরে আরও কাজ পাচ্ছি।'

এঁদের মধ্যে অনেকেই আগে কাজের জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করতেন। কেউ বা কবে কাজ মিলবে সেই আশায় বসে থাকতেন। তবে গত ৫-৬ বছরে সেই ছবি নাকি অনেকটাই পালটেছে বলে মত তাঁদের। কাঠের কাজ করতে করতেই সিকুল হালদার

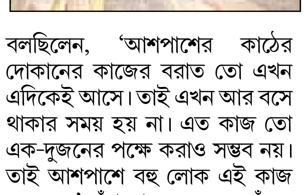

বলছিলেন, 'আশপাশের কাঠের দোকানের কাজের বরাত তো এখন এদিকেই আসে। তাই এখন আর বসে থাকার সময় হয় না। এত কাজ তো এক-দুজনের পক্ষে করাও সম্ভব নয়। তাই আশপাশে বহু লোক এই কাজ করছেন।' যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে কাঠের কাজ করতেন। আবার কেউ কাজ শিখে নিচ্ছেন।

গোপাল সূত্রধর যেমন দীর্ঘদিন ধরে কাঠের কাজের সঙ্গে যুক্ত। বলছিলেন, 'আগে কাজের জন্য দিল্লি, মুম্বই সহ অনেক জায়গায় যেতে হত। তবে এখন অত দৌড়ঝাঁপ করতে হয় না। এখানে যা কাজ পাই তাতে ভালোভাবে চলে যায়।'

স্টিলের সামগ্রীর ব্যবসা করেন রতন ভৌমিক। স্থানীয়দের দিয়ে কাজ করানোর সুবিধার কথা বললেন তিনি। রতনের কথায়, 'স্থানীয়দের দিয়ে কাজ করালে ওরাও উপকৃত হয় আর আমরাও সবসময় হাতের কাছেই কর্মীদের পাই।'

গণপিটুনি, মৃত তরুণ

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : চোর সন্দেহে এক তরুণকে ধরে এমন মারধর করল এলাকার লোকজন যে, শেষপর্যন্ত মৃত্যু হল তার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁর রামগাঁও এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অজয় গোয়ালা। যেখানে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, তারই লাগোয়া এলাকায় বাড়িভাড়া করে থাকত সে। গণপিটুনির ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অজয়ের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জয়ী বিজেপি

ধূপগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : কাজিপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। মোট ৯টি আসনের মধ্যে ৭টিতে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী এবং ২টিতে সিপিএম সমর্থিত প্রার্থী জয়ী হয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটাভুটি পর্ব মিটেছে।

বার্তা মোদির

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের হুমকির জবাবে ভারত আরব সাগরে ভারতীয় নৌসেনা ব্রহ্মোস অ্যান্টি শিপ এবং অ্যান্টি সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের মহড়া চালিয়েছে। নৌসেনা যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনওভাবে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষা করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণাও করেছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পহলগামে গিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এসেছিলেন। মোদির গলাতেও রবিবার শোনা গিয়েছে ঐক্যের কথা।

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ঐক্য আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই একতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে আমাদের আধার। আমাদের উচিত, সংকল্পবদ্ধভাবে দেশের সামনে আসা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া। আমাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, 'কাশ্মীরে যখন শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ছন্দ ফিরছিল, নির্মাণকাজে গতি আসছিল, গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছিল, পর্যটকের সংখ্যায় রেকর্ড হচ্ছিল, মানুষের আয় বাড়ছিল, তরুণদের নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশের শত্রুদের সেটা ভালো লাগেনি। জঙ্গি ও তাদের মদতদাতারা চায় কাশ্মীর যেন আবার ধ্বংস হয়। তাই এত বড় চক্রান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্বের সমর্থন ভারতের দিকে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের মানুষের মধ্যে যে আক্রোশ রয়েছে, সেটা সারাবিশ্বেই রয়েছে। এই হামলার পর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতারা আমাকে ফোন করে, চিঠি লিখে এই জঘন্য হামলার নিন্দা করেছেন।'

লাইসেন্স নিয়ে প্রশ্নে টোটোচালক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রশ্ন উঠতেই পারে, সত্যিই কি শিলিগুড়িতে প্রশাসনের নজরদারি রয়েছে? শহরে বাইক, স্কুটি, চারচাকার গাড়ির চালকদের লাইসেন্স রয়েছে কি না তা যাচাই করতে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতা আলাদা করেই চোখে পড়ে। কিন্তু শহরে দাপিয়ে বেড়ানো ই-অটো বা ই-রিকশা চালকদের যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পুলিশের কার্যত জানাই নেই। পরিবহণ দপ্তরের তরফে সেই লাইসেন্স ইস্যু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ বা তৎপরতা নেই।

শহরের রাস্তায় যাঁরা ই-অটো কিংবা ই-রিকশা চালাচ্ছেন তাঁদের অনেকের নিয়ম ভাঙার ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে। শহরের রাস্তায় ই-রিকশা কিংবা ই-অটো সবই টোটো নামেই পরিচিত। কিন্তু সেই টোটো চালানোর ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা সিংহভাগের নেই। রাস্তায় যাত্রীদের জীবনের দায়িত্ব নিয়ে যাঁদের চলতে হয়, তাঁদের সকলকে লাইসেন্সের আওতায় কেন আনা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন প্রশাসনের কর্তাদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। যানবাহন চালাতে গেলে যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পরিবহণ দপ্তর বলছে। কিন্তু কতজন ই-অটো কিংবা ই-রিকশা চালকের লাইসেন্স রয়েছে সেই তথ্য ওই দপ্তরের কাছে নেই। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস বলেন, 'ই-রিকাশ বা ই-অটো চালাতে গেলে লাইসেন্স প্রয়োজন। আমাদের কাছে লাইসেন্স-এর আবেদন করতে হয়। এখনও পর্যন্ত লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে কি না সেই তথ্য দেখে বলতে হবে।'

টোটো চালাতে গেলে যে লাইসেন্স প্রয়োজন তা পুলিশেরও কার্যত জানা নেই। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'লাইসেন্সের বিষয়টি নিয়ে আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলব। কতজনের লাইসেন্স রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। যেসব ই-অটো কিংবা ই-রিকশা নথিভুক্ত রয়েছে সেগুলি কীসের ভিত্তিতে হয়েছে, তা নিয়ে পরিবহণ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি যে টোটোগুলি শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেগুলির গতি বেশি। বিশেষ করে চারচাকার গাড়ি প্রস্তুতকারী কয়েকটি সংস্থা যেসব ই-অটো বাজারে এনেছে সেগুলি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে চলতে পারে। বিভিন্ন জায়গাতে হামেশাই টোটো দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনার দায় যে প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না, সেই দাবি শহরবাসীর অনেকেই করছেন।

শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা রেশমি সরকার হামেশাই টোটোতে চেপে কলেজে যান। তাঁর কথায়, 'টোটোচালকের যে সিংহভাগের লাইসেন্স নেই, সেটা জানা ছিল না। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টোটোচালকদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হোক।' মহাকালপল্লির বাসিন্দা সম্রাট দাস, শুভঙ্কর সাহাদের কথায়, অনেক নাবালক রয়েছে যারা টোটো চালাচ্ছে। শহরের বাইরের থেকে টোটো নিয়ে ঢুকে পড়ছে। আদৌ তারা টোটো চালাতে সক্ষম কি না সেটা দেখার কেউ নেই। রাস্তায় নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্স জরুরি।

খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত দু'বছরে নথিভুক্ত পকসো মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়েছে আদালত।

পুলিশ যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে। এই বছর কয়েকমাসে একটি ডাকাতি ও চারটি খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে পুলিশ। সময়মতো আদালত সাজাও ঘোষণা করেছে।

তবে পকসো মামলা কেন বাড়ছে, কীভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় তা নিয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক খুনের ঘটনার নমুনা সবচেয়ে বেশি আসছে মালদা ও কোচবিহার থেকে। এই দুটি জেলাতেই জনবিন্যাস মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের।

পুলিশের এক পদস্থ অফিসার জানান, সর্বত্র সামাজিক অবক্ষয় ক্রমাগত বাড়ছে। নমনীয়তা ও সহনশীলতার মতো বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে হিংসা, পারিবারিক বিবাদ।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সাধারণ মানুষের বড় অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বাড়ছে। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে সাজা দিলেই সামাজিক অবক্ষয় আটকানো যাবে না। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'পকসো মামলা উদ্বেগজনকভাবেই সর্বত্র বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয়। ৫-৭ বছরের শিশুর সঙ্গে বয়স্ক যারা যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক কাজ করছে তারা বিকৃত মানসিকতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খারাপ কিছু দেখে অনেক বয়স্ক লোকও প্রভাবিত হচ্ছে। এমন ঘটনা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরাও প্রচার করছি।'

পূর্ব সিকিমে তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রবিবার বিকেলে পূর্ব সিকিমে ফের ভারী তুষারপাত হল। রাস্তা থেকে শুরু করে বাড়িঘর, গাড়ি- সবই সাদা বরফে ঢেকে যায়। তুষারপাতের কারণে ছাঙ্গু লেকের সামনের রাস্তায় প্রায় দুশোর মতো গাড়ি আটকেছিল। তবে ভিড়ে ঠাসা সিকিমে যাতে পর্যটকদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রশাসন দ্রুত বরফ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। ফলে সকালের দিকে তাপমাত্রা মনোরম থাকলেও দুপুরের পর নামতে শুরু করে।

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা

প্রথম পাতার পর

তারা বাণিজ্য বন্ধ করায় সেই আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে জীবনদায়ী ওষুধের প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাক আধিকারিকরা।

বিকল্প হিসাবে কানাডা, চিন ও ইউরোপ থেকে ইসলামাবাদ ওষুধ আমদানির পরিকল্পনা করলেও এর ফলে ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাকিস্তানের ওষুধ সংস্থাগুলিই এজন্য উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অস্বস্তি আরও বেড়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে বন্যা পরিস্থিতি জটিল হওয়ায়। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জল। হাত্তিয়ান বালি এলাকায় তাই লাল সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসিফকে উদ্ধৃত করে পাক সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, মুজফফরাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হাত্তিয়ান বালিতে ঝিলমের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা একাধিক গ্রামে রবিবার ভোর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে ঝিলমের জলস্তর। গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে বাসিন্দাদের সতর্ক করার পর কার্যত এক কাপড়ে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসিফের কথায়, 'আমাদের আগে কিছু জানানো হয়নি। ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব ভেসে গিয়েছে।'

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চের গবেষক ঘাশারিব শওকত বলেন, 'ভারতের পদক্ষেপের ফলে এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। অথচ এই মুহূর্তে আমাদের কোনও বিকল্প নেই। সিন্ধু চুক্তির আওতায় থাকা নদীগুলির ওপর শুধু পাকিস্তানের কৃষি নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কোটি কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে।' ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এমন সমস্যা আর হয়নি।স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে। দেশের অর্থনীতিবিদ ভাকার আহমেদের মতে, ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেনি পাকিস্তান। বন্যার সময় সিন্ধুতে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামো এখনও ভারত তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তি না থাকায় ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাহত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও। সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরগুলিতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

স্নানে নেমে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় বাসিন্দারাই তড়িঘড়ি নদী থেকে ঋত্বিককে উদ্ধার করেন। তখনও ঋত্বিক বেঁচে ছিল। কিন্তু সেসময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও গাড়ি বা অ্যাম্বুল্যান্স আশপাশে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেকারণে টোটো ডেকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, ঋত্বিক আর বেঁচে নেই। ময়নাগুড়ি শহিদগড় উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ঋত্বিকের আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল তার মা ও বাবা। খবর পেয়ে ঋত্বিকের আত্মীয়পরিজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা হাসপাতালে যান। হাসপাতালে যান ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় সহ অন্য কাউন্সিলাররা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর এদিন সন্ধ্যায় দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঋত্বিকের মা ছবি রায় বলেন, 'সকালে নদীতে যাওয়ার জন্য নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ও কথা না শুনে নজর এড়িয়ে নদীতে স্নান করতে চলে গিয়েছিল।' ঋত্বিকের বাবা শক্তিধর রায়ের বক্তব্য, 'অনেক কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করছিলাম। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে এক নিমেষে আমাদের জীবন বদলে গেল।'

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই

প্রথম পাতার পর

বিচার ব্যবস্থা- কত ধরনের রক্ষাকবচ কোনওকিছুই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমষ্টিগত হানাহানি বন্ধ করাতে পারেনি। এটা এক নিষ্ঠুর সত্য। ২০০3 সালে প্রকাশিত পল ব্রাসের লেখা 'দ্য প্রোডাকশন অফ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার-এর অসামান্য লেখা- 'স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : একটি বিস্তৃত বিবরণ'; দুটো বইয়ের ছত্রে ছত্রে দাঙ্গার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। বইগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের অসহায়তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সহিংসতার আবহে সামগ্রিকভাবে গোটা উত্তরবঙ্গ এক ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষয়টিকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার সঙ্গে যেন মেলানো যায় না। ৫০০ বছর ধরে চলা স্বাধীন কোচবিহার রাজ-শাসনের সময় সেইভাবে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস চোখে দূরবিন দিয়ে দেখতে হবে। ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশজুড়ে যেখানে ২৯০০টি দাঙ্গার ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেখানে উত্তরবঙ্গের অবদান বলতে গেলে শূন্য।

বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঙ্গা থাবা বসাতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশিষ্টতা নিয়ে উত্তরবঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার মধ্যে 'ধর্ম' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতামাতি, উন্মাদনা, আবেগ থাকলেও এর প্রকাশের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে সেই ধরনের মৌল উগ্রতা নজরে আসেনি। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদ পর্যায়েও উত্তরবঙ্গ সেই অনুপাতে শান্তই ছিল।

ঠিক কী কারণে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সহিষ্ণুতা, তার প্রকৃত সামাজিক কারণ সম্পর্কে সমাজবিদরাই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে পারবেন। তবে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পরম্পরার মধ্যে আবহমানকাল ধরে এক বহুত্ববাদের চর্চা বিরাজমান যা ভারতের অন্যস্থানে বলতে গেলে নেই। গোটা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এখনও নজরে পড়ে।

যারজন্য এই অঞ্চলে এখনও প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেনি। যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করলে উত্তরবঙ্গের এই সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান যে কোনও দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ইংরেজ শাসনকালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগানের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের এখানে বসবাস, তার মধ্য দিয়ে যে জীবনশৈলী এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার শিকড় অনেক গভীরে। ধর্ম ও তার থেকে সৃষ্ট আবেগ এই সম্প্রীতির বন্ধনটাকে নষ্ট করতে পারেনি। যে ধরনের সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা সকলের অজান্তেই এই ভৌগোলিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেই বোধ উত্তরের সমাজজীবনে ধর্মকে রক্তক্ষয় করতে বাধা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লাখো লাখো জনজাতি তথা মূল নিবাসীর প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা ও তাঁর সহজ-সরল উপাসনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদী ঐকতান সৃষ্টি করেছে। যার আবহ এখনও সক্রিয় বলে ধর্মের নামে এখানে রক্তক্ষরণ কম। ঘৃণা, বিভেদ, ধর্মীয় হিংসা, উগ্রতা এখানে কম।

এই কম থাকাটাই সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় হানাহানিকে বারবার রুখে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমাজের প্রচ্ছন্ন এই ঐক্যের বাতাবরণকে ভেঙে ফেলবার চক্রান্ত যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে তিস্তা-তোর্ষা, কালজানি, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা, কুলিক, আত্রেয়ী পারের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবহমানকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতা বিভেদের আগুনকে রুখবেই রুখবে।

অবাধে দখলদারি

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে, তার কাছাকাছি জমিও বেদখল হয়ে রয়েছে।

সরকারি বিভিন্ন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে। মোহিতনগর এলাকায় ওয়াকফ এস্টেটের ৫০০ বিঘা জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে চা বাগান। সবচেয়ে বেশি জমি দখল হয়ে গিয়েছে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখানকার চৌরঙ্গি এলাকা, প্রধানপাড়ায় এস্টেটের জমিতে চাষাবাদ চলছে, বাড়িঘর পর্যন্ত বানানো হয়েছে।

মালবাজারে তো ১৪০০ বিঘা জমি দখল করে বড় চা বাগান বানানো হয়েছিল। যারমধ্যে ৭০০ বিঘারও বেশি জমি পুনরুদ্ধার করেছে বোর্ড ও সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট।

বর্তমানে লুৎফর রহমান ও মুস্তাফিজুর রহমান এই দুজন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালি। ১৯২৬ সালে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট গঠন করা হয়। লুৎফরের অভিযোগ, 'দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।'

মোতোয়ালি লুৎফর আরও বলেন, 'সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি পুনরুদ্ধার করে আমাদের ভোগদখল করার ইচ্ছা নেই। আমাদের পরিকল্পনা হল, সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হোক। সেখানে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা হোক। অবশ্যই সেখানে গরিব মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে।'

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড একমাত্র সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমির পূর্ণাঙ্গ হিসেব ঘোষণা করেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে আরেক মোতোয়ালি মুস্তাফিজুর বলেন, 'জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে ওয়াকফ বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

পিচ বুঝি না বলে দেয় যুযিভাই প্রিয়াংশ

সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানাদের দারুণভাবে সামলে নজর কেড়েছেন প্রিয়াংশ আর্য।

সম্পদ প্রভসিমরান, একসুর যুবি-রিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অর্শদীপ সিং, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় দলে কি পা রাখা আরও এক তারকা? শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রেখে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং ব্যাটার প্রভসিমরান।

অতীতে শুভমান, অভিষেককে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, দুইজনেই ভারতীয় দলে খেলবেন। সেই যুবরাজের মুখে প্রভসিমরানকে নিয়ে প্রশস্তি। একই সুরে দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হয়ে উঠবে টিম প্রীতি জিন্টার এই ওপেনার।

হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের কাছেও প্রভসিমরান হল রত্ন। ইডেন ম্যাচের আগেই যা নাকি বলেছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেনকে। কিংবদন্তি অজি ওপেনার জানান, আইপিএলের আগে রিকি পন্টিংই তাঁকে বলেন, দলে একজন রত্ন পেয়েছেন। কাউকে নিয়ে এরকম কথা সাধারণত বলে না রিকি। কিন্তু প্রভসিমরানের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, বলার সময় রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচেই ঐতিহাসিক ইডেনে সেই প্রশংসার প্রমাণ প্রভসিমরানের ব্যাটে। কিছুটা মন্থর পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তিশালী বোলিংকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন ৮৩ রানের ইনিংসে। প্রভসিমরান যদি হয় নায়ক, তবে

> যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।
>
> **প্রিয়াংশ আর্য**

দোসর তাঁর ওপেনিং পার্টনার প্রিয়াংশ আর্য। নিজের যে ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালকে!

প্রিয়াংশের সাফ কথা, পিচের আচরণ কী হতে পারে, এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। এই ব্যাপারে যুযিভাই তার 'গুরু'। যুযবেন্দ্র চাহালই তাঁকে ইডেন পিচের হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত করেন। সেইমাফিক ব্যাটিং পরিকল্পনা এবং সুফল।

ইডেন দ্বৈরথ শেষে প্রিয়াংশ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যুযিভাইয়া আমাকে এসে পিচ কীরকম আচরণ করবে, তা বুঝিয়ে দেয়। যা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, আমি পিচ বোঝার ব্যাপারে এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

চাহালের পিচ-রিপোর্ট কী ছিল, সেটাও তুলে ধরেন প্রিয়াংশ। ৯ ম্যাচে ৩২৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে নবম স্থানে উঠে আসা বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।'

পন্টিংও জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা আদর্শ উইকেট ছিল না ইডেনে। তাই পাওয়ার প্লে-তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগে জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নাইট স্পিন-চ্যালেঞ্জ সামলানোকে অগ্রাধিকার দেন। পন্টিং বলে দিয়েছিলেন, ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে টপ অর্ডারকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। হেডস্যারের সেই অঙ্ক মেলানোর কাজটা ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে সেরে দেন প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ।

ভেঙ্কিকে ওপেনিংয়ে চাইছেন কুম্বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : 'রোগ'টা সবারই জানা। রোগের পথ্যও অজানা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে সেই ওষুধের প্রয়োগটা কীভাবে হবে, সেটা অজানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

আর অজানা বলেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে এখনও দিশাহীন ক্রিকেট খেলে চলেছে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম একাদশের সঠিক কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ও বিতর্ক। দলের ব্যাটারদের ছন্দ বলে কিছু নেই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের কুড়ির ক্রিকেটের মঞ্চে টেস্টের ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে।

গতরাতে ইডেন গার্ডেন্সে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্টির কথা রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দলের অন্যতম জোরে বোলার বৈভব অরোরা। তাঁর কথাতেই প্রমাণ, নাইটদের অন্দরে ক্রিকেটীয় আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। এমন মনোভাব নিয়েই আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। সেই ম্যাচে আবার প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক নাইটদের সংসারে কাঁটা হিসেবে হাজির হতে চলেছেন। শেষ মরশুমে স্টার্কের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছাড়া ট্রফি জয় সম্ভব ছিল না কেকেআরের। সেই স্টার্ক মঙ্গলবারের ম্যাচে বল হাতে বিপক্ষ শিবিরের ভরসা হিসেবে নামবেন মাঠে।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নাইটরা সফল হতে পারেন, আজ তার দিশা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে নাইটদের সাফল্যের দাওয়াই দিয়ে জানিয়েছেন, ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো হোক। ভেঙ্কি সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কেকেআর ইনিংসের শুরুটা করুক। ভেঙ্কির মতো ব্যাটার শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারলে নাইটদের অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করছেন কুম্বলে। তাঁর কথায়, 'চলতি মরশুমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই ঠিক করতে পারেনি। আমার মনে হয়, নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো উচিত। আর অবশ্যই স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার লুভনিথ সিসোদিয়াকে খেলানো উচিত। ও দুর্দান্ত প্রতিভা।'

কুম্বলের পরামর্শ কেকেআর

সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ওপেনিংয়ে চান অনিল কুম্বলে।

দিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা

টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে নেবে, বাস্তবে এমন পরামর্শ কাজে লাগানোর কথা ভাববে কিনা- মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই স্বস্তিতে নেই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতরাতের ইডেনে প্রথম একাদশে জোড়া বদল হয়েছিল। চেতন সাকারিয়া ও রোভমান পাওয়েলরা খেলেছিলেন প্রথম একাদশে। চেতনকে বল হাতে দেখা গেলেও বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে রোভমানের ব্যাটিং দেখা হয়নি ক্রিকেটমহলের। তাই দলের প্রথম একাদশের জোড়া বদল বাস্তবে কতটা কার্যকরী ছিল, সেটাও বোঝা যায়নি।

কালবৈশাখীর প্রভাবে রাতের ইডেনে পাঞ্জাবের ২০২ রানের চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটাররা কীভাবে সামলাতেন, সেটাও আর জানা যাবে না। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বৈভব অরোরার কথা শুনে অবাক ক্রিকেটমহল। বৈভব বলেছিলেন, 'কোনও পয়েন্ট না পাওয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট পাওয়া ভালো।' তারকাখচিত একটা চ্যাম্পিয়ন দলের সেরা বোলারের যদি এমন মনোভাব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে খেলা হলে ম্যাচ হারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কেকেআর। আসলে নয়টি ম্যাচ খেলে ফেলার পরও এখনও দলের কম্বিনেশনটাই তৈরি করতে পারেননি অধিনায়ক রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কেকেআরকে।

আজ হারলেই বিদায় দ্রাবিড় ব্রিগেডের

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'বিদায় ঘণ্টা' কার্যত বেজে গিয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়, শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা হার। যদিও অঙ্কের নিরিখে এখনও 'বিদায়' বলা যাচ্ছে না। যে অঙ্কে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের।

প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে হাফ ডজন জয়ে ইতিমধ্যেই ১২ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার নড়বড়ে প্রতিপক্ষ রাজস্থানের 'বিদায়' নিশ্চিত করে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর শুভমান গিলরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনকে সম্ভবত পাচ্ছে না রাজস্থান। রিয়ান পরাগই শুভমানের সঙ্গে টস করতে নামবেন। তবে শুধু সঞ্জু নয়, রাজস্থানের সমস্যার তালিকা রীতিমতো লম্বা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ফিকে গোলাপি ব্রিগেড।

৫ এপ্রিল শেষ জয় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। তারপর গত পাঁচ

> **আইপিএলে আজ**
>
> **রাজস্থান রয়্যালস**
> **বনাম**
> **গুজরাট টাইটান্স**
>
> **সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : জয়পুর**
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ম্যাচে টানা হার। এরমধ্যে একাধিক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হয়েছে। যে হারের পিছনে কেউ কেউ বেটিংয়ের গন্ধও পেয়েছেন।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে, ব্যর্থতা, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হাল। যে ক্ষতে মলম লাগাতে বাকি পাঁচ ম্যাচে জয় দরকার রাজস্থানের। তারপর বাকি দলগুলির ফলাফল, একঝাঁক অঙ্ক মেলানোর প্রার্থনা। তবে হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ের মূল চ্যালেঞ্জ দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরানো।

যশস্বী জয়সওয়াল গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু থেকে রিয়ান-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানা, ধ্রুব জুরেলরাও মাঝারিয়ানায় আটকে। বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারকে সরিয়ে রাখলে বাকি ছবিটা হতাশার।

উলটো দিকে, টগবগিয়ে ছুটছে গুজরাট। শুভমান, বি সাই সুদর্শনদের সঙ্গে যে দৌড়ে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন স্বয়ং রাজস্থানের প্রাক্তন তারকা জস বাটলার। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে বাটলার নামবেন চেনা সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরাতে।

শুভমান-সুদর্শনরা তো প্রতি ম্যাচে বোঝাচ্ছেন টি২০ মানে শুধু আড়া ব্যাটে চালানো নয়। সোজা ব্যাটে, ক্রিকেটীয় শটেও রং ছড়ানো সম্ভব। বাটলার সেখানে ফিনিশারের ভূমিকা। বাটলারদের সংগত দিচ্ছে বোলিং ব্রিগেডও। নেতৃত্বে প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বুড়োঘোড়া ইশান্ত শর্মা। আছেন ছন্দে ফেরা রশিদ খান। যে চ্যালেঞ্জের সামনে রাজস্থান টিকে থাকবে নাকি চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে আগামীকালই ছুটি হবে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকো জিতে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

জয়সূচক গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস জুলেস কুন্দের।

সেভিয়া, ২৭ এপ্রিল : রইল বাকি দুই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপ ডেল রে-এর শিরোপা ঘরে তুলল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অঘটন না ঘটলে লা লিগার শিরোপাটাও আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও আর মাত্র তিনটি ম্যাচে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। ত্রিমুকুট জয়ের দৌড়ে থাকা এই বার্সেলোনাকে থামাবে কে? শনিবার ফাইনালে পিছিয়ে পড়ার পরেও দলটা যেভাবে প্রত্যাবর্তন করল তাতে আরও জোরালো হল এই প্রশ্নটা।

২৮ মিনিটে পেড্রির গোল। প্রথমার্ধটা দেখার পর মনে হয়েছিল বিগত দুই এল ক্লাসিকোর মতোই একপেশেভাবে ম্যাচটা জিতে নেবে বার্সা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর ধার বাড়ে রিয়ালের আক্রমণে। তারই প্রতিফলন

থ্রিলারের রাতে তিন লাল কার্ড রিয়ালের

সাত মিনিটে দুইটি গোল। ৭০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের এগিয়ে দেন এমবাপে। পরেরটি অরলিয়েন চৌয়ামেনির। তবুও নাছোড় বার্সা গোলশোধ করল ৮৪ মিনিটে। কাতালান জায়েন্টদের হয়ে গোল ফেরান টোরেসের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ২-২। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৫ মিনিট পেরোতেই টাইব্রেকারের প্রহর গোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক পরই রিয়ালকে মোচড়টা দিল ফ্লিকের বার্সেলোনা। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে জুলেস কুন্দের শট জালে ঢুকতেই উৎসব শুরু বার্সেলোনা শিবিরে।

শেষলগ্নে আরও উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি। ম্যাচের আগেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়েক আগে ফ্রি কিক না পাওয়ার ক্ষোভে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে রেফারির দিকে তেড়ে যান রিয়ালের অ্যান্টোনিও রুডিগার। পরের মুহূর্তেই রেফারির উদ্দেশে কিছু ছুড়ে মারা হয়। কে মেরেছেন তা বোঝা না গেলেও রুডিগারকেই লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর লাল কার্ড দেখেন লুকাস ভাস্কুয়েজ ও জুডে বেলিংহামও।

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতলেও বার্সেলোনা কোচ হিসাবে এটাই ফ্লিকের প্রথম বড় কোনও খেতাব জয়। সেখানে এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে ট্রফি জয়ের এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির সামনে। মাদ্রিদের ক্লাবটি থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। ফলে তাঁর ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল।

কোপা ডেল রে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার। সেভিয়ায় শনিবার রাতে।

আই লিগ ঘিরে 'নাটক' অব্যাহত

ক্যাসের স্থগিতাদেশ, তবুও ট্রফি পেল চার্চিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আই লিগ ঘিরে নাটকের পর নাটক। একদিকে ইন্টার কাশী যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছে তখন তড়িঘড়ি ট্রফি তুলে দেওয়া হল চার্চিল ব্রাদার্সের হাতে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর ১৮ এপ্রিল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চার্চিলের নাম ঘোষণা করে ফেডারেশনের আপিল কমিটি। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোর্ট অফ অরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস অর্থাৎ ক্যাসে মামলা করে ইন্টার কাশী। সেই আদালতই এবার এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করল। বলা হয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চিলের হাতে খেতাব তুলে দেওয়া যাবে না। যদিও রবিবার দুপুরেই গোয়ায় এক অনুষ্ঠান করে চার্চিলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ফেডারেশনের দাবি, ওই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্যাসের নির্দেশ তাদের হাতে এসেছে।

এদিকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ফেডারেশন, চার্চিল ব্রাদার্স ও নামধারি এফসি-র বক্তব্য জানতে চেয়েছে ক্যাস। তারপরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের এই ঘোষণার পর ইন্টার কাশীর তরফে দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যাসের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। নিরপেক্ষ রায়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল : ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল তারা। এদিন পহলগাম হামলার প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার হাসিনী পেরেরা ৩০ রান করেন। স্নেহ রানা ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দীপ্তি শর্মা ও নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারানি ২টি করে উইকেট পান। এদিন কাশভি গৌতম ও শ্রী চারানির জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৫০ ও হার্লিন দেওল ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৪৩ রান।

চাপ না নিতে সালাউদ্দিনকে পরামর্শ সাহাল-আশিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : জুনিয়ার দলের পারফরমেন্সে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়া। ম্যাচ সহজ নয় জেনেও সবুজ-মেরুন শিবিরে মানসিকতার কোনও বদল নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর নিজের ফুটবলারদের মানসিকতাকে দোষারোপ করেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ ডেভিড কাটালা। আর ঠিক এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় অস্ত্র বাস্তব রায়ের। দাদাদের দেখানো পথেই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে বাজিমাত বাগানের রিজার্ভ দলের। এমনিতেও হেড কোচ মোলিনার পরিকল্পনারই সফল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বাস্তব। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র রেখে প্রতিপক্ষের অমনোযোগের সুযোগ নেওয়া। সঙ্গে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা। ম্যাচের পর আশিক কুরুনিয়ান বলেও দেন, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ট্রফি জয়। আমরা ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে স্নায়ুর চাপে ভুগি না। বরং আমাদের মাথায় থাকে যে, ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। এটাই গোটা দলের মানসিকতা।' বড়দের দেখে দেখে এই মানসিকতা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস-সৌরভ ভানওয়ালা-সালাউদ্দিন আদনানরা।

শনিবার কেরালার বিপক্ষে তিন কেরালাইট এবং এক কাশ্মীরির সম্মিলিত আক্রমণেই শেষ নোয়া সাদাউরা। দুই সিনিয়ার সাহাল আব্দুল সামাদ ও কুরুনিয়ান গোটা ম্যাচে যেন দারুণভাবে পাশে থেকে পথ দেখালেন সুহেল আহমেদ বাট ও সালাউদ্দিনকে। এঁদের মধ্যে সুহেল অবশ্য গত মরশুম থেকেই সিনিয়ার দলে খেলছেন। কিন্তু এবারই রিজার্ভ দল থেকে সুপার কাপের জন্যই দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সালাউদ্দিনকে দেখে মুগ্ধ বিশেষজ্ঞরা। সাহালকে দিয়ে শুধু গোল করানোই নয়, ক্রমাগত ঝামেলায় ফেলেছেন কেরালা ডিফেন্সকে। অল্পের জন্য গোল পাননি। তাঁর সম্পর্কে

মৃতদের গোল উৎসর্গ সুহেলের

সাহালের মন্তব্য, 'কী বলব, খুবই উচ্চমানের পারফরমেন্স সালাউদ্দিনের। এরকম জুনিয়ারদের পাশে থাকতে হবে আমাদের। ওদের পাশে আমরা আছি। সত্যিই খুব খুশি যে ওর কাছ থেকে ফাইনাল টাচটা এসেছে। একটাই কথা বলব, কোনও চাপ না নিয়ে এগিয়ে চলো।' আশিকও বললেন, 'সালাউদ্দিন এর থেকেও ভালো খেলতে পারে। পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' মোহনবাগানের প্রতিটি পজিশনে দুইজন কী তিনজন রাখার ভাবনা থাকেই। এতদিন রাইট উইংয়ে মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আইএসএলের শেষদিকেই মনবীরের চোটের সময়ে সাহাল ও পরে লিস্টন কোলাসোকে দিয়ে ওই জায়গায় কোনওক্রমে কাজ চালাতে হয় মোলিনাকে। হয়তো সালাউদ্দিন শেষপর্যন্ত মনবীরের সত্যিকারের পরিবর্তই হয়ে উঠতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই ম্যাচে।

আরেক জুনিয়ার সুহেল আবার তাঁর গোল উৎসর্গ করেন পহলগামে মৃত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'সেইসব মানুষের প্রতি যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণ হারালেন, এই গোল তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রথমবার মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি নুনো রিজও। যদিও সেভাবে পরীক্ষিত হননি। তাছাড়া দীপেন্দু এবং ধীরাজ সিং মৈরাংথেম অসাধারণ খেলেন এই ম্যাচে। আর জুনিয়ার ফুটবলারদের এই পারফরমেন্সে খুশি মোলিনাও। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, এই কথা নিজেই জানিয়েছেন বাস্তব। নিশ্চিতভাবেই সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মোকাবিলা করতে স্প্যানিশ কোচের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নিয়েই এবার সেমিফাইনালের জন্য দলকে তৈরি করবেন তিনি এবং দেগি কার্ডোজো।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

প্রয়াত প্রাক্তন ব্রাজিল তারকা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ এপ্রিল : প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা জের ডা কোস্টা শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ডা কোস্টা কেরিয়ারের একটা বড় সময় খেলেছিলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান ক্লাবটির ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমানে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ফাইনালে তিনি গোল করেছিলেন। এছাড়াও ইন্টারের হয়ে চারটি সিরি আ খেতাব জিতেছেন কোস্টা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন কোস্টা। যদিও একটা ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। কোস্টার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

বুমরাহ-বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই

এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ফুটছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে রবিবার।

ব্যর্থ ঋষভ, ফিরলেন মায়াঙ্ক

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২১৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬১

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল : কেউ হতে চায় 'মহিলা ক্রিকেটের' জসপ্রীত বুমরাহ। কেউ বা রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মিলিয়েই খুশি। মুম্বইয়ের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা খুদে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বিশেষ উদ্যোগ। মাঠে হাজির ১৯ হাজার এমনই সব খুদের দল। গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সি। হাতে পতাকা। দুই চোখে আগামীর স্বপ্ন। যাদের উপস্থিতিতে লখনউ সুপার জায়েন্টস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে গ্যালারির চেহারা বদলে গেল।

হাজারো খুদে সমর্থকদের হতাশ করেননি হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডও। প্রথম পাঁচে মাত্র ১টা জয়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শুরুতেই বাতিলের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকেই। সেখান থেকেই শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়! দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (দুইবার) পর আজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউও উড়ে গেল মুম্বইয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন স্ক্রিপ্টের সামনে।

মুম্বইয়ের ২১৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা লখনউ ১৬১-তেই গুটিয়ে যায়। ৫৪ রানের বড় জয়ের হাত ধরে পাঁচ থেকে একলাফে দ্বিতীয় স্থানে (দিল্লি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) মুম্বই (১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট)। ঋষভ পন্থের লখনউ সেখানে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে।

জয়ের মঞ্চ গড়েন ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৩২ বলে ৫৮), সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৫৪)। এদিনের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অরেঞ্জ ক্যাপও সূর্যের মাথায়। রোহিত (১২) বড় রান না পেলেও রিংটোন সেট করে দেন মায়াঙ্ক যাদবকে মারা জোড়া ছক্কায়। ডেথ ওভারে নমন ধীর (২০) ও নবাগত করবিন বশ (২০) কার্যকর ইনিংসের হাত ধরে দুশো পার মুম্বই।

মুম্বই ইনিংসের সময় সবার চোখ ছিল মায়াঙ্কের দিকে। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। প্রত্যাবর্তনে দেড়শো কিলোমিটার গতি এদিন দেখা না গেলেও জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন মায়াঙ্ক (৪০/২)। আবেশ খানও দুই উইকেট নেন। তবে কমজোরি এবং অনভিজ্ঞ বোলিং যে মাথাব্যথার কারণ লখনউয়ের, তা এদিনের দুপুরের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে পরিষ্কার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট

উইকেট	বোলার
১৭৪	জসপ্রীত বুমরাহ
১৭০	লাসিথ মালিঙ্গা
১২৭	হরভজন সিং
৭১	মিচেল ম্যাক্লানাঘান
৬৯	কায়রন পোলার্ড

মুম্বইয়ের বিজয়রথ থামাতে হলে ২১৬ দরকার ছিল ঋভভদের। বদলে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের যুগলবন্দির ধাক্কায় শুরু থেকে ব্যাকফুটে লখনউ। দুজনের মিলিত সংগ্রহ ৪২ রানে ৭ উইকেট। বুমরাহর ঝোলায় চার, বোল্টের তিন। এরপর লখনউই জিতবে আশা করা বাড়াবাড়ি। আজকের পারফরমেন্সের সুবাদে লসিথ মালিঙ্গাকে (১৭০ উইকেট) পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়লেন বুমরাহ। টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য সপ্তম ওভারে উইল জ্যাকসের জোড়া শিকার। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। আইডেন মার্করাম (৯) ফেরার পর ক্রিজে জমে যাওয়া মিচেল মার্শ (৩৪)। সঙ্গী নিকোলাস পুরান (২৭)। কিন্তু জ্যাকসের জোড়া ঝটকায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথমে ফেরেন পুরান। তারপর ঋষভ (৪)। যার সুবাদে ম্যাচের সেরার সম্মানও জ্যাকসের।

ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারেন ঋষভ। পরের বলে দুঃসাহসী রিভার্স সুইপে উইকেট উপহার। মাথার ওপর চাপটা আরও বাড়িয়ে ডাগআউটে ফেরা। যেখানে বসে থাকা টিম মেন্টর জাহির খানের গুরুগম্ভীর চোখ-মুখে অধিনায়ক ঋষভকে হতাশার প্রতিফলন।

বাকি সময়ে প্রতিরোধ বদলে আয়ুষ বাদোনি (৩৫) ও আব্দুল সামাদের (২৪) ইনিংস। নিটফল, ১৬১ রানে লখনউকে গুটিয়ে দিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয় মুম্বইয়ের। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ তো ষষ্ঠ খেতাবের গন্ধও পাচ্ছেন।

ক্রুণালের দাপটে শীর্ষে আরসিবি

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬২/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৬৫/৪ (১৮.৩ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : রাজধানীতে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ অনেকের কাছেই হয়ে গিয়েছিল লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলির দ্বৈরথ। যেখানে দুই মহাতারকাই রান পেলেও ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচের ভবিষ্যৎ গড়ে দিলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৮/১ ও ৪৭ বলে অপরাজিত ৭৩)। দিল্লির বিরুদ্ধে রবিবার ৬ উইকেটে জয়ের সুবাদে আরসিবি এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে টানা ছয় জয় পেয়ে গেল। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে উঠে এসেছে।

এদিন দিল্লিকে প্রথম ধাক্কা দেন জোশ হ্যাজেলউড (৩৬/২)। নিজের প্রথম ওভারে হ্যাজেলউড তুলে নেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (১১ বলে ২৮)। আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত অভিষেক আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন। চোট সারিয়ে এদিন ফিরেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি (২২)। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলও (১৫) হ্যাজেলউডের শিকার হন। এদিন চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন জোশ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হাসি কেড়ে নেওয়া লোকেশ (৪১) একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুণাল, সুযশ শর্মাদের (২২/০) স্পিনের সামনে লোকেশ রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস (১৮ বলে ৩৪)।

ফিরতি স্পেলে দিল্লিকে আরও কোণঠাসা করে দেন ভুবনেশ্বর কুমার (৩৩/৩)। ১৭ তম ওভারে এসে দ্বিতীয় বলে তিনি ফিরিয়ে দেন রাহুলকে। তিন বল বাদে ভুবি পেয়ে যান আশুতোষ শর্মাকে (২)। এখানেই ১৮০-১৯০ স্কোরের আশা শেষ হয়ে যায় দিল্লির। ২০ নম্বর ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করে স্টাবসকে ফিরিয়ে দেন ভুবি। দিল্লি থামে ১৬২/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে অক্ষরের (১৯/২) জোড়া ধাক্কায় চাপে পড়ে যায় আরসিবি-ও। জ্বরের জন্য এদিন নামতে পারেননি বেঙ্গালুরুর ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বদলে অভিষেক হয় জেকব বেথেলের। কিন্তু আইপিএল জার্নির শুরুটা ভালো হল না বেথেলের (১২)। দ্রুত ফিরে যান রজত পাতিদারও (৬)। চাপের মুখেই বিরাটকে (৫১) নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ১১৯ রানের জুটি গড়েন ক্রুণাল। বিরাট ফেরার পর টিম ডেভিড ৫ বলে ১৯ রান করে ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৫ রানে পৌঁছে দেন বেঙ্গালুরুকে।

অর্ধশতরানের পর ক্রুণাল পান্ডিয়া। নয়াদিল্লিতে।

গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি

গ্রেপ্তার হলেন গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর ভারত বদলা নেবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপরই তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল ভারতীয় দলের কোচের অভিযোগ দায়েরের তিনদিনের মাথায় হুমকি দেওয়া ব্যক্তিটিকে দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলল। দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গম্ভীরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গুজরাটের ২১ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিগনেশ সিং পারমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জিগনেশের পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। দিল্লি পুলিশ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

২২ এপ্রিল বিকেল ও সন্ধ্যায় গম্ভীর দুইটি ই-মেল পেয়েছিলেন। দুটোতেই লেখা ছিল আই কিল ইউ। হুমকি দেওয়া ব্যক্তি নিজেকে আইসিস কাশ্মীরের সদস্য বলে দাবি করেন।

জয়ী ডামডিম, তেসিমলা

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল : ইয়ং বয়েজ ক্লাবের এপিএল ক্রিকেটে রবিবার ডামডিম ৫ উইকেটে জলঢাকা ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। প্রথমে জলঢাকা ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৫৮ রান তোলে। ব্রিজেশ গুপ্তা ১২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ডামডিম ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ব্রিজেশ ২২ রান করেন।

অন্য ম্যাচে তেসিমলা ২ উইকেটে বিমান ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বিমান ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১০ রান তোলে। মহম্মদ তাহির ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে তেসিমলা ৯ ওভারে ৮ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা তাহির ২৬ রান করেন।

অলোক-দীপক ট্রফি শুরু

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জেওয়াইএমএ ১-০ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা আকাশ ওরাওঁ।

মিশন ইংল্যান্ডের অপেক্ষায় প্রসিধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। নিচ্ছেন নিয়মিত উইকেট। আর মনের অন্দরে জুন মাসে আসন্ন বিলেত সফরের প্রত্যাশা বাড়ছে।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। প্রত্যাবর্তনের পর গতি আগের তুলনায় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বৈচিত্র্যও। যার প্রমাণ, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে আট ম্যাচে ১৬ উইকেট। দিন কয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচেও জোড়া উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় জোশ হ্যাজেলউড আজই টপকে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু তাতে কী? গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার নজরদারি ও পরামর্শ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে প্রসিধকে। রবিবার রাতের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ জানিয়েছেন তাঁর আগামীর স্বপ্নের কথা। বলেছেন, 'শেষ এক-দুই বছর সময়টা ভালো যায়নি আমার। মাঝের এই সময়ে ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বারবার। ক্রিকেটে ফেরার পর অনেকের থেকেই সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি। যার মধ্যে আলাদাভাবে গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরার কথা বলতেই হবে আমায়। দলে সুযোগ দেওয়ার পাশে সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে চলেছেন উনি।'

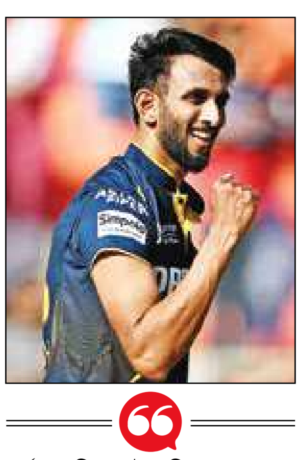

> বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **প্রসিধ কৃষ্ণা**

আইপিএলের পরই জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড রয়েছে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের আসন্ন সেই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে প্রসিধের যাওয়াও প্রায় নিশ্চিত। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল প্রসিধ নিজেও। কিন্তু এখনই তিনি মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্যে নারাজ। প্রসিধের কথায়, 'আপাতত আইপিএলে একটি করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলেছি। জুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি শুধু বল হাতে উইকেট নিতে পারি। মাঠে পারফর্ম করতে পারি। সেটাই করে চলেছি।' বছরখানেক আগে যখন প্রসিধ চোটের কবলে পড়েন, তখন তাঁর নামের সঙ্গে 'লাল' বলের বোলার, তকমা ছিল। চোট সারিয়ে মাঠে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া প্রসিধ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফর্ম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

করোনা পরবর্তী পর্বে চলতি আইপিএলে বলে থুতুর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। ফলে বোলাররা অতীতের তুলনায় বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাকি দুনিয়ার মতো এই কথা আজ মেনে নিয়েছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'বলে থুতুর ব্যবহার সবসময় বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেয়। বিশেষ করে বল একটু পুরোনো হলে সেটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানা

সুপার কাপের শেষ চারে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপার কাপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লালরিনজুয়ালা ছাংতে।

এদিন ম্যাচের ৩৫ মিনিটে মৌমাছির হানায় খেলা প্রায় দশমিনিট বন্ধ থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মাটিতে শুয়ে পড়েন লাইন্সম্যান। পরে প্রথমার্ধের শেষে ১৪ মিনিট সংযোজিত সময় দেওয়া হয়। এই ঘটনা কিন্তু আদপে প্রতিযোগিতার বেহাল দশাই তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে সেমিফাইনালে উঠল জামশেদপুর এফসি। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে সোনা মায়ার

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : দার্জিলিং স্ট্রেংথ লিফটিং সংস্থার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার শিলিগুড়িতে মেয়েদের ৫২ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন কোচবিহারের মায়া সাহা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মায়ার কোচ ভবেশ রায়।

৫ বছর পর ইংল্যান্ড সেরা লিভারপুল

লিভারপুল, ২৭ এপ্রিল : ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল চেলসির বিরুদ্ধে স্টিভেন জেরার্ড পিছলে না পড়লে সেবারই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জমানায় প্রথমবার খেতাব ঘরে তুলতে পারত লিভারপুল। সেই আক্ষেপ ২০২০ সালে মিটিয়েছিল তারা। ৫ বছরের ব্যবধানে আবার ইংল্যান্ড সেরা হল রেডস শিবির। রবিবার ঘরের মাঠে টটেনহাম হটস্পারকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে ফের ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল লিভারপুল। এই নিয়ে সর্বাধিক ২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ছুঁয়ে ফেলল তারা।

বৃহস্পতিবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করায় এদিন ১ পয়েন্ট পেলেই লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত। তবে ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্যেই নেমেছিলেন আর্নে স্লটের ছেলেরা। যদিও ১২ মিনিটে লিভারপুল পিছিয়ে পড়েছিল। এরপর আর থামানো যায়নি স্লট ব্রিগেডকে। ৪ মিনিট বাদে সমতা ফেরান লুইস দিয়াজ। বাকি সময়টায় অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, কোডি গাকপো, মহম্মদ সালাহরা স্কোরশিটে নাম তুললেন। শেষদিকে রেডদের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মঘাতী গোল করে বসেন টটেনহামের ডেস্টিনি উডোগি।

খেতাব জয়ের দিনে সালাহ রেকর্ড গড়লেন। সের্জিও আগুয়েরোকে টপকে বিদেশি স্ট্রাইকারদের মধ্যে ইপিএলে সর্বাধিক গোল হয়ে গেল সালাহর (১৮৫ গোল)।

এদিকে, রবিবার ইপিএলে শেষমুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের ২৩ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রেড ডেভিলস। ৭০ মিনিটে বোর্নমাউথের এভিলসন লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারের হার বাঁচান রাসমাস হোজলুন্ড। এদিন ম্যাচ ড্র করার ফলে ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৪তম স্থানেই থেকে গেল তারা।

টটেনহাম হটস্পারকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাস লিভারপুলের কার্টিস জোন্স, কোডি গাকপো, রায়ান গ্রাভেনবার্চদের। রবিবার। - এএফপি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দৈবগনাপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দৈবগনাপুর - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ মুরমু - কে

31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 06650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ায় এখন আমার অনেক স্বস্তি লাগছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৫ উইকেট শচীনের

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার জন্নত রয়্যালস ৪ উইকেটে মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। জেওয়াইএমএ মাঠে স্যাফায়ার্স প্রথমে ১৮ ওভারে ১৪২ রানে অল আউট হয়। আদিত্য শর্মা ২৯ রান করেন। শচীন সিং ৩৭ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ৬ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে নেয়। অমিত রায় ৪৩ রান করেন। শুভম দাস ৫ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে আরএস গ্ল্যাডিয়েটর ৩ রানে এএএ সাকসেসকে হারিয়েছে। প্রথমে গ্ল্যাডিয়েটর ১৮ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকার ২৭ রান করেন। শুভদীপ সেন ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সাকসেস ৬ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। রজত নাগ ৩৬ রান করেন। সাকিবুল গনি ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জিতল আমবাড়ি

বেলাকোবা, ২৭ এপ্রিল : আমবাড়ি চিন্তামোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে রবিবার প্রীতি ক্রিকেটে আমবাড়ি ভেটেরান্স ইলেভেন ৪ রানে রাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে আমবাড়ি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে। জবাবে রাজগঞ্জ ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪০ রানে থামে। ম্যাচের সেরা রাজু মণ্ডল পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস সফল দাবাড়ুদের। রবিবার অনীক চৌধুরীর তোলা ছবি।

জেলা দাবায় প্রথম আত্রেয়, প্রিয়া

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জেলা দাবা সংস্থার জেলা দাবায় রবিবার পুরুষদের ওপেন বিভাগে প্রথম হলেন আত্রেয় সাহা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে প্রীতম ভট্টাচার্য এবং প্রিয়াংশু শূর। মহিলাদের ওপেন বিভাগে প্রথম প্রিয়া মণ্ডল। দ্বিতীয় সঞ্জনা সেন। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অঙ্কিত দাস, তৃপর্ণ ঘোষ, শীর্ষদীপ বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৫), পরমব্রত সরকার, সৌমিক দেব, সৌমার্য সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩), আকাশনীল মিত্র, অভিনব দে, অভিজ্ঞান ঘোষ (অনূর্ধ্ব-১১), নভলীন দাস, রেয়ান্স চৌধুরী ও দীপ্তরাগ সেন (অনূর্ধ্ব-৯), ইভান বসাক, হর্ষিত আগরওয়াল, জৈতিক বর্মন (অনূর্ধ্ব-৭)।

মেয়েদের বিভাগে প্রথম দুইয়ে রয়েছে শোভিকা ছেত্রী, বিপাসনা লামা (অনূর্ধ্ব-১৫), ঋষিতা মোদক, ঋতন্যা ভট্টাচার্য (অনূর্ধ্ব-১৩), ঐশানী দে, অদ্বিতীয়া মিশ্র (অনূর্ধ্ব-১১), সৌজন্যা চন্দ, শ্রেয়া বর্মন (অনূর্ধ্ব-৯), অভিকা চৌধুরী, অভিস্কা ঘোষরায় (অনূর্ধ্ব-৭)।